সচিত্র সম্পূর্ণ কাশীদাসী

# মহাভারত

## উদ্যোগপর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

### দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ তপোধন।
সত্য হ'তে মুক্ত যদি হৈল পঞ্চজন॥
আপন বিভাগ রাজ্য লাভের কারণ।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্রে আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
কেন্ দূত পাঠালেন হস্তিনানগরে॥
উত্তর গোগ্রহ যুদ্ধ কৌরবপ্রধান।
পাইলেন অর্জ্জুনের স্থানে অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলে শুনহ নৃপতি জন্মেজয়।
...ে পরাভূত হ'য়ে কৌরব-তনয়॥
...ভগ্ন হ'য়ে রাজা আইল শিবিরে।
...অপমানসন্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
... হাতে সিংহ যেন পেয়ে অপমান।
...লের হাতে যেন কুঞ্জরপ্রধান॥
... পার্থ করিলেন সবাকারে জয়।
...ল কৌরব অতি পেয়ে লজ্জা ভয়॥
... বলিলেন রাজা ত্যজ চিন্তা মনে।
...পায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রগণে॥
বাসব উপায়ে বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুরে বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় সৃজিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাট নগরে দূত দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবে হেথায় আন কপট করিয়া॥
মুখ্য মুখ্য সেনাপতি যত বীরগণে।
সঙ্গেতে করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চজন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে সবে সঙ্কেত করহ।
অন্নপান সনে বিষ সবাকারে দেহ॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রের বিহিত।
বলে ছলে শত্রুকে মারিবে সুনিশ্চিত॥
ছল করি ফল মধ্যে রহি পুরন্দর।
নমুচি দানবে পাঠাইল যম-ঘর।
সে কারণে এই যুক্তি কহিনু তোমারে।
মারহ পাণ্ডুর পুত্র বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সকল সৈন্যে সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাইব সম্প্রতি॥

রাটের পুর সব চৌদিকে বেড়িয়া ॥
গ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া ।
ইমত বিধান করহ নরবর ।
লম্ব উচিত নহে করহ সত্বর ॥
লিলেন রাজা ইহা নাহি লয় মনে ।
ার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চজনে ॥
তেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব ।
পট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব ॥
রে দিই বনবাস দ্বাদশ বৎসর ।
ৎসরেক অজ্ঞাত বসতি তার পর ॥
ভামাঝে পাণ্ডব করিল যেই পণ ।
াহাতে হৈল মুক্ত দৈব-নিবন্ধন ॥
মামার উপায় যত হইল বিফল ।
এখন সহায় তার হৈল মহাবল ॥
য় হোক সে হোক যুদ্ধ করিলাম পণ ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন ॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয় ।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন ।
ইহার উপায় সখা করহ বিধান ॥
না মারিব যে পর্য্যন্ত পাণ্ডু-পুত্রগণ ।
রাজ্যে রাজ্যে অনুচর করহ প্রেরণ ॥
নিবসেন যত রাজা মম অধিকারে ।
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনহ সবাকারে ॥
সবা মধ্যে প্রধান সুমন্ত্র নরপতি ।
কলিঙ্গ কামদ ভোজ বাহ্লিক প্রভৃতি ॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী করহ সাজন ।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করহ সঞ্চয় ।
মিত্রামিত্র বলাবল করহ নির্ণয় ॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন ।
সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসে সেইক্ষণ ॥
উত্তম বলিয়া যুক্তি নিল মম মনে ।
তুমি হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি বলে গুণে ॥
দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি ।
প্রজাপতি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি ॥
তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমারে গণন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম-শাস্ত্র যত আছে পূর্ব্বাপর ।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধে না করিবে ডর ॥
সে কারণে ক্ষত্রধর্ম্ম করাহ উদয় ।
যুদ্ধ হেতু বরহ যতেক রাজচয় ॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধির লিখন ।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় বিক্রম ॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে ।
লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে ॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয় ।
যে যুক্তি করিলা মম হৃদয়ে না লয় ॥
ভাই ভাই বিচ্ছেদ হইতে না যুয়ায় ।
হিত উপদেশ রাজা কহিব তোমায় ॥
মান বৃদ্ধি নাই ইথে না হইবে যশ ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরষ ॥
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন ।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন ॥
পাণ্ডবেরা নাহি তব করে অত্যাচার ।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবে তাহার ॥
তাহা পেয়ে সুখী হবে ভাই পঞ্চজন ।
এক্ষণে এমত বুদ্ধি না কর রাজন ॥
পাশায় জিনিয়া তুমি নিলে সর্ব্ব ধন ।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধমন ॥
যে সত্য করিল তারা সবার সাক্ষাতে ।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে ॥
পূর্ব্বে ছিল তাহাদের যেই অধিকার ।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার ॥
তাহাতে প্রবোধ যদি নহে কদাচন ।
তবে যেই মনে লয় করিও তখন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলে আপনে ।
সত্য হতে মুক্ত যদি হয় কদাচনে ॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে লইবে পাণ্ডব ।
সেইকালে সাক্ষাতে আছিনু মোরা সব ॥

ক্ষণে যাহাতে তুষ্ট কুন্তীপুত্র সব।
তাহা দিয়া রাজা তুমি প্রবোধ পাণ্ডব ॥
তাহা দিয়া প্রবোধহ পাণ্ডু-পুত্রগণে।
ভাই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজনে ॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া তবে বলিলা বচন ॥
ক্রকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
য় হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥
নিলেন ভীষ্ম তবে যাহা ইচ্ছা কর।
শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর ॥
নন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
চকেতু ধৃতরাষ্ট্র গুরুর নন্দন ॥
দুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একে দুর্য্যোধনে কহিল বচন ॥
ষ্ম যে কহিলা তাহা কর মহারাজ।
ই ভাই বিরোধে না হয় ভদ্র কাজ ॥
লক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
হাতে পৌরুষ কিছু না হয় বিধান ॥
াপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
াহা দেহ পাণ্ডবেরে শাস্ত্রীয় বিহিত ॥
সত্য করিল তারা সভার গোচর।
হাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর ॥
বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
ই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেহ পুনর্ব্বার ॥
করিলে অপমান না করিল মনে।
য় কেহ হৈলে না সহিত কদাচনে ॥
বাসুর নরমধ্যে খ্যাত পঞ্চজন।
র্জ্জুনেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন ॥
টের গোগ্রহে যুদ্ধ দেখিলে আপনে।
কেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
রাটের গাভীগণ মুক্ত করি দিল।
য় অর্জ্জুন বীর কারে না মারিল ॥
মায় আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
ব কেন সংগ্রামে করিল পরিহার ॥
ন্তর দেখ রাজা গন্ধর্ব্ব-প্রধান।
মায় ধরিয়া নিয়া করিল প্রয়াণ ॥
মুখ্য মুখ্য যতেক ছিলেন সেনাপতি।
ছাড়াইতে না হইল কাহার শকতি ॥
তোমারে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ তোমা মুক্ত করি দিল ॥
যদি বল উত্তর গোগ্রহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল আমায় ॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
এই হেতু গাভী মুক্ত করিল প্রকারে ॥
ভাই ভাই যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় মানি একই সমান ॥
কহিলে পরম শত্রু মোর পঞ্চজন।
তাহারে ভজিলে হয় কুযশ ঘোষণ ॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতি মধ্যে যে জন অধিক বল ধরে ॥
সে হয় প্রধান রাজা কহিনু নিশ্চয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায় ॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর ॥
ক্ষত্রবংশে চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তাঁহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন ॥
মুখ্য মুখ্য যতেক আছিল সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার' করিতে মোচন ॥
অহিংসা পরমধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি বলে জ্ঞানিজনে ॥
অগ্র হৈতে হিংসাবুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে ॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে।
কহিব পূর্ব্বের কথা শুন সাবধানে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

### ইন্দ্রের জন্ম, তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও গৌতমের অভিশাপ।

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপ-গৃহিণী।
পুত্রবাঞ্ছা করিয়া ভজিল শূলপাণি ॥

প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচেন শঙ্কর।
মাগিল অদিতি বর করি যোড়কর॥
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহামতি॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাগতিগণ।
সবে পূজা করিবেন তাহার চরণ॥
স্বস্তি বলি বর তারে দেন শূলপাণি।
স্বামীরে কহিল তবে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে তোমার নন্দন॥
কশ্যপ বলিলা শিববাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
এ তিন ভুবনে লোক করিবেক পূজা॥
স্বামীর নিকটে কন্যা পাইল সম্মান।
কতদিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান॥
স্বামী সহ রতি কেলি কুতূহলে করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল॥
দ্বাদশ আদিত্য তবে জন্মিল বিশেষে।
যাহার উদয়ে দিন আপনি প্রকাশে॥
কত দিনান্তরে তবে দক্ষের নন্দিনী।
ঋতুস্নান করিয়া স্বামীরে বলে বাণী॥
রতি করিলেন মুনি দক্ষের কন্যায়।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহায়॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবন ব্যাপিবেক তব এ নন্দন॥
ছোট বড় জীব জন্তু আছয়ে যতেক।
সর্ব্বভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক।
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সংসার এই ব্যাপিত করিবে॥
শুনি আনন্দিত হৈল দক্ষের নন্দিনী।
স্বর্গলোকে চলিলা কশ্যপ মহামুনি॥
কত দিনে নারদ আইল সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিল ইন্দ্রেরে॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্রে করিবেক জগৎ ব্যাপন॥
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবিল তখন॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহারে।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমারে॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিল।
সূক্ষ্মরূপে জননীর গর্ভে প্রবেশিল॥
যেইকালে নিদ্রাগত দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিল সাতখানি॥
কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইল নির্ভয়।
কতদিনে প্রসবিল সকল তনয়॥
ক্রমে উনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন॥
অহিংসকে হিংসিয়া পাইলা বড় তাপ।
জন্মিল পবনদেব অতুল প্রতাপ॥
তবে কতদিনে ইন্দ্র কশ্যপ-নন্দন।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন॥
চারিবেদ ষটশাস্ত্র অধ্যয়ন কৈল।
তথাপিও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল॥
পরমা সুন্দরী দেখি গুরুর রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করে সুরমণি॥
একদিন যান মুনি স্নান করিবারে।
দেখে ইন্দ্র গুরুপত্নী একা আছে ঘরে॥
মদনে পীড়িত হ'য়ে অদিতি-নন্দন।
মায়া করি গুরুরূপী হইল তখন॥
গুরুরূপে গুরুপত্নী হরিল দেবেন্দ্র।
ক্ষণকাল পরে ঘরে আইল মুনীন্দ্র॥
স্বামীরে কহিল পরে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলে করিয়া রমণ॥
কিরূপে করিয়া স্নান এলে মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু বলিবা আমাকে॥
এত শুনি মুনিবর ভাবি মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপ-নন্দন॥

গুরুপত্নী হরে এত করে অহঙ্কার।
অতএব করিব ইহার প্রতিকার॥
নিষ্ফল করিলি যত শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোনজন॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি॥
হউক সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতম-বাক্য কে অন্যথা করে॥
হইল সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে॥
কোন্ লাজে দেবমাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেক বসন।
চিন্তিত হইয়া যান কশ্যপ-নন্দন॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপকুমার।
করিল সহস্র বর্ষ তপ অনাহার॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
পাপিষ্ঠ রাক্ষস নাশ করে রাত্রি দিনে॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে॥
ব্রহ্মাকে করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
কামবশে গুরুপত্নী করিয়া হরণ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেক তাহারে।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেতে জগৎ ব্যাপিল।
তব বিরচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল॥
অতএব বাসবেরে করহ উদ্ধার।
নিস্তার করহ প্রভু শাপান্ত তাহার॥
এইরূপ কশ্যপ কহিল বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর॥
গৌতমেরে আনিয়া কনেহ বহুতর।
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা দেহ মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি-নন্দনে॥
গৌতম বলিল মুনি কর অবধান।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেলা করি দেব সম্ভাষণ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনাকে দেখি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিও, সাবধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিহ।
কদাচিত কোনজনে হিংসা না করিহ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবার।
কদাচিত হিংসা নাহি করিবে কাহার॥
এত বলি ইন্দ্রকে প্রেরিল যথাস্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যান॥
ভীষ্ম যাহা কহিলেন না হয় অন্যথা।
সম্প্রতি পাণ্ডবগণে আন রাজা হেথা॥
সমুচিত রাজ্য দেহ ছাড়িয়া তাহারে।
সমভাবে বাস কর সম ব্যবহারে॥
ভাই ভাই বিরোধ নাহিক প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত॥
কার' বাক্য না শুনিল কুরুকুলপতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কুরুদের প্রতি কথন।

মুনি বলিলেন শুন তবে জন্মেজয়।
কুরুসভা মধ্যে গেলা ধৌম্য মহাশয়॥
সভায় বসিয়া আছে কৌরবের পতি।
সুহৃদ অমাত্য বন্ধুগণের সংহতি॥
শত ভাই কুরুবংশ রাধাপুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর অমাত্য যত জন।
সভা করি বসিয়াছে কৌরব-নন্দন॥
হেনকালে কহে গিয়া ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চভাই পাঠান আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্মরায়।
সে সকল কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবা আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন॥
তুমি যে করিবা আজ্ঞা না করিব আন।
তব অনুবর্ত্তি পঞ্চ পাণ্ডুর সন্তান॥
যত দুঃখ সহিলাম তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্যধন
যে নির্ণয় পূর্ব্বে হৈল তোমার সাক্ষাতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত দুঃখ সঙ্কটেতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষ।
জটাবল্ক পরিধান তপস্বীর বেশ॥
তৎপরে অজ্ঞাতবাস করি লুকাইয়া।
পরসেবা করি পর-আজ্ঞাবর্ত্তি হৈয়া॥
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীনসেবা করিলাম হীন দুরাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি করি মনে।
সব দুঃখ পাসরিনু তোমার কারণে॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে হয়।
দিয়া প্রীত কর রাজা আমা সবাকায়॥
ভাই ভাই বিরোধতে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর পৃষতকুমারে।
আমার বিনয় জানাইবে সবাকারে॥
কহিবা নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্বলোকে জানে॥
ক্ষমিলাম সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ যেন দেয় পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশক্ষয়।
এইরূপ কহিলেন ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিলেন করিয়া মিনতি।
কহিবা অন্ধের পদে আমার প্রণতি॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট তাহা নাহি মনে।
তোমার কারণে ক্ষমিলাম দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল দেখিলে সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট পাশায় যত সর্ব্বস্ব লইল।
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে পাঠাইল॥
সহিলাম সই সেব তোমার কারণে
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সম্প্রীতে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এইরূপে বলিলেন ইন্দ্রের কুমার॥
সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
সন্তোষহ তাহা দিয়া পাণ্ডুর তনয়॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলা অসদৃশ নহে মুনিবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাপ দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিল অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেক পাণ্ডুর-কুমার॥
এখন যে কহি তাহা শুন সভাজন।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডবের স্থান॥
প্রিয়বাক্য কহিয়া আনিয়া হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তোষ তা সবায়॥

নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ' পঞ্চ সহোদর॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুনঃ দেহ অধিকার।
যত রত্ন ছিল তার যতেক ভাণ্ডার॥
যেই সত্য করিলেক তাহে হৈল পার।
সমুচিত ভাগ দেহ উচিত তাহার॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
অতএব দ্বন্দ্ব কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ' পাণ্ডু-পুত্রগণ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কোন্ কাজ।
সমুচিত ভাগ তারে দেহ মহারাজ॥
না দিলে নিশ্চয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব সাবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ম্বদ দূত রাজা দেহ পাঠাইয়া।
পাণ্ডবেরে হেথা আন বিনয় করিয়া॥
তবে সে তোমার হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহ কোন্ প্রয়োজন॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
এই চিত্তে লয় তাহা করহ বিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি সভ্যগণ।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল জনে জন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃ পুনঃ নানামতে কহিল অন্ধেরে।
সম্প্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেহ রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন নৃপমণি॥
এইরূপে কহিল সকল সভাজন।
মনে মনে ক্রোধে জ্বলে রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রশংসা কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধভরে হেঁটমাথা কুরু মহীপাল॥
তবে দুর্য্যোধনে কহে অন্ধ নরপতি।
আমার বচন সুত কর অবগতি॥
সবার সম্মান রাখ শুন মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেহ রাজধানী॥
ভাই ভাই সংপ্রীতে করহ রাজ্যসুখ।
কলহেতে কার্য্য নাহি জন্মে মহাদুঃখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি যে তোমায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

### বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা জগতে সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি তার যুগল বনিতা।
কোশলনন্দিনী দোঁহে সতী পতিব্রতা॥
যুবাকাল গেল তবু পুত্র না হইল।
পুত্রবাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীরে কহিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ডক তপোধন।
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন॥
ভার্য্যা সহ নরপতি ছিল অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারিবে তাঁরে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যা সহ নরপতি করিল বন্দন॥
রাণী সহ করযুড়ি মুনি অগ্রে স্থিত।
বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন কিবা চাহ হিত॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতিপ্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান॥
রূপে কামদেব জিনি শীলতায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু॥
কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থ্যে হনুমান।
কীর্ত্তিতে গণি যে পৃথু রাজার সমান॥
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীতে যেন জীবের নন্দন॥
কেন দেখি চিন্তামগ্ন উদ্বিগ্ন তোমারে।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহিবে আমারে॥

রাজা বলিলেন মুনি বলিলা প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান ॥
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল ॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্ব সুখ বিহীন যে হয় পুত্রহীন ॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সর ফলহীন তরুগণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্রবিদ্যাহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার ॥
ধর্ম্মহীন জন যেন ধনহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহি ॥
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন ॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিল মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিল উত্তর ॥
পুত্রেষ্টি করহ রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন ॥
পরাজিবে সকল পৃথিবী বাহুবলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ-পুণ্যফলে ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন তপোধন।
করিল পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন ॥
সুমতির গর্ভে হয় যুগল নন্দন।
পরম সুন্দর রূপে নৃপতি-লক্ষণ ॥
কুমতির গর্ভে হৈল একমাত্র পুত্র।
দিনকর সম তেজ তেজপুঞ্জ গাত্র ॥
দিনে বাড়ে সবে রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন ॥
সুমতির গর্ভে হৈল দুই গুণধাম।
পাইলেন তালজঙ্ঘ হৈহয় যে নাম ॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতিনন্দন।
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন ॥
কত দিনে বৃদ্ধকালে বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকিয়া আনিল শীঘ্রগতি ॥
তিন পুত্রে রাজ্যধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যা সহ নরপতি অরণ্যে চলিল ॥
তপঃযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি।
রাজ্যতে হইল রাজা বাহু নরপতি ॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একচ্ছত্র নরপতি এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্য নাহি মন ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিল শুনি আকাশ ভারতী ॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি ॥
কতদিনে ঋতুযোগে রাণী গর্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী ॥
ইহার গর্ভেতে যেই হইবে নন্দন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে সেই বিচক্ষণ ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্দ্ধর।
করিবেন শত অশ্বমেধ নরবর ॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিল ব্রাহ্মণগণেরে ॥
তবে কত দিনান্তে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন ॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইল দিব্য রত্ন-সিহাসনোপরি ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিল।
মুনিবরে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ-মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত ॥
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণি যে প্রধান ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমি কদাচন।
হেন নীত শাস্ত্রেতে লেখেন মুনিগণ ॥
কহ মুনি আমা প্রতি ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলে প্রমাণ ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজবশে আনি পরে করিবে নিধন ॥
কহিলা প্রমাণ রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা ॥

গর্ভে যদি জন্মে শক্র দৈববাণী কয়।
তাহারে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমারে নৃপ কর অবধান॥
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্ত ভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভ যদি পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয়ঃ হয় জানাই তোমারে॥
এত বলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া নৃপতি হইল সচিন্তিত প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া আকুল নরবর।
একদিন বসিলেন সভার ভিতর॥
মন্ত্রী পাত্রে ল'য়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকারে ক্ষয়॥
তাহার উপায় কিছু কর মন্ত্রিগণ।
কিরূপে রাণীর গর্ভ করিব নিধন॥
যুদ্ধেতে সমর্থ না হইব কদাচন।
যদি না করিব যুদ্ধ হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলিলেন শুন নৃপমণি।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা ভূপতি-রমণী॥
বিষ খাওবার ছলে উপায় কারণে।
বিষপান করাইয়া মারহ পরাণে॥
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর।
নিশ্চিত করি রাজা শিশুকে সংহার॥
নৃপতি বলেন মন্ত্রী কহিলে শোভন।
কর শীঘ্র ভক্ষ্য ভোজ্য দ্রব্য আয়োজন॥
রন্ধন করিতে বল সূপকারগণে।
গোপনে করিবা যেন কেহ নাহি শুনে॥
পরিবারগণ সহ বরিয়া রাজারে।
দূত দিয়া নিমন্ত্রিয়া আন হেথাকারে॥
রাজার আদেশ মত যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরাজে আনিলেন করি নিমন্ত্রণ॥
বিষ দিয়া উপহারে ভোজনের কালে।
রাজার মহিষীরে খাওয়াইল ছলে॥
তথাপিও গর্ভপাত হইল না তার।
চলিলেন বাহুরাজা সহ পরিবার॥
সে সব বৃত্তান্ত রাণী কহিল রাজারে।
বিষ খাওয়াল মোরে মারিবার তরে॥
অহিংসায় হিংসা সৃষ্টি কৈল দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার॥
অহিংসকে হিংসয় যে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহিব কখন॥
পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে হয় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য না ছিল হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এইরূপে করে রাজা সদা অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসর গর্ভ না হয় প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘে।
রিপুভাব করিলেন ভূপতির সঙ্গে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিত মৈত্র করি।
সংগ্রামে জিনিয়া তাঁর রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে বাহু নরপতি।
প্রবেশিল বনমধ্যে বনিতা সংহতি॥
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন।
ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষলতাগণ॥
দিব্য সরোবর আছে বন অভ্যন্তরে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে॥
পুণ্য সরোবর সেই নাম বিন্দুসর।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি মনোহর॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিল গমন।
সরোবর দেখি ভূপ আনন্দিত মন॥
তথায় আশ্রম জন্য রচিয়া কুটির।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির॥
নৃপতির কালপ্রাপ্তে হইল নিধন।
ব্যাকুল হইয়া রাণী মুদিল নয়ন॥
অনেক রোদন করে বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্তা হইয়া পরে মনে যুক্তি করি॥

চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখিল নৃপতি-কলেবর॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ করে।
হেনকালে ঔর্ব্ব মুনি আইল তথাকারে॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
দেখিয়া বিস্ময় মুনি মানিল অন্তরে॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করে নিবারণ।
রাণীকে চাহিয়া পরে বলে তপোধন॥
চিতা আরোহণ না করিবে কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত॥
দিব্যচক্ষে আমরা দেখিতে পাই সব।
রাজচক্রবর্ত্তী তব গর্ভে অনুভব॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
একচ্ছত্র রাজা হবে এ মর্ত্ত ভুবনে॥
ব্রাহ্মণে দিবেক দান সদা অপ্রমিত।
না হইল না হইবে তাহার তুলিত॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহারে বেড়য়॥
কদাচিত স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোর নরকেতে তার হয় ত গমন॥
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব নষ্ট হয়।
পুণ্যফল যত কিছু কদাচ না পায়॥
রজঃস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রেরে ছাড়িয়া।
পতি সঙ্গে যেই নারী মরয়ে পুড়িয়া॥
পঞ্চ মহাপাতক ভাগিনী সেই হয়।
ব্যর্থ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিষয়॥
অগ্নিহোত্রে নৃপতিরে করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন॥
প্রেতকর্ম্ম করিলেক ভর্ত্তার বিধানে।
আর শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে॥
সেবা বশে সন্তুষ্ট হইল তপোধন।
এইরূপে ছিল রাণী মুনির সদন॥
অন্যথা না হয় কভু বিধির লিখন।
মহারাণী প্রসবিল অপূর্ব্ব নন্দন॥
গরল সহিত জন্ম হইল তাহার।
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার॥

দিনে দিনে বাড়িল সে সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষ চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন॥
দরিদ্র পাইল যেন পূর্ব্ব হারাধন।
সেমত পাইল রাণী অপত্য রতন॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি আনি প্রয়োজন।
যত্ন করি সেই শিশু করিল পালন॥
করাইল নানা অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন।
অল্পদিনে হইলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ॥
নবীন বয়সে শিশু মহাবলধর।
একদিন তীর্থস্নানে গেল মুনিবর॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল বাণী।
কোন্ বংশে জন্ম মম কহ গো জননী॥
কাহার তনয় আমি কহিবা নিশ্চয়।
এই মুনিবর বুঝি মম পিতা হয়॥
শিশুকাল পিতৃহীন হয় যেইজন।
দুঃখী হৈতে দুঃখী সেই জন্ম অকারণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহীন যেন ব্রাহ্মণ-কুমার॥
ধনহীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
বেদহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
সে কারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায়॥
শুনি রাণী কহিলেন করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইলা নন্দন॥
মহারাজবংশে পুত্র উৎপত্তি তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশে রাজা বাহুর কুমার॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় সে পাপী জ্ঞাতগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন॥
যেই কালে তোমা আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াল মোরে মারিতে তোমারে॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমা সহ এই বনে আইল রাজন॥
হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর।
ব্যাধিযুক্ত নৃপতি ছাড়েন কলেবর॥
অনুমৃতা হইতে মম চিন্তা উপজিল।
ঔর্ব্ব মুনি আসি মোরে বারণ করিল॥

মুনির আশ্রমে আমি আছি এ কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করিলা রোদন॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন।
জননীর ক্রন্দন করিয়া নিবারণ॥
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি লয়।
প্রণমিয়া জননীরে হইল বিদায়॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় হইয়া।
সুহৃদ্ বান্ধবগণে সহায় করিয়া॥
বর্ত্তমান ছিল যত পিতৃ-শত্রুগণ।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে করিল নিধন॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠ-শরণ॥
কাতর দেখিয়া তারে দিল প্রাণদান।
কোন জন মুনিস্থানে রাখিল পরাণ॥
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহারে নিবারিল।
অযোধ্যায় ল'য়ে সিংহাসনে বসাইল॥
একচ্ছত্রা রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণেরে শাসিল বাহুবলে॥
সন্তান ষাটী সহস্র তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি যার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে॥
বলবান পুত্র যত মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার॥
জ্ঞাতিজনকে হিংসিলেই হয় এই ক্ষতি।
জগতে অকীর্ত্তি রহে অশেষ দুর্গতি॥
সে কারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্বে নাহি প্রয়োজন॥
সমুচিত ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি কর আনাইতে পঞ্চজন॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে কি কাজ তোমার॥
দুর্য্যোধন বলিলেন এ নহে বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ॥
ক্ষত্র হ'য়ে বৈরীকে না করিবে বিশ্বাস॥
রিপুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ॥
যে হোক্ সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্যভূমি॥
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী নিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাস বিরচিল দিব্য ভারত-পুরাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে না কর সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

---

### ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেল দুর্য্যোধন॥
কারো বাক্য না শুনিল কুরু-অধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিল দণ্ড চারি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেল নিজ স্থান।
বিদুর বলিল ধৃতরাষ্ট্রে বিদ্যমান॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
সুস্পষ্ট কথায় তাহা হইল প্রমাণ॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দেহ পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর।
পাণ্ডবের সহ কর সম্প্রীত সত্বর॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হ'য়েছিল এ সংসারে॥
আছিল উত্তানপাদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপা পৃথিবীতে যাঁর অধিকার॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাঁহার গণন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিল রাজন॥
হিংসা হেন বস্তু তাঁর না জন্মিল মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে॥
তপ যজ্ঞ আরম্ভিয়া পান দিব্যগতি।
তাঁহার তনয় ধ্রুব জগতে সুকৃতি॥

যাঁহার মহিমা যশে পূরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার ॥
অনন্তর সূর্য্যবংশে রঘুরাজা ছিল।
যাঁর যশস্তম্ভে সর্ব্ব ভুবন ভরিল ॥
অতুল সম্পাদ ভোগ করিলা জগতে।
নাম মাত্র হিংসা কভু না ছিল মনেতে ॥
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বহুলে ॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে জন্মে নাহি হেন কোন জন ॥
কপটি হিংসক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অখ্যাতি ॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুযশ ঘোষণা কুলে কলঙ্ক প্রকাশ ॥
সে কারণে বলি নৃপ শুন সবাধানে।
দ্বন্দ্ব না করিহ রাজা পাণ্ডবের সনে ॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ-রক্ষগণে ॥
হিড়িম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদর ॥
ভীম ক্রোধ করিলে না আছে রক্ষা কার।
মুহূর্ত্তেকে সাবাকারে করিবে সংহার ॥
অর্জ্জুনের যে অতুল প্রতাপ ভুবনে।
বাহুযুদ্ধেপরাভব করে পঞ্চাননে ॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে নিয়া যান।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র দিলা শিক্ষাদান ॥
কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিক্ত প্রতাপে তপন ॥
তাদের মারিয়া শান্তি দিল দেবগণে।
কোন্ বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে ॥
উত্তর গোগৃহে ভাই দেখিনু নয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে ॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিও জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে ॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে ॥

এখন যে হিত কহি শুন নরবর।
দূত পাঠাইয়া দেহ বিরাটনগর ॥
সম্প্রীতে হেথায় আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
এই কর্ম্ম তব প্রিয় দেখি যে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সমস্ত নিধন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলে প্রমাণ।
সম্প্রীতে করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান ॥
যে সত্য করিয়াছিল পাণ্ডুর কমার।
ধর্ম্মবলে তাহাতে হইল তারা পার ॥
আপনার ভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি ভাই বুঝাও সুনীত ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মান।
ধর্ম্ম নীতিশাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে ॥
বিদুর বলিল আমি কি বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে সে ভাবে বিপরীত।
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন।
যেবা ইচ্ছা করুক তাহার যাহে মন ॥
এত বলি বিদুর বসিল অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত তবে কহিল রাজাকে ॥
মহামত্ত দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সংপ্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধানী ॥
পূর্ব্বে যেন বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার ॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে ॥
বলিরে বান্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া ॥
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ হৈল সুরগণে।
ইন্দ্র সহ বিবাদ হইল কি কারণে ॥
ধৌম্য বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তার।
সঙ্ক্ষেপে বলিব কিছু শুন সারোদ্ধার ॥

উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান ।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত আখ্যান ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয় ।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয় ॥

---

বলি বামোনোপাখ্যান ।

তবে ধৌম্য কহে শুন অম্বিকানন্দন ।
কহিব অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ ॥
আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যক্ষ ।
মহাবলয়ন্ত হৈল প্রতাপে পাবক ॥
দিতির গর্ভের জাত কশ্যপ ঔরসে ।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষে ॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে ॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে ।
তারে বিড়ম্বিল আসি অদিতি নন্দনে ॥
ব্রাহ্মণরূপেতে আসি দান মাগি নিল ।
সেইক্ষণে বিরোচন নিজ অঙ্গ দিল ॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজে আপনার প্রাণ ।
তাহার নন্দন হৈল বলি মতিমান ॥
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয় ।
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্ত্য করিলেক জয় ॥
জানিলেক শুক্র গুরুস্থানে উপদেশে ।
ছল করি দেবরাজ বাপেরে বিনাশে ॥
পিতৃবৈরী হয় ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে ।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে ॥
চতুরঙ্গ সৈন্যসহ সাজিল ত্বরিত ।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পূরিল গগন ।
দৈত্যসৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন ॥
শুনি দেবরাজ ক্রোধে ল'য়ে সৈন্যচয় ।
বলির সহিত রণ করিল প্রলয় ॥
দোঁহে বলবন্ত দোঁহে সংগ্রামে প্রচণ্ড ।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী মুদ্গর ।
পরশু পট্টীশ গদা বিশাল তোমর ॥
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি ।
দেবতা অসুরগণ করে বাণবৃষ্টি ॥
বলিরে চাহিয়া ইন্দ্র বলে ক্রোধমন ।
মোর হস্তে আজি তোর হইবে নিধন ॥
এই দেখ অস্ত্র মোর ঘোর দরশন ।
ইহার প্রহারে তোরে করিব নিধন ॥
এত বলি ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল ধনুকে ।
ক্ষণে অস্ত্রবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে ॥
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে বলি করে দুইখান ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পেয়ে লাজ ।
শক্তি অস্ত্র হানে তার হৃদয়ের মাঝ ॥
দুই বাণে বলি তাহা করে দুই খণ্ড ।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড ॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত ।
মাতলি বাহুড়ি রথ পলায় ত্বরিত ॥
কতক্ষণে দেবরাজ হন সচেতন ।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিল বচন ॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে বাহুড়িলি রথ ।
পলাইয়া গেলি যেন নাহি দেখি পথ ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ ।
অবধানে কহি শুন শাস্ত্র নিরূপণ ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথ বাহুড়ে সারথি ।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধাগণ কহে হেন নীতি ॥
ইন্দ্র বলে শীঘ্র তুমি বাহুড়াহ রথ ।
বলিরে দেখাব আমি শমনের পথ ॥
আজ্ঞা মাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি ।
হাতাতে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী ॥
পরিঘ এড়িল ইন্দ্র উপরে বলির ।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির ॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ ।
পলাইল সকলে না রহে একজন ॥
তবে দৈত্য সমবেত হ'য়ে কতজনে ।
কান্ধে করি বলিরাজে ল'য়ে সেইক্ষণে
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্রস্থান ।
মন্ত্রবলে শুক্র তারে দিল প্রাণদান ॥

গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিব্য বর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মমন্ত্র ষড়ক্ষর॥
মহামন্ত্র পেয়ে তবে বিচারিল মনে।
অমর অজেয় আমি হৈব ত্রিভুবনে॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিল কটোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষিয়া রহে সহস্র বৎসর॥
তপে তুষ্ট হইয়া বলিরে দিতে বর।
আইলেন চতুর্ম্মুখ মরাল উপর॥
ডাক দিয়া বলিরে কহেন প্রজাপতি।
তপসিদ্ধ হৈল তব শুন মহামতি॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয় মাগি লহ তুমি॥
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি।
বর যদি দিবা মোরে সৃষ্টি অধিপতি॥
অজেয় অমর হব ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন হউক আমার করতলে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে না হইবে আমার মরণ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপোযোগ করি বলি করিল আরতি॥
শুভকাল উদয় হইল আসি তার।
সসৈন্য সাজিয়া বলি গেল নিজাগার॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার রণকথা না হয় বর্ণন॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
যুদ্ধে পরাভব করে অদিতি-কুমারে॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলাইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে॥
দেবের সকল কর্ম্ম লইল অসুরে।
নররূপে দেবগণ ভ্রমে মহীপরে॥

শুক্র গুরু আসি তবে উপদেশ দিল।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ করিল॥
মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বরে।
নররূপে দেবগণ সংসারে বিহরে॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ হৃদয়ে চিন্তিল।
দেবের দেবত্ব বলি দৈত্য হরি নিল॥
পুনরপি কি প্রকারে নিজ রাজ্য পায়।
চিন্তিল অদিতি মনে না দেখি উপায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

### অদিতির তপস্যা ও বিষ্ণুর প্রতি স্তব।

হৃদে বিচারিল তবে দেবের জননী।
উপায় না দেখি আর বিনা চক্রপাণি॥
সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা দেব নারায়ণ।
বিশ্বস্রষ্টা পোষ্টা তিনি সংহার কারণ॥
তাঁহা বিনা এ বিপদে কে করিবে ত্রাণ।
তিনি ভক্তজনে কৃপা করেন প্রদান॥
বিনা তপে তুষ্ট নহিবেন ভগবান।
ভাবিয়া ক্ষীরোদকূলে করিল প্রস্থান॥
করিল কঠোর তপ দেবের জননী।
তিন দিনে খায় তবে তিন লোটা পানি॥
অনন্তরে মাস মধ্যে খায় একবার।
তার পার পরিত্যাগ করিল আহার॥
ধ্যান অবলম্ব হেতু করে নিরূপণ।
ঊর্দ্ধদৃষ্টে রহিলেন পবন অশন॥
তার তপে সন্তাপিত-এ তিন ভুবন।
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন পদ্মাসন॥
দেবগণে ডাকি বলিলেন পিতামহ।
তপ পরীক্ষিত শীঘ্র সকলেতে যাহ॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় ইন্দ্র আদি দেবগণ।
মায়ের সাক্ষাতে গেল পরীক্ষা কারণ॥
ইন্দ্র বলিলেন মাতা শুন নিবেদন।
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ॥
আমাদের দুঃখ সব অদৃষ্টে লিখন।
শুভকাল সমাগতে হইবে খণ্ডন॥

অশুভ সময়ে কর্ম্ম ফল নাহি ধরে।
বেদের নিয়ম হেন শাস্ত্রের বিচারে ॥
এক্ষণে অশুভকাল হইল আমার।
সে কারণে এত দুঃখ হয় অনিবার ॥
আত্মাকে এতেক ক্লেশ দাও কি কারণ।
তপ ত্যাগ করি মাতা স্থির কর মন ॥
মাতৃহীন পুত্রদের নাহি সুখলেশ।
সর্ব্বদা দুঃখিত সেই পায় নানা ক্লেশ ॥
ধর্ম্মহীন জন যেন ব্যর্থ উপার্জ্জন।
ভক্তিহীন জ্ঞানিজন যেন অকারণ ॥
শ্রদ্ধাহীন শ্রাদ্ধ যেন বীজহীন মন্ত্র।
শাস্ত্রহীন গুরু যেন বীজহীন তন্ত্র ॥
সে কারণে নিবেদন শুনহ জননি।
আপনার আত্মা রক্ষা করহ আপনি ॥
তোমার প্রসাদে মাতা শুভকাল হলে।
দুষ্ট দৈত্যগণেরে জিনিব অবহেলে ॥
এতেক বলিল যদি দেব সুরপতি।
ধ্যানভঙ্গ হইয়া চাহেন ক্রোধমতি ॥
নয়ন শ্রবণ হৈতে অগ্নি বাহিরায় ॥
ভয় পেয়ে দেবগণ পলাইয়া যায় ॥
করিলেন ব্রহ্মার সাক্ষাতে নিবেদন।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন সহ দেবগণ ॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া করিল স্তবন।
তুষ্ট হয়ে সন্দর্শন দিলা নারায়ণ ॥
নবজলধর জিনি অঙ্গের বরণ।
পীতবাস পরিধান রাজীবলোচন ॥
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষিত।
নূপুর কঙ্কণ হার মুক্তা বিরাজিত ॥
দিব্যমূর্ত্তি সাক্ষাতে দেখিয়া নারায়ণে ॥
প্রণিপাত স্তুতি করিলেন দেবগণে ॥
স্তুতিবশে প্রসন্ন হইয়া জগৎপতি।
কহিলেন দেবগণ সাক্ষাতে ভারতী ॥
শীঘ্র হবে তোমাদের দুঃখ বিমোচন।
স্বস্থানে প্রস্থান কর যত দেবগণ ॥
এত বলি অন্তর্হিত হন নারায়ণ।
যথাস্থানে গেল ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥

অদিতির তপেতে তাপিত ত্রিভুবন।
তুষ্ট হ'য়ে প্রত্যক্ষ দিলেন দরশন ॥
সজল জলদ যেন অঙ্গ সুশোভন।
কোটি শশীমুখ ফুল্ল রাজীবলোচন ॥
কোকনদ কর পদ অধর অতুল।
খগরাজ জিনিয়া নাসিকা তিল ফুল ॥
কাঞ্চন বরণ জিনি অম্বর শোভন।
আজানুলম্বিত বনমালা বিভূষণ ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে অতি শোভা করে।
দেখিয়া মানিল দেবী বিস্ময় অন্তরে ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া সেই কমললোচন।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল সেইক্ষণ ॥
করযোড়ে স্তুতিপাঠ করিল বিস্তর।
জয় জয় নারায়ণ জয় দামোদর ॥
শিষ্টের পালক নমো দুষ্ট বিনাশন।
নমো হয়গ্রীব মধুকৈটভমর্দ্দন ॥
নমঃ আদি অবতার মৎস্য-কলেবর।
নমো কূর্ম্ম অবতার নমস্তে ভূধর ॥
নমস্তে বরাহরূপ মোহিনী আকৃতি।
অবতার শিরোমণি নমো জগৎপতি ॥
তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি বৈশ্বানর।
আকাশ পাতাল তুমি দেব গদাধর ॥
অন্তরীক্ষ নাভি তব পাতাল চরণ।
পৃথিবী তোমার কটি অস্থি গিরিগণ ॥
তোমার বিভূতি এই সকল সংসার।
আত্মারূপে সর্ব্বস্থানে করিছ বিহার ॥
পুরুষপ্রধান তুমি আদি সনাতন।
বিষম সঙ্কটে দেব করহ তারণ ॥
এইরূপে স্তুতি করে দেবের জননী।
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন চক্রপাণি ॥
তোমার স্তবেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
মনোনীত বর দিব মাগি লহ তুমি ॥
যদি বা অসাধ্য হয় ভুবন ভিতরে।
অঙ্গীকার করিলাম দিব তা তোমারে ॥
ভক্ত যাহা বাঞ্ছা করে মম সন্নিধান।
সেই বর করি তারে অবশ্য প্রদান ॥

ভকতবৎসল আমি ভক্তের কারণে।
আত্মদান করিয়া সন্তোষি ভক্তজনে॥
সে কারণে বশ আমি হইনু তোমার।
বর বাঞ্ছা আছে যদি মাগ সারোদ্ধার॥
এত শুনি কহিলেন অমর-জননী।
যদি বর দিবা তবে দেব চক্রপাণি॥
নিষ্কণ্টক করি দেহ মম পুত্রগণে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নিল অসুর দারুণে॥
নররূপ ধরিয়া আমার পুত্রগণ।
সঙ্গোপনে মহীতলে করিছে ভ্রমণ॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবল ধরে।
আমার তনয়গণে জিনিল সমরে॥
পুত্রগণ ক্লেশ আমি দেখিতে না পারি।
এজন্য তপস্যা করি অভাগিনী নারী॥
মম পুত্রগণে দেহ নিজ অধিকার।
অসুরের অহঙ্কার করহ সংহার॥
দৈত্যারি পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীমধুসূদন।
এই বর আজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ॥
এত শুনি গোবিন্দ করিলা অঙ্গীকার।
তোমার গর্ভেতে আমি হ'ব অবতার॥
ধরিয়া বামনরূপ ছলিব বলিরে।
তব পুত্রগণেরে স্থাপিব অধিকারে॥
রাখিব অদ্ভুত কীর্ত্তি যাইব ধরণী।
এত শুনি কহিলেন কশ্যপ-ঘরণী॥
উপহাস কর প্রভু হেন লয় মনে।
তোমার গর্ভেতে তুমি জন্মিবা কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব এক লোমকূপে।
তোমারে গর্ভেতে আমি ধরিব কিরূপে॥
যার তত্ত্ব যোগিগণ না পায় উদ্দেশে।
সকল সংসার মুগ্ধ যাঁর মায়াবশে॥
তাহারে কিরূপে আমি করিব ধারণ।
হেন বুঝি উপহাস কর নারায়ণ॥
হাসিয়া কহেন হরি উপহাস কেনে।
অন্যভাবে নাহি ভাবি আমি ভক্তজনে॥
ভক্তজন সবে পারে আমায় ধরিতে।
তুমি সতীসাধ্বী ভক্তি সাধিলে আমাতে॥

এত বলি স্বস্থানে গেলেন নারায়ণ।
প্রণমিয়া দেবমাতা করিল গমন॥
স্বামীরে কহিল দেবী এ সব কাহিনী।
শুনি তুষ্ট হইল কশ্যপ মহামুনি॥
তবে কত দিন পরে দেব দামোদর।
করিলেন সুপবিত্র অদিতি উদর॥
দেবরূপ ধরে তবে দেবের জননী।
দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন মুনি॥
জন্মিলেন নারায়ণ জানিয়া নিশ্চয়।
নানা স্তুতি করিলা কশ্যপ মহাশয়॥
নমো নমো নারায়ণ অখিলপাবক।
নমো যজ্ঞকার হিরণ্যাক্ষ বিনাশক॥
নমস্তে নৃসিংহরূপী দৈত্য-বিনাশন।
নমঃ সর্ব্বময় নমো জগৎপালন॥
ব্রহ্মাণ্ডনায়ক নমো নমো জগৎপতি।
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মোহিনী আকৃতি॥
নমো জগৎপতি তুমি নমো নারায়ণ।
সর্ব্বভূতে আত্মারূপে তোমার ভ্রমণ॥
তুমি সৃজ তুমি পাল করহ সংহার।
তোমার বিভূতি দেব সকল সংসার॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
সে কারণে মম ঘরে হৈলা অবতার॥
নমস্তে বামনরূপ আদি সনাতন।
এইরূপে স্তুতি করিলেন তপোধন॥
স্তুতিবেশে প্রসন্ন হইয়া পীতবাস।
কশ্যপের পুত্ররূপে হইল প্রকাশ॥
অদিতি গর্ভেতে জন্ম লইলেন হরি।
সম্বরি বিরাট বেশ খর্ব্ব মূর্ত্তি ধরি॥
জন্মমাত্র কহিলেন পিতারে কুমার।
ঝটিতে আমারে কর ব্রাহ্মণ-সংস্কার॥
শুনিয়া কশ্যপ মুনি শুভক্ষণ করি।
আপন-পুত্রের গলে দিলেন উত্তরি॥
কশ্যপেরে কহিলেন প্রভু নারায়ণ।
মহাযজ্ঞ করে বিরোচনের নন্দন॥
অসংখ্য অদ্ভুত ধন দ্বিজে করে দান।
সে কারণে তথা আমি করিব প্রয়াণ॥

মাগিয়া আনিব দান বলি দৈত্যেশ্বরে।
এত বলি চলিলেন বলির দুয়ারে॥
বলি রাজা যজ্ঞ করে বসি যজ্ঞস্থলে।
দ্বারে দেখি বামনে কহিল শুক্র ছলে॥
অবধান কর বলি বলিব বিশেষে।
এই যে বামন আসে বালকের বেশে॥
অদিতির গর্ভে জন্ম বিষ্ণু অবতার।
হইয়াছে তোমারে ছলিতে অগ্রসর॥
যে কিছু মাগিবে এই না দিবে তাহারে।
এত শুনি দৈত্য কহে শুক্রে হাসি ভরে॥
না বুঝিয়া গুরু কেন কহ অকারণ।
স্বয়ং নারায়ণ যদি এই সে ব্রাহ্মণ॥
যাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ করি অনিবার।
তিনি যদি ইনি তবে সৌভাগ্য আমার॥
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁর পূজয়ে চরণ।
উদ্দেশে মাগয়ে বর যত দেবগণ॥
সেই প্রভু আসে যদি আমার আলয়।
তবে গুরু অতি গুরু মম ভাগ্যোদয়॥
মাগিবেন যাহা তিনি করিব প্রদান।
ইহাতে কি জন্য কর বিরোধ সন্ধান॥
ধর্ম্মকর্ম্মে বাধা দেও অতি অনুচিত।
এত শুনি শুক্র গুরু হইল দুঃখিত॥
শাপ দিল বলি দৈত্যে মহাক্রোধভরে।
মম বাক্য না শুন ঐশ্বর্য্য অহঙ্কারে॥
এই শাপে হইবে শ্রীভ্রষ্ট এইক্ষণে।
এত বলি শুক্র গুরু গেল ক্রুদ্ধমনে॥
উপনীত হইলেন তখনি বামন।
অপূর্ব্ব বালক রূপ ধরি নারায়ণ॥
দেখি যজ্ঞ-হোতাগণ মানিল বিস্ময়।
উঠি করযোড়ে বিরোচনের তনয়॥
প্রণাম করিয়া দিল বসিতে আসন।
সভামধ্যে দ্বিজশিশু বৈসেন বামন॥
কৃতাঞ্জলি করি স্তুতি কহে মতিমান।
হইল সকল মম যাগ যজ্ঞ দান॥
আজি সে সকল জন্ম হইল আমার।
সে কারণে আইলা আমার এ আগার॥
যাহা চাহ দিব তাহা না হবে অন্যথা।
ত্রিভুবন চাহ যদি অর্পিব সর্ব্বথা॥
শুনিয়া কহেন হাসি কপট বামন।
বহুদানে আমার কি আছে প্রয়োজন॥
ব্রাহ্মণ বালক আমি তপস্যা-তৎপর।
গ্রাম ভূমি আমার কি কাজ দৈত্যেশ্বর॥
ধ্যানে তপে জপে মম যায় সর্ব্বক্ষণ।
বহুদান ল'য়ে মম নাহি প্রয়োজন॥
অরণ্যনিবাসী আমি ফল-মূলাহারী।
সে কারণে কহি শুন দৈত্য-অধিকারী॥
যদি দিবা দান তুমি করিয়াছ মনে।
তিন পদ ভূমি দাও মাপিয়া চরণে॥
তপ করিবারে চাহি বসিয়া তাহাতে।
ইহা ভিন্ন অন্য কিছু না চাহি তোমাতে॥
ভূমি দান সম দান নাহি ত্রিভুবনে।
ভূমিদান মাহাত্ম্য শুনহ নৃপমণে॥
সুঘোষ নামেতে এক আছিল ব্রাহ্মণ।
সৌভরী নগরবাসী দরিদ্র লক্ষণ॥
ধনার্থে করিল বহু রাজ্য পর্য্যটন।
না মিলিল ধন তার অদৃষ্ট কারণ॥
ছয় পত্নী পুত্র পৌত্র বহু পরিজন।
উপার্জ্জক সেই মাত্র একেলা ব্রাহ্মণ॥
নিরন্তর ভিক্ষা মাগি আনয়ে ব্রাহ্মণ।
ভ্রমণ ব্যতীক নহে উদর-ভরণ॥
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষায় না গেল।
আলস্য করিয়া নিজ গৃহেতে রহিল॥
অন্ন হেতু কান্দয়ে সকল শিশুগণ।
শুনিয়া হৃদয়ে তাপ পাইল ব্রাহ্মণ॥
আপনারে নিন্দা করি অনেক কহিল।
নিরর্থক জন্ম মম জগতে হইল॥
ধনহীন মনুষ্যের জন্ম অকারণ।
মনুষ্যের মধ্যে কেহ না করে গণন॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যত জন।
ধনহীন হৈলে কেহ না করে গণন॥
ভার্য্যা পুত্র অরি হয় কেহ না আদরে।
ধনহীন হৈলে কিছু করিবারে নারে॥

এইমত চিন্তিয়া চিন্তিত তপোধন।
নগর ত্যজিয়া গেল ল'য়ে পরিজন ॥
অবন্তি নগরে বিপ্র করিল বসতি।
বৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণে স্থাপিল নরপতি ॥
সেই পুণ্যফলে অবন্তির নরপতি।
দুই কল্প ইন্দ্র সহ করিল বসতি ॥
সে কারণে অবধান কর দৈত্যেশ্বর।
ত্রিভুবনে নাহি ভূমি দানের উপর ॥
তিন পদ ভূমি মাত্র সবে মাগি আমি।
ইহা দিয়া আমারে সন্তোষ কর তুমি ॥
বলি বলে বামন বুঝিয়া বল বাণী।
ত্রিপদে তোমার তৃপ্তি তাহা নাহি মানি ॥
এই দান দিতে মম চিত্তে না আইসে।
সংসারেতে অপযশ ঘুষিবে বিশেষে ॥
অপযশ হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ গণি।
সে কারণে অবধান কর দ্বিজমণি ॥
নগর চত্বর গ্রাম যেই ইচ্ছা মনে।
সকল মাগিয়া দান লহ মম স্থানে ॥
এত শুনি হাসি পুনঃ বলেন বামন।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
অঙ্গীকার করি বলি কহে অনুচরে।
ভৃঙ্গারে করিয়া জল আনহ সত্বরে ॥
হাতে জল করি বলি দান দিতে যায়।
দেখি দৈত্যগুরু তবে চিন্তিত উপায় ॥
বজ্রকীটরূপ গুরু প্রবেশি ভৃঙ্গারে।
নলরুদ্ধ করে জল যেন না নিঃসরে ॥
ভৃঙ্গার ঢালিল জল নাহি পড়ে হাতে।
দেখি বলি দৈত্যেশ্বর পড়িল লজ্জাতে ॥
এ সকল তত্ত্ব জানিলেন নারায়ণ।
বলি প্রতি কহিলেন শুনহ রাজন ॥
ভৃঙ্গারের দ্বার মুক্ত কর কুশাঘাতে।
এত শুনি হাতে কুশ লইল ত্বরিতে ॥
বজ্র সম হৈল কুশ ঈশ্বর-কৃপাতে।
ভীষণ বাজিল কুশ ভার্গব চক্ষুতে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন।
এক চক্ষু অন্ধ তার হৈল সেইক্ষণ ॥
কাতর ভার্গব মুনি গেল নিজ স্থান।
বলিদৈত্য বামনে দিলেন ভূমিদান ॥
দান পেয়ে হরি ধরিলেন হঠাৎকার।
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি পর্ব্বত আকার ॥
দেখিতে দেখিতে অঙ্গ বাড়ে ক্রমে ক্রমে।
মুহূর্ত্তেকে তনু গিয়া ঠেকিলেক ব্যোমে ॥
পৃথিবী সহিত হরি সকল নগর।
এক পায়ে ব্যাপিলেক দেব দামোদর ॥
সপ্ত স্বর্গ ব্যাপিলেন আর এক পায়।
আর পা রাখিতে স্থল নাহিক কোথায় ॥
ডাক দিয়া বলিকে বলেন বনমালী।
চাহিলাম তব স্থানে তিন পদ স্থলী ॥
দুই পদ ভূমিমাত্র পাইলাম আমি।
আর পদ রাখি কোথা স্থল দেহ তুমি ॥
এত শুনি বলে বিরোচনের নন্দন।
অঙ্গীকার পূর্ণ মম কর নারায়ণ ॥
আমার মস্তকে পদ দেহ জগৎপতি।
নরক হইতে মম কর অব্যাহতি ॥
এত শুনি প্রশংসা করিল নারায়ণ।
বলির মস্তকোপরি দিলেন চরণ ॥
নানাবিধ মতে বলি পূজিল চরণ।
গরুড়েরে আজ্ঞা করিলেন নারায়ণ ॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধ নাগপাশে
প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে গরুড় হরিষে ॥
বলিকে পাতালে ল'য়ে বান্ধে সেইক্ষণ।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল দেবগণ ॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ আসিয়া হরিষে।
হরিকে করিল স্তুতি অশেষ বিশেষে ॥
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব দিয়া দেব ভগবান।
অন্তর্হিত হইয়া গেলেন নিজ স্থান ॥
যাহা জিজ্ঞাসিলে রাজা কহিনু তোমারে
সেইরূপ দুর্য্যোধন অহঙ্কার করে ॥
অচিরাতে সমরে মরিবে কুরুকুল।
কুরুকুল প্রতি দেখি বিধি প্রতিকূল ॥
এত বলি উঠিয়া সে ধৌম্য তপোধন।
পাণ্ডব-সভাতে উত্তরিল সেইক্ষণ ॥

ধৌম্য দেখি আস্তে ব্যস্তে পঞ্চ সহোদর।
বসিতে দিলেন দিব্য সিংহাসনোপর॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজি জিজ্ঞাসেন বাণী।
একে একে সকল কহিল ধৌম্য মুনি॥
তোমার কারণে রাজা সবে বুঝাইল।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল॥
অহঙ্কার করিয়া বলিল কুবচন।
বেনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
এত শুনি পঞ্চ ভাই কহেন বচন।
কুলক্ষয় হেতু বিধি করিল সৃজন॥
মহাক্ষয় হইবেক কুলের সংহার।
শুনিয়া চিন্তিত অতি ধর্ম্মের কুমার॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

---

ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পাণ্ডবের নিকট সঞ্জয়কে প্রেরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ মুনিরাজ।
তবে কি করিল পরে অন্ধ মহারাজ॥
মুনি বলে নরপতি শুন একমনে।
কারো বাক্য দুর্য্যোধন না শুনিল কাণে॥
তাহাতে বিরক্ত হ'য়ে অন্ধ নরবর।
সঞ্জয়ে ডাকাইয়া কহিল সত্বর॥
দেখিলে সঞ্জয় দুর্য্যোধনের ধৃষ্টতা।
না শুনিল না মানিল মহতের কথা॥
এ কারণে যাও তুমি বিরাট নগর।
আশীর্ব্বাদ কহ পাণ্ডব গোচর॥
একে একে পঞ্চজনে কহিবে কল্যাণ।
বিনয় প্রণয় করি হ'য়ে সাবধান॥
দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ কহিবে আমার।
দৈবগতি দেখ এই সকল সংসার॥
দৈবে যাহা করে তাহা খণ্ডিতে কে পারে।
সুমন সুবুদ্ধি জ্ঞান দৈবে নষ্ট করে॥
এ কারণে কুবুদ্ধি লাগিল দুর্য্যোধনে।
কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বনে॥
দ্রুপদপুত্রী হ'য়ে তুমি রাজার মহিষী।
হইলে অনেক কষ্ট অরণ্যে নিবসি॥
দৈবের ঘটনে এত হৈল বিসম্বাদ।
মোরে দেখি কৌরবের ক্ষম অপরাধ॥
সতী সাধ্বী গুণবতী তুমি পতিব্রতা।
লক্ষ্মীরূপা নারী তুমি ধর্ম্মকার্য্যে রতা॥
এইরূপে দ্রৌপদীকে কহিবে বিনয়।
কদাচ আমার প্রতি ক্রোধ নাহি হয়॥
পঞ্চজনে কহিবে সময় অনুক্রমি।
পাইলে অনেক কষ্ট বনে বনে ভ্রমি॥
ত্রয়োদশ বৎসর অবধি তোমা বিনে।
দহিছে আমার আত্মা সন্তাপ আগুনে॥
অন্ন নাহি রুচে মম নাহি রুচে নীর।
তোমা সবা বিচ্ছেদেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
নয়নে নাহিক নিদ্রা ভোজনে না সুখ।
তোমা সবাকার দুঃখে বিদরিছে বুক॥
গান্ধারী সুবলসুতা তোমা সবা বিনে।
করে খেদ বহে নীর সর্ব্বদা নয়নে॥
বিদুর বাহ্লীক আর সোমদত্ত বীর।
তোমা সবা অভাবেতে সর্ব্বদা অস্থির॥
চারি জাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
তোমা সবা না দেখিয়া অরুণ নয়ন॥
হস্তিনার লোক যত দুঃখী রাত্রি দিন।
সদা দীন ক্ষীণ যেন জলহীন মীন॥
তোমা রাজা বিনা রাজ্য শোভা নাহি পায়।
ফলহীন বৃক্ষ যেন জন্ম বৃথা যায়॥
জলহীন নদী যেন পক্ষিহীন সর।
চন্দ্রহীন রাত্রি যেন ধর্ম্মহীন নর॥
জ্ঞানহীন জ্ঞানী যেন বীজহীন মন্ত্র।
বেদহীন বিপ্র যেন যোগহীন তন্ত্র॥
তোমা সবা অভাবে তেমনি প্রজাগণ।
এইরূপে বিনয়েতে কহিবে বচন॥
নানাবিধ অলঙ্কার দিব্য বস্ত্র দিয়া।
শীঘ্রগতি যাও পাণ্ডুপুত্রে দেখ গিয়া॥
ঘোটক সংযুক্ত রথে করি আরোহণ।
শুভলগ্ন তিথি আজি করহ গমন॥
এত শুনি সঞ্জয় উঠিল সেইক্ষণ।
যুড়ি খেচরের রথে পবন গমন॥

বিরাট নগর মধ্যে পাণ্ডুর কুমার।
সভামধ্যে অবস্থিতি দেব অবতার ॥
হেনকালে সঞ্জয় হইয়া উপনীত।
দেখিয়া বিরাট তাঁরে জিজ্ঞাসিল হিত ॥
দিব্য রত্ন-সিংহাসন দিলেন বসতি।
পাণ্ডবে সম্ভাষি দূত বসিল সভাতে ॥
কহিল সঞ্জয় প্রতি ভাই পঞ্চজন।
সমস্ত কুশলবার্ত্তা কহ বিবরণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ ভীষ্ম বাহ্লীক নৃপতি।
আমাদের মাতা কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি ॥
ত্রয়োদশ বর্ষ গত নাহি দরশন।
কেবা জিয়ে কেবা মরে না জানি কারণ ॥
কোথা হৈতে এখানে তোমার আগমন।
জ্যেষ্ঠতাত পাঠাইল এই লয় মন ॥
কি কহিয়া পাঠাইল অম্বিকানন্দন।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর যত সভাজন ॥
কি কহিল কর্ণ বীর রাধার কুমার।
দুর্য্যোধন কি বলে শকুনি দুরাচার ॥
উভয় কুলের হিত সবে কি চিন্তিল।
সম্প্রীতি করিতে বুঝি তোমা পাঠাইল ॥
যেই সত্য করিলাম সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইনু মুক্ত ধর্ম্মের কৃপাতে ॥
সর্ব্বধর্ম্ম মূল হরি ব্রহ্ম সনাতন।
তাঁহার কৃপায় হৈল সঙ্কটে তারণ ॥
এত দুঃখ পেয়ে তবু রাখিলাম ধর্ম্ম ॥
সবে সুখে আছেন সবার মূল কর্ম্ম ॥
সমুচিত ভাগ যেহ হয়ত আমার।
তাহা ছাড়ি দিতে করিয়াছে কি বিচার ॥
কহ শুনি সঞ্জয় সমস্ত বিবরণ।
এত শুনি সঞ্জয় করিল নিবেদন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর বাহ্লীক নৃপতি।
সম্প্রীতি করিতে সবে দিল অনুমতি ॥
কার' বাক্য না শুনিল কৌরব দুর্ম্মতি।
সান্ত্বনা করিলা কত অন্ধ নরপতি ॥
ভীষ্মমুখে শুনি তোমা সবার উদয়।
আনন্দিত সকলের হইল হৃদয় ॥

চারিজাতি নগরে যতেক প্রজাগণ।
শুনিয়া সকল বার্ত্তা হৃষ্ট সর্ব্বজন ॥
মৃতদেহে যেন জীবে পাইল জীবন।
তোমাদের সংবাদে তেমনি প্রজাগণ ॥
সুহৃদ্ অমাত্য জ্ঞাতি যত বন্ধুজন।
সদা হাহাকার শব্দে করিল রোদন ॥
ডাকিত পাণ্ডব বলি সদা ঊর্দ্ধমুখে।
তোমাদিগে না দেখিয়া দগ্ধ ছিল দুঃখে ॥
আত্মার বিহনে যেন না রহে জীবন।
তোমাদের বিহনে তেমনি সর্ব্বজন ॥
দ্বাদশ-বৎসরাবধি যত প্রজাগণ।
সুখলেশ নাহি কার জীয়ন্তে মরণ ॥
এবে সমাচার শুনি তোমা সবাকার।
দেখিতে উদ্বেগ চিত্ত আনন্দ অপার ॥
তোমা পঞ্চভাই যবে গেলে বনবাসে।
বিনা মেঘে নগরেতে রুধির বরিষে ॥
দিবসে ডাকয়ে শিবা অতি কুলক্ষণ।
উল্কাপাত কি নির্ঘাত শব্দ ঘনে ঘন ॥
সেইক্ষণে ধূমকেতু প্রকাশে আকাশে।
অশ্ব হস্তী পশুগণ কান্দে চারি পাশে ॥
অলক্ষণ দেখিয়া বলিল জ্ঞাতিগণ।
কুলক্ষয় হৈল রাজা তোমার কারণ ॥
অতি কুলক্ষণ রাজা দেখি শাস্ত্রমতে।
এখন উপায় কর যদি লয় চিতে ॥
দিনে দিনে অলক্ষণ দেখ মহাবল।
পৃথিবী হরিল শস্য মেঘে অল্প জল ॥
সে কারণে নরপতি মম বাক্য ধর।
আপন কুলের হিত যদি বাঞ্ছা কর ॥
ফিরাইয়া আন পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেহ অধিকার ॥
পুত্রবশে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল।
সেই কাল আসি উপস্থিত যে হইল ॥
অনন্তর উত্তর গোগ্রহে কুরুগণে।
পরাজয় করিলেন ধনঞ্জয় রণে ॥
দণ্ডভগ্ন হইয়া আইল কুরুপতি।
ভীষ্ম দ্রোণ ধৃতরাষ্ট্র বুঝাইল নীতি ॥

অনেক দৃষ্টান্ত দিয়া কহিল বচন।
কার' বাক্য না শুনিল রাজা দুর্য্যোধন॥
পরে ধৌম্য পুরোহিত তোমার আদেশে।
বুঝাইল বহুমতে শাস্ত্র উপদেশে॥
অনাদর করি তাহা না শুনিল কানে।
শুনিয়া থাকিবে তাহা ধৌম্যের সদনে॥
কার' বাক্য দুর্য্যোধন যবে না শুনিল।
আমারে ডাকিয়া তবে বুড়াটি বলিল॥
এই রত্নধন দিল বস্ত্র অলঙ্কার।
পুনঃ পুনঃ অনেক কহিল বারে বার॥
কহিল যে সব কথা শুনহ রাজন।
ত্রয়োদশ বর্ষ মধ্যে না ছিল মিলন॥
পাইলে অনেক কষ্ট ভ্রমি বনে বন।
সে সকল মনে না করিও কদাচন॥
কপটী কুমন্ত্রী কর্ণ আর দুঃশাসন।
শকুনি সৌবল আর রাজা দুর্য্যোধন॥
ইহাদের কপটে হইল সর্ব্বনাশ।
তোমরা অরণ্য মধ্যে আমরা নিরাশ॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমা নাহি মানে।
যত কথা বলি আমি নাহি শুনে কানে॥
আমার বচন সেই চিত্তে নাহি লেখে।
কর্ণ দুঃশাসনের বচন মাত্র রাখে॥
দুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি নাহি দিতে চায়।
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধর্ম্মরায়॥
এত শুনি পুনরপি কহে পঞ্চজন।
কত শুনি কি বলিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি বলিল কর্ণ বীর রাধার নন্দন।
সত্য করি বলিবে শুনিব দিয়া মন॥
সঞ্জয় কহিছে শুন পাণ্ডুর কুমার।
কহিল নিষ্ঠুর দুর্য্যোধন দুরাচার॥
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি আমি দিব তারে।
কোন শক্তি তার মোরে বলাৎকার করে॥
এই মহা বীরগণ আমার সহায়।
ইহাঁদিকে করিব পাণ্ডব পরাজয়॥
সত্য সত্য নিশ্চয় আমার যুদ্ধ পণ।
এইরূপে কহিল নৃপতি দুর্য্যোধন॥
রাধেয় করিয়া দম্ভ করিল বিস্তর।
কার শক্তি মম সঙ্গে করিবে সমর॥
একমাত্র ধনঞ্জয় সংগ্রামে প্রখর।
প্রথম যুদ্ধেতে তারে মারিব সত্বর॥
তারে মারি চারি জনে রাখিব বান্ধিয়া।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য কর নির্ভয় হইয়া॥
এইরূপে কহিলেন রাধেয় দুর্ম্মতি।
চিত্তে যাহা আসে তাহা কর নরপতি॥
নিশ্চয় হইবে রণ না হবে বারণ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য ভাই পঞ্চজন॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজ-রাজ্যেশ্বর।
যুদ্ধ হেতু বরিবারে পাঠাইল চর॥
নানা অস্ত্র শস্ত্র রথ সামগ্রী বিস্তর।
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় করিছে অনুচর॥
শুনিয়া সঞ্জয়-বাক্য ধর্ম্মের নন্দন।
কহেন কম্পিত অঙ্গ অরুণলোচন॥
যাও পুনঃ সঞ্জয় আমার দূত হ'য়ে।
যাহা কহি কৌরবে কহিবে বুঝায়ে॥
ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত তাঁর উপরোধ।
সে কারণে পূর্ব্ব হৈতে না করিনু ক্রোধ॥
সেই হেতু এতদিন রহিল জীবন।
আপনার মৃত্যু বুঝি চাহিছে এখন॥
মৃত্যু শ্রেয়ঃ এখন বুঝিল অনুমানে।
সে কারণে যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছে মনে॥
অল্প কার্য্য জ্ঞাতিবধে নাহি প্রয়োজন।
আপনার মান রক্ষা কর দুর্য্যোধন॥
সমুচিত ভাগ যেই শাস্ত্র নিরূপণে।
তাহা দিয়া বশ কর আমা পঞ্চজনে॥
নহিলে প্রলয় বড় হবে কুলক্ষয়।
এইরূপে কৌরবেরে কহিও নিশ্চয়॥
তবে ভীম কহিলেন ক্রোধ করি মনে।
মম বার্ত্তা কহিবে কৌরব বিদ্যমানে॥
হিমাদ্রি ত্যজয়ে ধৈর্য্য সূর্য্য না প্রকাশে।
অনল শীতল হয় সপ্তসিন্ধু শোষে॥
নক্ষত্র সহিত শশী ত্যজয়ে আকাশ।
পূর্ণিমার চন্দ্র যদি না হয় প্রকাশ॥

যোগী যোগ ত্যজে ধর্ম্ম ত্যজে ধর্ম্মিজন।
গায়ত্রীবিহীন হয় ব্রাহ্মণ-নন্দন॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
ঊরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধনে করিব নিধন॥
করিয়াছি অঙ্গীকার সভা বিদ্যমানে।
কহিলাম সঞ্জয় এখন তব স্থানে॥
দুর্য্যোধন লয় যদি ধর্ম্মের শরণ।
যতেক প্রতিজ্ঞা মম সব অকারণ॥
মম হাতে সব ভাই রক্ষা পাবে তবে।
এই কথা অনুসারে কহিবে কৌরবে॥
অবশ্য আমার হাতে হইবে নিধন।
যত দুঃখ পাইলাম আছে সে স্মরণ॥
এই সব দুঃখে অঙ্গ হতেছে দাহন।
এই সব দুঃখেতে সদাই পুড়ে মন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীর দুর্দ্দশা হইল।
দেখিয়া অন্ধের মুখ সকলি সহিল॥
সেই সব অগ্নিপ্রায় জ্বলিছে অন্তরে।
ধর্ম্ম-আজ্ঞা পাইলে যাইবে যমঘরে॥
রাজ্যভাগ ছাড়ি দিতে বলিও আমার।
নিবৃত্ত হয়েছে অগ্নি জ্বলে পুনর্ব্বার॥
এইরূপে কহিবে নৃপতি দুর্য্যোধনে।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত কুরুগণে॥
এত বলি নিবর্ত্তিল মারুত-তনয়।
বলিল সঞ্জয় প্রতি তবে ধনঞ্জয়॥
কহিবে অন্ধেরে তুমি মম নমস্কার।
তোমা বিদ্যমানে দুঃখ হইল অপার॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
আমার বিভাগ রাজ্য দেহ অবিকল।
অল্প হেতু জ্ঞাতিবধে নাহি কোন ফল॥
তুমি যদি আজ্ঞা কর আমারে রাজন্।
আপনার রাজ্য গিয়া লই এইক্ষণ॥
তবে যদি বিরোধ করিবে দুর্য্যোধন।
আমি দ্বন্দ্ব কদাচ না করিব রাজন॥
অত্যাচার করিলেও প্রাণে না মারিব।
আজ্ঞা যদি দেহ তারে বান্ধিয়া রাখিব॥
বলিকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র রাজ্য করে।
তব হিত হেতু রাজা কহি সে তোমারে॥
কদাচিত যদি না করিবে এইমত।
স্ববংশ সহিত তবে মজিবে নিশ্চিত॥
এইরূপে মম কথা কহিবে অন্ধেরে।
না শুনিলে পুনরপি কহিবে তাহারে॥
বাতাপি পক্ষীর কথা শুনেছি কথন।
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র-তব আচরণ॥
এত শুনি ধনঞ্জয়ে জিজ্ঞাসে সঞ্জয়।
বাতাপি পক্ষীর কথা কহ মহাশয়॥

---

### বাতাপি পক্ষীর ইতিবৃত্ত।

অর্জ্জুন কহেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
তপস্যা করিতে যথা গেল খগমণি॥
করিয়া ভীষণ তপ বিষ্ণু আরাধিল।
মনোনীত বর লভি ফিরিয়া আসিল॥
ঋষ্য মুখ পর্ব্বতেতে রহে খগেশ্বর।
ঋষ্য-নামে রাজা সেই গিরির ঈশ্বর॥
তার ভার্য্যা রূপবতী পরমা সুন্দরী।
স্বামী সেবা করে পুত্র বাঞ্ছা করি॥
কতদিনে অপুত্রক মরে নরপতি।
শোকাকুলা স্বামীশোকে ভার্য্যা গুণবতী॥
একাকিনী বন মধ্যে করেন ক্রন্দন।
ক্রন্দনের শব্দ শুনি বিনতানন্দন॥
ধরিয়া মনুষ্য রূপ গেল তার স্থান।
দেখিয়া কামিনারূপ মোহিল তখন॥
মদন মোহন বাণে হ'য়ে জ্বর জ্বর।
কহিল কন্যারে করি বিনয় উত্তর॥
একাকী রোদন কর কিসের কারণ।
কার কন্যা তুমি তব পতি কোন্‌জন॥
নিজ পরিচয় মোরে কহ সুবদনী।
এত শুনি কহে কন্যা যুড়ি দুই পাণি॥
দক্ষবংশে জন্ম মম বিখ্যাত ভুবনে।
ঋষ্য নামে রাজা ছিল এই ত কাননে॥
পুত্র বাঞ্ছা করি তপ করিল রাজন।
পুত্র না জন্মিল তার হইল নিধন॥

রাজা হ'য়ে রাজ্য রাখে বংশে কেহ নাই।
সে হেতু ক্রন্দন করি শুন যাহা কই॥
গরুড় কহিল শোক না কর অন্তরে।
আমি জন্মাইব পুত্র তোমার উদরে॥
এত শুনি কহে কন্যা করি যোড়কর।
কৃপা যদি কৈলে তবে শুন খগেশ্বর॥
শতপুত্র দান দেহ তোমার ঔরসে।
মহাবলবন্ত যেন হয়ত বিশেষে॥
কন্যার বচনে খগ অঙ্গীকার কৈল।
দ্বাদশ বছর ক্রীড়া আনন্দে করিল॥
কতদিনে ঋতুযোগে হৈল গর্ভবতী।
এককালে শত ডিম্ব প্রসবিল সতী॥
সুশীলা নামেতে তার আছিল সতিনী।
সেবা করি পরিতুষ্ট করে খগমণি॥
স্বধর্ম্ম বুঝিয়া তারে করিল রমণ।
ঋতুযোগে গর্ভবতী হৈল সেইক্ষণ॥
দুটি ডিম্ব এককালে কন্যা প্রসবিল।
কতদিন পরে ডিম্ব সকলি ফুটিল॥
সুশীলার গর্ভে হৈল যুগল নন্দন।
একজন অন্ধ হৈল, দৈব নির্ব্বন্ধন॥
অন্ধক বলিয়া নাম রাখিল তাহার।
মহাবলবন্ত হৈল দ্বিতীয় কুমার॥
মনুষ্যের প্রায় যেন পক্ষীর আকৃতি।
জটায়ু তাহার নাম রাখে খগপতি॥
আর সব পুত্র হইল মহাবলধর।
তেজঃপুঞ্জ সুগঠন পরম সুন্দর॥
প্রধান পুত্রের নাম রাখিল কুবল।
তারে রাজা করিল গরুড় মহাবল॥
ছত্র দণ্ড দিয়া তারে স্থাপিল রাজ্যেতে।
কতদিনে গেল রাজা সুমেরু পর্ব্বতে॥
পবনের সহ তথা বিবাদ হইল।
চিরকাল খগেশ্বর তথায় রহিল॥
হেথা সব নাগগণ পেয়ে অবসর।
ঋষ্যমূক পর্ব্বতেতে আসিল সত্বর॥
কুবল পক্ষীর রাজা গরুড় কুমার।
তার সঙ্গে যুদ্ধ কৈল শতেক বছর॥
শত ভাই সহ তারে করিল সংহার।
দেখিয়া অন্ধক পক্ষী করিল বিচার॥
ভ্রাতৃসহ নিল নাগগণের শরণ।
অভয় তাহারে দিল যত নাগগণ॥
অন্ধকেরে রাজা করি স্থাপিয়া রাজ্যেতে।
স্বদলে চলিয়া নাগ গেল পাতালেতে॥
কতদিনে খগেশ্বর আসিল তথায়।
পুত্রগণ মৃত্যু শুনি ক্রোধে কম্পকায়॥
সেই দোষে মারে বীর বহু নাগগণে।
ব্রহ্মা আসি শান্ত কৈল বিনতা-নন্দনে॥
জটায়ু ধার্ম্মিক হৈয়ে, তপস্বী অপার।
তাহার ঔরসে হৈল যুগল কুমার॥
শুক সারী নাম রাখে পক্ষীর প্রধান।
পরম সুন্দর হৈল মহাবলবান্॥
অন্ধক-ঔরসে হৈল সহস্র কুমার।
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর আকার॥
প্রথম পুত্রের নাম বাতাপি রাখিল।
শুভক্ষণ দেখি তারে রাজ্যপদ দিল॥
মহাবলবন্ত হৈল পক্ষীর প্রধান।
গরুড় বংশের কথা অদ্ভুত আখ্যান॥
কোটি কোটি পক্ষী জন্মে তাহার ঔরসে।
সব জ্ঞাতিগণে পালে ধর্ম্ম উপদেশে॥
চিন্তিয়া বাতাপি পক্ষী বলে মহাবলী।
সব নাগগণ সঙ্গে করিয়া মিতালি॥
তাহার আশ্বাসে মুগ্ধ নাগরাজ বংশে।
নিরন্তর বলে ছলে নাগগণে হিংসে॥
শুক সারী দুই ভাই ছিল বুদ্ধিমন্ত।
জানিল বাতাপি পক্ষী জ্ঞাতিগণ অন্ত॥
এতেক চিন্তিয়া দোঁহে সত্বর চলিল।
হিমাদ্রির তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিয়া কঠোর তপে পূজি পঞ্চাননে।
মনোনীত বর পেয়ে ভাই দুই জনে॥
আসিয়া সকল শত্রু করিল বিনাশ।
কহিলাম তোমারে এ পক্ষী ইতিহাস॥
সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্র করে আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে সবংশেতে হইবে নিধন॥

হিংসকে হিংসে যেই দৈবে তারে হিংসে।
তার দোষে বাতি দিতে না থাকিবে বংশে॥

---

## কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধসজ্জা করিতে যুধিষ্ঠিরের অনুমতি ও কুরুক্ষেত্রের উৎপত্তি কথন।

জন্মেজয় কহিলেন কহ তপোধন।
অতঃপর কি করিল ভাই পঞ্চজন॥
হেথা দুর্য্যোধন রাজা করিল সাজন।
তবে কিবা করিলেন পাণ্ডুর নন্দন॥
কোন্ কোন্ রাজা হৈল সহায় তাঁহার।
বল শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়।
হৃদয়ে চিন্তিয়া তবে ধর্ম্মের তনয়॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
ভ্রাতাগণে ডাক দিয়া কহিল বচন॥
শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ কৌরব কাহিনী।
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিণী॥
আমাদের পক্ষে যত সুহৃদ স্বজন।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন॥
ভোজবংশ অন্ধবংশ যতেক রাজন।
সৌবল সুমিত্রে আদি মাদ্রীর নন্দন॥
যদুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ।
যথা যোদ্ধা সবাকারে পাঠাও লিখন॥
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীঘ্রতরে।
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি করি করহ সঞ্চার।
নানা অস্ত্র শস্ত্র আর বহু উপহার॥
নৃপতির আজ্ঞামাত্রে ইন্দ্রের নন্দন।
ডাকিয়া সে ধৃষ্টদ্যুম্নে কহিল তখন॥
আপনিও যাও তথা বিলম্ব না সয়।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া বিচিত্র আলয়॥
কুরুক্ষেত্র মহাতীর্থ পুরাণে বাখানি।
যাহাতে পড়িলে যুদ্ধে পায় দেবযোনি॥
পূর্ব্বপিতামহ মম কুরু নৃপমণি।
ব্যাসমুখে শুনিয়াছি তাঁহার কাহিনী॥
একচ্ছত্র মহারাজ ছিল ভূমণ্ডলে।
করিলেন কুরুক্ষেত্র নিজ পুণ্যফলে॥
বলিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন করিয়া বিনয়।
ইহার বৃত্তান্ত কহ শুনি ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন বলেন শুন পূর্ব্বের কাহিনী।
মহাধর্ম্মশীল ছিল কুরু নৃপমণি॥
বাহুবলে শাসিল সকল ভূমণ্ডল।
একচ্ছত্র রাজা হৈল বলে মহাবল॥
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল নৃপতি।
কুরুরাজগণ যত জগতে বিখ্যাতি॥
একদিন পিতৃগণ কহিল তাঁহারে।
মাংসশ্রাদ্ধে তৃপ্তি কর আমা সবাকারে॥
পিতৃগণ-আজ্ঞাকারী শুন কুরুপতি।
মৃগয়া কারণে বনে গেল শীঘ্রগতি॥
মারিল অনেক মৃগ অরণ্য ভিতর।
আগু বাড়ি পাঠাইল নৃপ বহুতর॥
মৃগয়ান্তে শ্রান্ত বড় হইল রাজন।
জল অন্বেষিয়া রাজা ভ্রমিলেন বন॥
জল নাহি পান রাজা হইয়া দুঃখিত।
দণ্ডক কাননে রাজা হৈল উপনীত॥
মুনির আশ্রম সেই অপূর্ব্ব কানন।
মনুষ্য-অগম্য স্থল অতি সুশোভন॥
আছে দিব্য সরোবর বনের ভিতরে।
দেবকন্যাগণ তাহে নিত্য কেলি করে॥
সেই সরোবরে রাজা হন উপনীত।
সরোবর দেখিয়া পাইল বড় প্রীত॥
বহুরূপা নামে কন্যা দেবের নর্ত্তনী।
রূপেতে কনকলতা খঞ্জননয়নী॥
মুখরুচি শত শশী করিয়াছে শোভা।
ওষ্ঠস্থল অতুল বন্ধুক পুষ্প আভা॥
শুকচঞ্চু জিনি নাসা জিনি তিলফুল।
কামের কামান ভুরু কিবা দিব তুল॥
দেখিয়া কন্যার রূপ মোহিত রাজন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা পাসরিল কামে অচেতন॥
নিকটে যাইয়া রাজা কহিল কন্যারে।
নিজ পরিচয় তুমি কহিবে আমারে॥

তোমার রূপের সীমা না যায় বর্ণনে ।
তোমা সম রূপ গুণ না দেখি নয়নে ॥
কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী হবে হরপ্রিয়া ।
সাবিত্রী রুক্মিণী কিবা হবে সর্ব্বজয়া ॥
কিবা নাগকন্যা হবে তিলোত্তমা প্রায় ।
নিজ পরিচয় কন্যা কহিবে আমায় ॥
কন্যা বলে শুন মম পূর্ব্বের কাহিনী ।
বহুরূপা নাম মম ইন্দ্রের নর্ত্তনী ॥
পূর্ব্বজন্মে আছিল আমার পক্ষিযোনি ।
প্রভাসে বসতি ছিল নাম সারঙ্গিণী ॥
তথা স্থিতি করিয়া ছিলাম বহুকাল ।
কত দিনে বৃদ্ধদশা হইল জঞ্জাল ॥
জরাতে আমার তনু ব্যাধিতে পীড়িল ।
সেই বৃক্ষ উপরে আমার মৃত্যু হৈল ॥
মরিয়া শুকায়ে ছিনু বৃক্ষের উপরে ।
বহুকাল ছিলাম সে বাসার ভিতরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন ।
কতদিনে ঘোরতর বহিল পবন ॥
বাসার সহিত মম শুষ্ক কলেবরে ।
উড়াইয়া ফেলিলেক প্রভাসের নীরে ॥
পরশ করিতে অঙ্গ প্রভাসের পানী ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হইলাম নৃপমণি ॥
দিব্যমূর্ত্তি হইলাম রূপেতে পদ্মিনী ।
সেই পুণ্যে হইয়াছি ইন্দ্রের নর্ত্তনী ॥
সুরেন্দ্র সাক্ষাতে নৃত্য করি বরাবর ।
একদিন পাপবুদ্ধি হইল আমার ॥
সূর্য্যবংশে মহারাজ খট্বাঙ্গ আছিল ।
যুদ্ধ হেতু ইন্দ্র তাঁরে বরিয়া আনিল ॥
করিলেন অসুর সহিত ঘোর রণ ।
নানাকারে পরাজিল খট্বাঙ্গ রাজন ॥
তুষ্ট হ'য়ে সভাতে লইল ইন্দ্র তারে ।
তত্র করাইল নৃত্য আমা সবাকারে ॥
খট্বাঙ্গ নৃপতি রূপে পরম সুন্দর ।
তারে দেখি হৃদয়ে বিন্ধিল কামশর ॥
পুনঃ পুনঃ চাহিলাম তাঁহার বদন ।
দেখি ইন্দ্র ক্রোধে শাপ দিল সেইক্ষণ ॥
দেবলোকে থাকি কর মনুষ্য-আচার ।
নরলোকে কিছুকাল কর ব্যবহার ॥
সে কারণে নরপতি হেথায় বসতি ।
বিরহিণী আছি নাহি মিলে যোগ্যপতি ॥
এত শুনি হাসিয়া বলিল নৃপমণি ।
আমারে বরণ তুমি কর বিরহিণী ॥
চন্দ্রবংশে মম জন্ম কুরু নাম ধরি ।
সমস্ত সংসার মধ্যে আমি অধিকারী ॥
তোমারে দেখিয়া মন মজিল আমার ।
কামানলে দহে তনু করহ নিস্তার ॥
শ্রেষ্ঠ পাটেশ্বরী আমি করিব তোমারে ।
এত শুনি কন্যা পুনঃ কহিল রাজারে ॥
নিশ্চয় নৃপতি আমি করিব বরণ ।
এক সত্য মম অগ্রে করহ রাজন ॥
আপন ইচ্ছায় আমি করিব যে কাজ ।
আমারে নিষেধ না করিবে মহারাজ ॥
কুবচন বল যদি ত্যজিব তোমারে ।
কন্যার বচনে রাজা অঙ্গীকার করে ॥
কন্যারে লইয়া রাজা গেল নিজ দেশে ।
নিরবধি কেলি করে অশেষ বিশেষে ॥
একদিন নরপতি কহিল কন্যারে ।
শীঘ্রগতি জল দেহ আনিয়া আমারে ॥
কন্যা বলে এবে মম আছে প্রয়োজন ।
মুহূর্ত্তেক পরে জল দিতেছি রাজন ॥
কহিলেন ভূপতি ব্যাকুল কলেবর ।
আমারে আনিয়া জল দেহ শীঘ্রতর ॥
নৃপতির বাক্য কন্যা না করে শ্রবণ ।
ক্রুদ্ধ হ'য়ে বলিলেন বহু কুবচন ॥
ক্রোধেতে করিল নিন্দা বিবিধ প্রকারে ।
গণিকার জাতি [illegible] বলিব তোরে ॥
এত শুনি হাসি কন্যা কহিল রাজারে ।
পূর্ব্ব সত্য পাসরিলা ছাড়িনু তোমারে ॥
এইক্ষণে ত্যাগ করি যাব নিজ স্থান ।
এতেক বলিয়া কন্যা হৈল অন্তর্দ্ধান ॥
কন্যারে না দেখি রাজা আকুল জীবন ।
কন্যার ভাবনা বিনা অন্যে নাহি মন ॥

রাজ্যপদে নাহি মতি অন্তরে বিরাগ।
বিবাহ না করে রাজা যৌবনানুরাগ ॥
বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ সবে বুঝান রাজারে।
কি হেতু ভূপাল চিন্তা করিছ অন্তরে ॥
বহুরূপা কন্যা সেই ইন্দ্রের নাচনী।
ইন্দ্রশাপে হ'য়েছিল তোমার রমণী ॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে সেই গেল সুরপুরে।
তার হেতু শোক কেন করহ অন্তরে ॥
যদি তুমি সেই কন্যা চাহ নরবর।
দেবরাজ হন সেই কামিনী-ঈশ্বর ॥
বিনয় করিয়া কর ইন্দ্র-আরাধন।
তবে সেই কন্যা প্রাপ্তি হইবে রাজন ॥
হস্তিনার উত্তরেতে সরস্বতী তীরে।
আছে উপবন রম্য তাহার উপরে ॥
নিত্য আসি সুরভি চরয়ে সেই বনে।
ইন্দ্র-আরাধনা কর সুরভি-সেবনে ॥
তবে পুনর্ব্বার তুমি পাইবে কন্যারে।
তত্ত্ব উপদেশ রাজা কহিনু তোমারে ॥
এত শুনি আনন্দিত হইয়া অন্তরে।
বিধিমতে নরপতি ইন্দ্রে স্তুতি করে ॥
করিল কঠোর তপ শাস্ত্রের বিহিত।
করিল সুরভি সেবা রাজা যথোচিত ॥
তুষ্ট হ'য়ে সুরভি বলিল নৃপতিরে।
অভিমত বর রাজা মাগহ আমারে ॥
এত শুনি করযোড়ে কহে নৃপমণি।
যদি বর দিবে তথা শুনগো জননি ॥
বহুরূপা নামে কন্যা আছে সুরপুরে।
সেই কন্যা প্রাপ্তি যেন হয় ত আমারে ॥
স্বস্তি বলি বর তবে দিলেন সুরভি।
পাইবে সে কন্যা তুমি দেবরাজ সেবি ॥
ইন্দ্রমন্ত্র পঞ্চাক্ষর দেই রাজা লহ।
ইন্দ্রমন্ত্র জপি তুমি ইন্দ্রে আরাধহ ॥
ত্রিরাত্রি জপিলে ইন্দ্রে দিবেন দর্শন।
যে বাঞ্ছা করিবে রাজা পাইবে তখন ॥
এত বলি দিল মন্ত্র প্রসন্ন হইয়া।
হৃষ্টচিত্ত নরবর সে মন্ত্র পাইয়া ॥
ত্রিরাত্রি জপিল মন্ত্র বসি একাসন।
প্রসন্ন হইল তবে সহস্রলোচন ॥
সাক্ষাতে দেখিয়া ইন্দ্রে কুরু নরপতি।
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি ॥
তুষ্ট হ'য়ে ইন্দ্র বলিলেন মাগ বর।
এত শুনি বলে রাজা যুড়ি দুই কর ॥
বহুরূপা নামে সেই তোমার নর্ত্তনী।
সেই কন্যা আজ্ঞা মোরে কর সুরমণি ॥
কহিলেন ইন্দ্র তাহা দিলাম তোমারে।
আর বর মাগ যাহা বাঞ্ছিত অন্তরে ॥
বলিলেন রাজা আজ্ঞা কর পুরন্দর।
এইখানে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রবর ॥
কুরুক্ষেত্র নাম হবে পুণ্যক্ষেত্র সার।
ইথে যুদ্ধ করি যেই হইবে সংহার ॥
ভুঞ্জিবে অক্ষয় স্বর্গ সহিত তোমার।
এই বর আজ্ঞা কর দেব গুণাধার ॥
বলিলেন ইন্দ্র পূর্ণ তব মনস্কাম
পুণ্যক্ষেত্র হৈল এই কুরুক্ষেত্র নাম ॥
এত বলি ইন্দ্র আজ্ঞা দিল মাতলিরে।
বহুরূপা কন্যা তুমি আনহ এথারে ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় কন্যা তথায় আনিল।
সেইক্ষণে নৃপ তারে বিবাহ করিল ॥
নানামতে যৌতুক দিলেন নরপতি।
অন্তর্দ্ধান হ'য়ে ইন্দ্র গেলেন বসতি ॥
ইন্দ্রবরে পুণ্যক্ষেত্র তখনি হইল।
কুরুক্ষেত্র বলি নাম জগতে ব্যাপিল ॥
তবে কন্যা সহ ল'য়ে কুরু নরপতি।
হৃষ্টচিত্তে গেল তবে আপন বসতি ॥
মদগর্ব্বে সুরভিরে সম্ভাষা না কৈল।
সেই হেতু সুরভি রাজারে শাপ দিল ॥
এই অহঙ্কারে পুত্র না হইবে তোর।
এত বলি প্রবেশিল পাতাল ভিতর ॥
এ সকল বৃত্তান্ত না শুনিল রাজন।
নিতম্বিনী ল'য়ে কেলি করে অনুক্ষণ ॥
পুত্র না হইল তার যুবাকাল যায়।
ইহা ভাবি চিন্তাকুল মহারাজ তায় ॥

পুরোহিত আপনি বশিষ্ঠ তপোধন ।
ভার্য্যা সহ তাঁহাকে করিল নিবেদন ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল বহু স্তুতি ।
হৃষ্ট হ'য়ে দোঁহে আশ্বাসিল মহামতি ॥
মনোনীত বর মাগি লও দুইজনে ।
যেই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
রাণী সহ কহিলেন পরে নরপতি ।
পুত্রবর আজ্ঞা মোরে কর মহামতি ॥
তব বর দানে যেন হই পুত্রবান্ ।
ইহা বিনা আর নাহি চাহি তব স্থান ॥
এত শুনি ধ্যানস্থ হইয়া মুনিবর ।
সুরভির শাপেতে নির্ব্বংশ নৃপবর ॥
জানিয়া কারণ তার কহিল রাজারে ।
পুত্রবান অবশ্য হইবে মম বরে ॥
কিন্তু সুরভির শাপ আছয়ে তোমায় ।
সে কারণে রাজা তব না হয় তনয় ॥
অভিমানে পাতালেতে গেলেন জননী ।
মম গৃহে স্থিত রাজা তাঁহার নন্দিনী ॥
নিয়ম করিয়া সেবা করহ তাঁহার ।
অচিরাৎ পুত্র রাজা হইবে তোমার ॥
সম্বৎসর সেবা তাঁর কর নৃপমণি ।
ভৃত্য দাসীর মত তোমার ঘরণী ॥
তবে সে নৃপতি তুমি হবে পুত্রবান্ ।
কহিতে সে নন্দিনী আইল বিদ্যমান ॥
নন্দিনারে কহি মুনি কহিলা রাজারে ।
হইবে তোমার কার্য্যসিদ্ধ মম বরে ॥
মুনির বচনে রাজা সেবিল তাঁহারে ।
নিয়ম করিয়া রাজা এক সম্বৎসরে ॥
রাজার সেবনে গাভী সন্তুষ্ট হইল ।
দিয়া বর সাধি তারে শাপান্ত করিল ॥
শাপে মুক্ত হ'য়ে রাজা হৈল পুত্রবান্ ।
এক পুত্র জনমিল মহা মতিমান্ ॥
প্রথম পুত্রের নাম স্বয়ম্বর থুল ।
যাহা হৈতে কুরুবংশ বর্দ্ধিষ্ণু হইল ॥
অবশেষে পুত্রে রাজ্য দিয়া নরবর ।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গেল অরণ্য ভিতর ॥

সাধিয়া পরম যোগ পায় দিব্যগতি ।
কহিনু তোমারে এই পূর্ব্বের ভারতী ॥
শীঘ্রগতি যাও তুমি না কর বিলম্ব ।
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ।
কুলক্ষয় বাসনা করিল দুর্য্যোধন ॥
এত শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন হ'য়ে হৃষ্টমতি ।
বহু অনুচরগণ লইল সংহতি ॥
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত ।
কুরুক্ষেত্র মধ্যে গিয়া হৈল উপনীত ॥
খনকগণেরে আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ ।
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥
স্থানে স্থানে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর ।
রাজগণ রহিবারে আবাস বিস্তর ।
অশ্বশালা রচিল বিচিত্র গজাগার ।
নানা অস্ত্র শস্ত্রে পূর্ণ করিল ভাণ্ডার ॥
নির্ম্মাইয়া গড়খাই আসিল সত্বর ।
নিবেদন করিলেন রাজার গোচর ॥
শুনি হৃষ্টমন হৈল ভাই পঞ্চজন ।
যুদ্ধ হেতু রাজগণে লিখিল লিখন ॥
কারস্কর রাজা আর রাজা জয়সেন ।
শিশুপালপুত্র সহদেব সুলক্ষণ ॥
কাশীরাজ সুষেণ প্রেষেণ নরপতি ।
অঙ্গরাজ কারস্কক সুধর্ম্মা প্রভৃতি ॥
বাহ্লীক নৃপতি আর যতেক রাজন ।
দূতমুখে পাইয়া পাণ্ডব নিমন্ত্রণ ॥
চতুরঙ্গ দলে সাজি কুরুক্ষেত্রে এল' ।
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিল ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা আসিয়া মিলিল ।
নানা বাদ্য কোলাহলে পৃথিবী পূরিল ॥
সাত অক্ষৌহিণীপতি হ'ল পঞ্চজন ।
একাদশ অক্ষৌহিণীপতি দুর্য্যোধন ॥
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সেনাগণে ।
কোলাহলে মহাশব্দ না শুনি শ্রবণে ॥
কুরুক্ষেত্রে দুই দল সমানে রহিল
নানা অস্ত্র শস্ত্র সবে সঞ্চয় করিল ॥

মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক দূত প্রেরণ।

মুনি বলে শুন শুন রাজা জন্মেজয়।
তবে দুর্য্যোধন রাজা চিন্তিল হৃদয়॥
দ্বারকা গেলেন কৃষ্ণ পেয়ে সমাচার।
বরিবারে দূত পাঠাইল আগুসার॥
গোবিন্দেরে লিখিল সকল বিবরণ।
কৌরব পাণ্ডবে হবে ঘোরতর রণ॥
উভয় কুলের হও কুটুম্ব আপনি।
সে কারণে অগ্রে তোমা বরিলাম আমি॥
মহারণে হবে তুমি আমার সারথি।
এত বলি দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
সবে মন্ত্রিগণে ল'য়ে কৌরবের পতি।
নিভৃতে বসিয়া যুক্তি করি মহামতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপনন্দন।
দুঃশাসন কর্ণ আদি যত মন্ত্রিগণ॥
রাজা বলে একমনে শুন সর্ব্বজন।
দুই কুল হিত হন দেব নারায়ণ॥
হইবে ভারতযুদ্ধ না হয় খণ্ডন।
সম্বন্ধে সমান হন দেব জনার্দ্দন॥
দূত প্রেরিলাম আমি বুঝিতে রহস্য।
দুই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
সে কারণে বুঝিব কৃষ্ণের বলাবল।
পাণ্ডবে সন্তোষ কিবা জানিব সকল॥
করে কি না করে কৃষ্ণ মম হিতাহিত।
বুঝিবার জন্য দূত পঠান উচিত॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার নন্দন।
না বুঝিয়া পাঠাইলে দূত অকারণ॥
ত্রিভুবন জ্ঞাত কৃষ্ণ পাণ্ডবের হিত।
তোমার সাপক্ষ না হবেন কদাচিত॥
বলিলেন কর্ণ মনে নাহি লয় কথা।
পাণ্ডবের হিত কৃষ্ণ জানিবে সর্ব্বথা॥
যদি বা সপক্ষ তব অনুরোধে হন।
নাসিবেন কপটে তোমার সর্ব্বজন॥
মুখেতে সুন্দর ভাষা অন্তরে তা নয়।
তোমার পরম শত্রু জানিবা নিশ্চয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল দূতের কর্ম্ম নয়।
আপনি যাইয়া বর দেবকীতনয়॥
সসৈন্যে দ্বারকাপুরী যাও দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে বরিলে সেই মানিবে বচন॥
দুর্য্যোধন বলে অগ্রে শুনি দূতস্থানে।
কি বলয়ে আগে শুনি দেব নারায়ণে॥
হন বা না হন কৃষ্ণ আমার সারথি।
দূতমুখে জানা যাবে ইহার ভারতী॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিল কহিলে যুক্তি সার।
আপনি বলহ গিয়া দেবকীকুমার॥
যাবৎ না বরে পঞ্চ পাণ্ডুর কুমার।
সসৈন্য দ্বারকা তুমি হও আগুসার॥
এত শুনি বিদুর কহেন সেইক্ষণ।
বিপদ সময়ে জ্ঞান হারায় সুজন॥
আরে দুর্য্যোধন তোর হেন লয় মন।
তোমার সারথি হইবেন নারায়ণ॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি দেব যত জন।
উদ্দেশে করেন যাঁর চরণ-সেবন॥
বার বার অবতার হ'য়ে জগন্নাথ।
করিলেন কোটি অসুর নিপাত॥
মৎস্য-কলেবর ধরি দেব নারায়ণ।
দৈত্য মারি করিলেন বেদ উদ্ধারণ॥
কূর্ম্ম অবতার হ'য়ে শ্রীমধুসূদন।
করিলেন পৃষ্ঠদেশে ধরণী ধারণ॥
অনন্তরে ধরি কৃষ্ণ বরাহ-আকৃতি।
হিরণ্যাক্ষে বধ করি উদ্ধারিলা ক্ষিতি॥
ধরিয়া নৃসিংহরূপ হইয়া প্রকাশ।
করিলেন হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব নারায়ণ।
পাতালে নিলেন বলি করিয়া ছলন॥
ভৃগুবংশে রামরূপে হ'য়ে অবতার।
নিঃক্ষত্রা করেন ক্ষিতি তিন সপ্তবার॥
রামরূপে বধিলেন লঙ্কার রাবণ।
হলধরবেশধারী আছেন এখন॥

পূর্ণব্রহ্ম অবতার কৃষ্ণ যদুমণি।
আগম পুরাণে যাঁর মহিমা বাখানি॥
হেন কৃষ্ণ সূতবৃত্তি করিবে তোমার।
হেন বাক্য না বুঝিয়া বল বারে বার॥
কিন্তু ভক্তিবশ হন দেব হৃষীকেশ।
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করেন অশেষ॥
এইরূপে কহিল বিদুর মহামতি।
শুনি কিছু উত্তর না দিল কুরুপতি॥
সভা হৈতে উঠি রাজা গেল অন্তঃপুরে।
চলিলেন কুরুগণ যে যাহার ঘরে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট উলুকের গমন।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
তৎপর কি করিল কুরুর নন্দন॥
তবে দ্বারকায় দূত গেল কোন্ জন।
তমুখে শুনি কি কহিলা নারায়ণ॥
বিবরিয়া মুনিবর কহিবা আমারে।
শুনিয়া তোমার মুখে যুড়াক অন্তরে॥
বলিলেন মুনি শুন নৃপ জন্মেজয়।
উলুকেরে পাঠাইল কুরু মহাশয়॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় উলুক অনুচর।
শীঘ্রগতি চলি গেল দ্বারকানগর॥
কৃষ্ণের সাক্ষাতে গিয়া হন উপনীত।
প্রণাম করি পত্র দিলেন ত্বরিত॥
পড়িলেন পত্র কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
তদন্তরে কহিছেন দূতেরে চাহিয়া॥
দুই কুল হিত আমি বিখ্যাত ভুবন।
উভয় কুলের হিত চিন্তি অনুক্ষণ॥
দুর্য্যোধনে কহ গিয়া বচন আমার।
ভাই ভাই বিরোধিয়া কি কার্য্য তোমার॥
তোমাতে অপ্রীত নহে পাণ্ডুর নন্দন।
গন্ধর্ব্বের হাতে তোমা রাখিল অর্জ্জুন॥
সভামধ্যে পূর্ব্বে যেই করিল নির্ণয়।
তাহাতে হইল মুক্ত পাণ্ডুর তনয়॥
আপনি কহিলে তুমি সভা বিদ্যমান।
সত্য হৈতে মুক্ত হৈলে পাণ্ডুর সন্তান॥
পুনর্ব্বার আপনার পাবে রাজ্য ধন।
তবে কেন কলহ করিতে কর মন॥
সমুচিত পাণ্ডবের বিভাগ যেই হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
এইরূপে দুর্য্যোধনে কহিবে আপনে।
পশ্চাতে যাইব আমি সবা বিদ্যমানে॥
সারথির হেতু যাহা কহিলে আমারে।
করিব সারথ্য পণ তাঁহার গোচরে॥
কিন্তু অগ্রে আমারে কহিল ধনঞ্জয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশয়॥
তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে।
আপনি আসিবে হেথা আমারে বরিতে॥
আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ।
পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন॥
আমারে আসিয়া অগ্রে যে জন বরিবে।
তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে॥
তবে যদুগণ ল'য়ে দেব জগৎপতি।
গুপ্তরূপে মন্ত্রণা করেন মহামতি॥
কৌরব পাণ্ডবে হইবেক মহারণ।
সে কারণে দুর্য্যোধন দিল নিমন্ত্রণ॥
পাণ্ডব আমারে পূর্ব্বে করিল বরণ।
দুই কুল হিত আমি জানে জগজ্জন॥
কাহার সাপক্ষ হব করিব কেমন।
ইহার সুযুক্তি যাহা কহ সর্ব্বজন॥
এত শুনি কহিল সকল যদুগণ।
কপটি কুবুদ্ধি খল রাজা দুর্য্যোধন॥
তাহার সাপক্ষ হৈতে উচিত না হয়।
বিশেষ তোমার প্রিয় পাণ্ডুর তনয়॥
তোমারে বরিতে যদি আসে দুর্য্যোধন।
তাহার সহায় দেহ কিছু সৈন্যগণ॥
কপট করিয়া তার কর উপকার।
আমাদের চিত্তে লয় এই সুবিচার॥
যদুগণ বিচার শুনিয়া নারায়ণ।
শিল্পকারগণে আজ্ঞা দিলেন তখন॥

এক সিংহাসন দেহ আমার অগ্রেতে।
আজ্ঞামাত্রে শিল্পকার লাগিল গঠিতে ॥
হইল দিবসত্রয় মধ্যে সিংহাসন।
গোবিন্দের অগ্রে আনি দিল সেইক্ষণ ॥
অনন্তর পঞ্চম দিবসে নারায়ণ।
করিলেন বাহির মন্দিরেতে শয়ন ॥
সঙ্কীর্ণ রহিল স্থান শিতানের পানে।
রত্ন সিংহাসন রাখিলেন সেই স্থানে ॥
পাছে রাখিলেন স্থান বুঝিয়া বিস্তার।
অচেতন নিদ্রা যায় দৈবকীকুমার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

### উলূকের পুনরাগমন ও দুর্য্যোধনের দ্বারকায় আগমন।

দূত গিয়া দুর্য্যোধনে কহিল বারতা।
আপনি বরিতে কৃষ্ণে তুমি যাহ তথা ॥
আপনি অর্জ্জুন আসি বরিবে কৃষ্ণেরে।
সে কারণে নারায়ণ কহিল আমারে ॥
প্রথমে আমারে আসি যে জন বরিবে।
তার পক্ষ অবশ্য আমাকে হ'তে হবে ॥
সম্বন্ধে সমান মম কুরু পাণ্ডুগণ।
দুই কুল হিত আমি চিন্তি অনুক্ষণ ॥
আর যে কহিলা তাহা শুন কুরুপতি।
পাণ্ডবের সহ তোমা করিতে পীরিতি ॥
পাণ্ডবের সহিত বিরোধে নিষেধিল।
সব রাজগণ তাহে অনুমতি দিল ॥
এইরূপে দূতবাক্য শুনি মহারাজ।
মুহূর্ত্তেকে তথা গেল, না করিল ব্যাজ ॥
অল্প সৈন্য সঙ্গে নিল শীঘ্র যাইবার।
হইলেন দ্বারকানগরে অগ্রসর ॥
দুর্য্যোধন উত্তরিল দ্বারকানগরে।
সৈন্য সব রাখিলেন পুরীর বাহিরে ॥
একেশ্বর পুরে প্রবেশিলা কুরুনাথ।
যেই গৃহে শয়নে আছেন জগন্নাথ ॥
তথা গিয়া উত্তরিল রাজা দুর্য্যোধন।
অচেতনে নিদ্রা যান দেব নারায়ণ ॥
দেখে দিব্য সিংহাসন কৃষ্ণের শিয়রে।
বারিপূর্ণ ভৃঙ্গ তার দেখিল আধারে ॥
বিস্ময় মানিয়া রাজা ভাবে মনে মন।
আমার মর্য্যাদা বেশ জানে নারায়ণ ॥
না আসিতে হেথা আমি দিব্য সিংহাসন।
আপন শিয়রে কৃষ্ণ করেছে স্থাপন ॥
পাদ্য অর্ঘ্য রাখিয়াছে দিব্য জলাধার।
আমার সম্ভ্রম হেতু নানা উপচার ॥
নিশ্চয় হবেন কৃষ্ণ আমার সারথি।
এত বলি সিংহাসনে বসিল ভূপতি ॥
আইলেন ধনঞ্জয় পরে ভক্তি করি।
প্রবেশিল একাকী যাইয়া অন্তঃপুরী ॥
বসুদেব উগ্রসেন আদি যদুগণে।
একে একে প্রণাম করিল জনে জনে ॥
মাতুলগনেরে পার্থ করিয়া সম্ভাষ।
তথা হৈতে চলিলেন যথা শ্রীনিবাস ॥
অচেতন শয়নে আছেন নারায়ণ।
শিয়রে বসিয়া তাঁর রাজা দুর্য্যোধন ॥
সিংহাসনে বসিয়াছে বাসবের প্রায়।
দেখি চিত্তে চিন্তিত হইল পার্থ তায় ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্থ যুক্তি করি মনে।
বসিলেন গিয়া শেষে কৃষ্ণের আসনে ॥
কৃষ্ণপদকমল চাপেন ধীরে ধীরে।
দেখি দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইল অন্তরে ॥
মনেতে ভাবিয়া তবে কহে অর্জ্জুনেরে।
কুরুবংশে জন্মি হেন কদাচার করে ॥
বংশের অধম এই কুলের অঙ্গার।
কোন বা বরাক এই দৈবকীকুমার ॥
আমারে না করে শঙ্কা নাহি লাজ মনে।
ব্যর্থ নাম পার্থ বলি ধরে অকারণে ॥
এইরূপে মনে মনে নিন্দিছে রাজন।
সব জানিলেন অন্তর্য্যামী নারায়ণ ॥
তথাপি উত্তর কিছু না দিলেন হরি।
নিদ্রায় অলস যেন সিংহাসনোপরি ॥

তক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল তাঁহার ।
ষ্টিতেই দেখিলেন কুন্তীর কুমার ॥
লিঙ্গন দিয়া জিজ্ঞাসিলেন কুশল ।
কে একে ধনঞ্জয় কহিল সকল ॥
বশেষে শ্রীগোবিন্দে কহে ধনঞ্জয় ।
কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ হইবে নিশ্চয় ॥
াঠাইলা যুধিষ্ঠির এজন্য আমারে ।
রথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে ॥
থের সারথি তুমি হইবে আমার ।
ত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার ॥
কথা শুনিয়া পার্থ আহ্লাদিত মনে ।
খিলেন পরে কৃষ্ণ রাজা দুর্য্যোধনে ॥
ন্যো করি সম্ভাষেণ উঠি নারায়ণ ।
কি আনন্দ দেখি আজি কৌরবনন্দন ॥
কিবা প্রয়োজনে হেথা কৈলে আগমন ।
কি কার্য্য তোমার আমি করিব সাধন ॥
দি বা দুষ্কর কর্ম্ম হয় অতিশয় ।
মা হৈতে যদি হয় করিব নিশ্চয় ॥
ব কার্য্যে প্রীত আমি তব আজ্ঞাকারী ।
কার্য্য কহিবা তাহা সাধিবারে পারি ॥
ান কুটুম্ব মম কুরু পাণ্ডুগণ ।
ভয় কুলের হিত বাঞ্ছি অনুক্ষণ ॥
ভয় কুলের হিত করি প্রাণপণ ।
আজ্ঞা করিবা তাহা করিব সাধন ॥
ত শুনি বলিল নৃপতি দুর্য্যোধন ।
মুখে করিয়াছি প্রথমে বরণ ॥
ঙ্গীকার করিয়াছ তাহে নারায়ণ ।
জন আমায় অগ্রে করিবে বরণ ॥
হার পক্ষ আমি হইব নিশ্চয় ।
কারণে আইলাম তোমার আলয় ॥
হুক্ষণ হৈল আমি আসিয়াছি হেথা ।
শ্চাৎ আইল হেথা পার্থ মহারথা ॥
াগুণ সব তব বিখ্যাত ভুবনে ।
ন্দ্রের মাতলি সম শুনিনু শ্রবণে ॥
ানুদ্ধে হবে তুমি আমার সারথি ।
ই হেতু আসিয়াছি হেথা যদুপতি ॥

ইথে মান অপমান নাহি যদুমণি ।
অবধানে শুন কহি পূর্ব্বের কাহিনী ॥
ত্রিপুরে জিনিতে যবে যান শূলপাণি ।
বরিলেক ব্রহ্মাকে সারথি গুণ জানি ॥
ত্রিপুরবিজয়ী শিব সারথির গুণে ।
বৃহস্পতি সারথি যে ইন্দ্র-দৈত্য-রণে ॥
দেবের পরম গুরু অঙ্গিরানন্দন ।
স্বধর্ম্ম জানিয়া তবু করে সূতপণ ॥
বৃহস্পতি সারথি করিয়া বজ্রপাণি ।
বৃত্রাসুরে মারিলেন বিখ্যাত ধরণী ॥
গোবিন্দ বলেন তুমি কহিলা প্রমাণ ।
অগ্রে মোরে বরিল অর্জ্জুন মতিমান ॥
সারথি করিয়া আমা করিল বরণ ।
ইহার উপায় কি করিব দুর্য্যোধন ॥
ব্যতিক্রম করি যদি দুই কুল হিতে ।
আমার কুযশ বহু ঘুষিবে জগতে ॥
দশদিন করি যদি পার্থের সারথ্য ।
করি যদি দশদিন তোমার স্বতন্ত্র ॥
এমত নিয়ম হৈলে উপহাসে লোকে ।
সে কারণে দুর্য্যোধন কহি যে তোমাকে ॥
তুমি কুরুপতি রাজা জগতে বিদিত ।
তোমার মর্য্যাদা গুণ ঘোষে অপ্রমিত ॥
কুরুবংশে যদুবংশে চেদি ভোজবংশে ।
রবিবংশোদ্ভব যত রাজা অবতংসে ॥
তব কার্য্যে রত সবে তোমার শাসিতে ।
তোমার অপ্রিয় কেহ নহে পৃথিবীতে ॥
তোমারে করিবে মান্য যত রাজগণ ।
অগ্রেতে করিল পার্থ আমারে বরণ ॥
তীর্থযাত্রা হেতু যবে যান হলপাণি ।
কুরু পাণ্ডবের দ্বন্দ্ব চরমুখে শুনি ॥
যুদ্ধ করিবারে করিলেন নিবারণ ।
খণ্ডিতে না পারি আমি তাঁহার বচন ॥
আমা আদি করিয়া যতেক যদুগণ ।
যুদ্ধ করিবারে মানা করিল তখন ॥
উভয় কুলের কোন পক্ষ না হইল ।
রামের বচন কেহ খণ্ডিতে নারিল ॥

আমি মাত্র করিব কেবল সূতপণ।
সে কারণে শুন কহি রাজা দুর্য্যোধন॥
নারায়ণী সেনা মম আছে কোটি সাত।
মম সম তেজ বীর্য্যে জগতে বিখ্যাত॥
মহাবলবান সবে বিক্রমে অপার।
এক এক জন হয় সমান আমার॥
প্রতাপেতে কার্ত্তবীর্য্য সম জনে জন।
মহারথি মধ্যে গণি বিপক্ষে শমন॥
এত শুনি দুর্য্যোধন ভাবিল অন্তরে।
নারায়ণী সেনাগণ অতুল সংসারে॥
নারায়ণী সেনা যদি পাই কোটি সাত।
করিব অতুল যুদ্ধ পাণ্ডবের সাথ॥
একক ইহারে নিলে হবে কোন্ কায।
এতেক ভাবিয়া চিত্তে কহে কুরুরাজ॥
আমার সাহায্যে দেহ সেনা নারায়ণী।
এই মম সাহায্য করহ চক্রপাণি॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার।
শুনিয়া হইল হৃষ্ট কৌরব-কুমার॥
নারায়ণী সেনা ল'য়ে গেল দুর্য্যোধন।
দেখিয়া অর্জ্জুন হইল বিষন্ন-বদন॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী।
তোমার মহিমা-গুণ কি বলিতে পারি॥
শিষ্টজন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার।
জগন্নাথ নাম এই কারণ তোমার॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস।
জগতের হিত তব অতুল প্রকাশ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে বহু নতি।
কাশীরাম দাস কহে মধুর ভারতী॥

---

অর্জ্জুনের মনোদুঃখে শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধবাক্য।

নারায়ণী সেনা কৃষ্ণ দিল দুর্য্যোধনে।
দেখিয়া হইল দুঃখ অর্জ্জুনের মনে॥
পার্থের অন্তর বুঝি কহিলা শ্রীপতি॥
কি হেতু হইলে সখা তুমি দুঃখমতি॥
নারায়ণী সেনা যত দিলাম উহারে।
সবে হত হইবেক তোমার প্রহারে॥
পূর্ব্বের কাহিনী কহি শুন দিয়া মন।
একদিন আমারে কহিল পিতৃগণ॥
বংশের তিলক তুমি পূর্ণ ব্রহ্মরূপে।
সকল সংসার এই তব লোমকূপে॥
তুমি বিষ্ণু বিশ্বরূপ নর-অবতার।
আমাদিগে কর প্রভু আপনি উদ্ধার॥
মগধ রাজ্যেতে জাত বরাহ আছয়।
তার মাংস আনি শ্রাদ্ধ কর মহাশয়॥
তবে হ'বে তৃপ্তিযুক্ত আমাদের মন।
এই মত কহিলা আমাকে পিতৃগণ॥
পিতৃগণবাক্যে করিলাম অঙ্গীকার।
পুনরপি আমারে কহিল আরবার॥
একাকী যাইবে তুমি বরাহ মারিতে।
একজন সঙ্গে নাহি লবে কদাচিতে॥
যদি সেই দুষ্ট মাংস হইবে নিশ্চয়।
না হইবে আমাদের তাহে পাপক্ষয়॥
পিতৃগণ বাক্য শুনি অশ্বে আরোহিয়া।
একাকী মগধ রাজ্যে প্রবেশিনু গিয়া॥
জরাসন্ধে আসিয়া কহিল সমাচার।
সসৈন্যে সাজিয়া সেই আছে দুরাচার॥
একেশ্বর বেড়িলেক করি শতপুর।
সৈন্য-কোলাহল শব্দ গেল বহুদূর॥
ভাবিলাম উপায় না দেখিয়া তখন।
একেশ্বর বলে পরাজিব কত জন॥
দুরন্ত দুর্জ্জয় সেই মগধের সেনা।
যত মরে তত জীয়ে না হয় গণনা॥
অনেক ভাবিয়া আমি যুক্তি করি সার।
অঙ্গ বৃদ্ধি করিলাম পর্ব্বত আকার॥
অঙ্গ হৈতে সেইক্ষণে হইল সৃজন।
দেখিতে দেখিতে নারায়ণী সেনাগণ॥
শত সহস্র মহারথী অঙ্গেতে জন্মিল।
জরাসন্ধ সঙ্গে তারা যুদ্ধ আরম্ভিল॥
যুদ্ধে পরাভূত হৈল মগধ রাজন।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত সৈন্যগণ॥
তবে সেই বরাহেরে চক্রেতে প্রহারি।
আসিলাম নারায়ণী সেনা সঙ্গে করি॥

ন্ট হ'য়ে বলিলাম সেই সেনাগণে ।
ই বর ইচ্ছা কর মাগ মম স্থানে ॥
ত শুনি বলিলেক সেই সেনাগণ ।
দি বর দিবা তবে দেহ নারায়ণ ॥
তরের হাতে মৃত্যু অভিলাষ নয় ।
মা'র সমান রূপে গুণে যেবা হয় ॥
র হাতে মৃত্যু যেন হয় সবাকার ।
ই বর আজ্ঞা কর দৈবকীকুমার ॥
হাদের বাক্যেতে দিলাম বর দান ।
রে চিত্তে করিলাম এই অনুমান ॥
সম রূপে গুণে কে আছে সংসারে ।
ঞ্জয় বিনা আর না দেখি কাহারে ॥
র্জ্জুনের হাতে হবে তোমাদের ক্ষয় ।
বে ভারত-যুদ্ধ না হয় সংশয় ॥
কারণে নারায়ণী সেনা যত জন ।
রিলাম দুর্য্যোধন প্রতি সমর্পণ ॥
অস্ত্রে নিহত হইবে সৈন্যগণ ।
বলি মায়া দেখাইল নারায়ণ ॥
হার মস্তক নাহি কবন্ধের প্রায় ।
িয়া অর্জ্জুন চিত্তে মানেন বিস্ময় ॥
র কৃষ্ণে অর্জ্জুন কহিল যোড়করে ।
মার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
'র পুত্তলি তুমি কত মায়া জান ।
দি নিরঞ্জন তুমি পূর্ণ ভগবান ॥
কে সহায় তুমি কিবা মম ভয় ।
রব কৌরবগণে না ভাবি সংশয় ॥
নিলাম নারায়ণ যুদ্ধে হবে জয় ।
লাম এই হেতু তোমার আশ্রয় ॥
মার সাহায্যে ইন্দ্র জয়ী ত্রিভুবনে ।
কৃপাবলে দণ্ড পাইল শমনে ॥
মার সাহায্যে সৃষ্টি করে প্রজাপতি ।
মার প্রতাপে শিব সংহার মূরতি ॥
প্রভু হৈলে তুমি আমার সারথি ।
মাত্র কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি ॥
প্রভু হইলা যে আমার সহায় ।
বন মধ্যে মম আর কারে ভয় ॥

অর্জ্জুনের বাক্যে হাসি বলে নারায়ণ ।
না বুঝিয়া পার্থ আমা করিলে বরণ ॥
কৌরবের সহায় অনেক যোদ্ধাপতি ।
একেশ্বর কি করিতে আমার শকতি ॥
এত শুনি হাসিয়া কহিল ধনঞ্জয় ।
বাক্য না বুঝিয়া হেন কহ মহাশয় ॥
এ তিন ভুবনে ব্যাপ্ত তোমার বিভূতি ।
তুমি আদি অন্ত তুমি জগতেরপতি ॥
তুমি সৃষ্টি পাল তুমি করহ সংহার ।
তোমার বিভূতি বুঝে সামর্থ্য কাহার ॥
কোন্ ছার অল্পমতি কৌরব-তনয় ।
সহস্র কৌরবে মম আর নাহি ভয় ॥
এক্ষণে যে কহি তাহা শুন দিয়া মম ।
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞা তথা যাইবে আপন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বিলম্ব না করি ।
সেইক্ষণে রথে চড়ি চলিলেন হরি ॥
বিরাট নগরে যান অর্জ্জুন সহিত ।
কৃষ্ণকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ মহাপ্রীত ॥
যদ্যপি গোবিন্দ বদ্ধ পাণ্ডবের সনে ।
তথাপি বসিতে দেন রত্ন-সিংহাসনে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
ব্যাস-বিরচিত দিব্য ভারত-আখ্যান ॥
যেবা পড়ে যে পড়ায় করয়ে শ্রবণ ।
তাহারে প্রসন্ন হন দেব নারায়ণ ॥
এই কথা কহি আমি রচিয়া পয়ার ।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
মস্তকে বন্দিয়া বিপ্রগণ-পদপঙ্কজ ।
কহে কাশীদাস গদাধর দাসাগ্রজ ॥

### শ্রীকৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠিরের যুক্তি ।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ মুনিবর ।
সভামধ্যে কি যুক্তি হইল অতঃপর ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে দেব জগৎপতি ।
কি প্রকারে বুঝাইল কৌরবের প্রতি ॥
কৃষ্ণের বচন না শুনিল দুর্য্যোধন ।
কিরূপে ভারত-যুদ্ধ হৈল আরম্ভন ॥

কহিবে সে সব কথা করিয়া বিস্তার।
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি-কুমার ॥
পাণ্ডবের সভায় বসিলা নারায়ণ।
দেখি আনন্দিত বড় পাণ্ডুর নন্দন ॥
গোবিন্দ দেখিয়া রাজা মহাহৃষ্টমনে।
নিভৃতে করিলা যুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সনে ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
হইবে ভারত-যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি সে করিবে প্রলয়।
যুদ্ধ হেতু হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয় ॥
ক্ষত্রগণ অস্ত যাবে পৃথ্বী হতস্বামী।
এ কারণে মনে যুক্তি করিয়াছি আমি ॥
জ্ঞাতিগণ বধ মম প্রাণে নাহি সহে।
কুলক্ষয় নয়নে দেখিতে যোগ্য নহে ॥
দূতমুখে দুর্য্যোধনে কহি পুনঃ পুনঃ।
কদাচিত ছাড়িয়া না দিবে রাজ্যধন ॥
করিলাম পূর্ব্বে যে নিয়ম পঞ্চজনে।
হইলাম ধর্ম্ম হৈতে মুক্ত এইক্ষণে ॥
ভ্রমিলাম তপস্বীবেশেতে বনে বনে।
ইহাতেও দয়া না জন্মিল দুর্য্যোধনে ॥
অজ্ঞাত বৎসর এক রহি পরদেশে।
রাজপুত্র হ'য়ে এত ক্লেশ ক্লীববেশে ॥
এত দুঃখ দিয়া ক্ষান্ত না করিল মন।
সমুচিত রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন ॥
বহুকষ্টে পারি যদি করিতে সংহার।
রাজ্যধন তবে সে পাইব পুনর্ব্বার ॥
হেন রাজ্যধনে মম নাহি প্রয়োজন।
কিবা কার্য্য করিব মারিয়া জ্ঞাতিগণ ॥
এই হেতু চিত্তে ভাবি সব ক্ষমা দিব।
তব আজ্ঞা হইলে পুনশ্চ বনে যাব ॥
তীর্থযাত্রা করিয়া ভ্রমিব বনে বন।
লউক সকল রাজ্য পাপী দুর্য্যোধন ॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
আত্মীয় বান্ধব আর যত জ্ঞাতিকুল ॥
এ সকল সংহারিব রাজ্যের নিমিত্তে।
হেন রাজ্যপদে সুখ নাহি চাহি চিত্তে ॥
না বুঝিয়া প্রবৃত্ত হইব অহঙ্কারে।
কি জানি যদি না পারি কুরু জিনিবারে
সংসার যুড়িয়া লজ্জা হবে অতিশয়।
এই হেতু মম চিত্তে হইতেছে ভয় ॥
হের ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
আজন্ম দুঃখেতে গেল কে করিবে রণ ॥
বলহীন শরীর কেবল আত্মামাত্র।
কৌরব সম্মুখে নাহি হয় যুদ্ধপাত্র ॥
বিরাট দ্রুপদ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডাদি।
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র আর সত্যবাদী ॥
এই সব বীর আছে আমার সহায়।
ইহারা কি করিবেক কৌরব দুর্জ্জয় ॥
কৌরবের সহায় অনেক বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ মহামতি।
সোমদত্ত ভূরিশ্রবা সুশর্ম্মা নৃপতি ॥
মহারথী মহামতি সবে মহাবল।
শত ভাই দুর্য্যোধন আর বৃহদ্বল ॥
যুদ্ধে কাজ নাহি মম না পারিব জানি।
বনবাসে কর আজ্ঞা যাব চক্রপাণি ॥
এত শুনি হাসিয়া কহেন নারায়ণ।
সন্ন্যাস ধর্ম্মেতে তব নাহি প্রয়োজন ॥
রাজধর্ম্ম নীতি কিছু কহিব তোমারে।
পূর্ব্বেতে নিষ্পন্ন যাহা হইল বিচারে ॥
রাজা হ'য়ে ক্ষমাবন্ত নহিবে কখন।
অতি উগ্র না হইবে সদা শান্তমন ॥
ক্ষত্রধর্ম্মে যেই জন হয় বলবান।
অহঙ্কারে জ্ঞাতি বন্ধু করে তৃণজ্ঞান ॥
ক্ষত্র মধ্যে শত্রুপক্ষ গণি যে তাহারে।
করিবে তাহাকে নষ্ট যে কোন প্রকারে
বলে ছলে যুদ্ধে তারে যেরূপে পাইবে।
অবশ্য তাহারে রাজা সংহার করিবে ॥
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শুন নরবর।
সেই সব দুর্য্যোধন করিল পামর ॥
তাহারে মারিতে নহে পাপের উদয়।
জ্ঞাতিমধ্যে শত্রু সেই মহা দুরাশয় ॥

হিলাম হিতবাক্য তোমারে রাজন ।
ত বলি প্রবোধ দিলেন নারায়ণ ॥
চিল ধর্ম্মের ভয় আনন্দিত মন ।
বে ভীম ধনঞ্জয় আর মন্ত্রিগণ ॥
কে একে রাজাকে কহিল বিবরণ ।
দ্যোগ করহ রাজা করিবারে রণ ॥
ষ্ণের বচনে ধর্ম্ম না কর সংশয় ।
ৌরবে মারিয়া রাজ্য কর মহাশয় ॥
না দ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধন ।
হারে মারিলে নহে পাপের কারণ ॥
মরা সহায় তব শঙ্কা কারে আর ।
জ্ঞামাত্র কৌরবেরে করিব সংহার ॥
হার সর্ব্বস্ব তব দেব জগৎপতি ।
হার প্রসাদে জয় হবে নরপতি ॥
হিলেন ধর্ম্ম ইহা কভু নহে আন ।
মার সহায় সর্ব্বস্ব যে নারায়ণ ॥
হার প্রসাদে ভয় নাহি ত্রিজগতে ।
পিও চাহে লোকে ধর্ম্মের তরেতে ॥
ন্য দূত কর্ম্ম নহে কহি এ কারণ ।
রু সভামধ্যে তুমি যাও নারায়ণ ॥
তিধর্ম্ম কহিয়া বুঝাবে দুর্য্যোধনে ।
রাষ্ট্র জ্যেষ্ঠতাত জাহ্নবী-নন্দনে ॥
মে কহিবা অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি দিতে ।
ন রত্ন যেই ছিল ইন্দ্রপ্রস্থে ॥
াপর অধিকার ছিল মম যত ।
হা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডব সহিত ॥
তিজ্ঞা যে ছিল তাহা হইয়াছি পার ।
বে কেন রাজ্য ছাড়ি না দিবে আমার ॥
হি দিলে ধর্ম্মে বল তরিবে কেমনে ।
ই ভাই যুদ্ধ হৈলে কি হয় সাধনে ॥
তিগণ পড়িবে পড়িবে বন্ধুগণ ।
যুদ্ধে হবে সর্ব্ব কুল-বিনাশন ॥
কারণে যুদ্ধ কার্য্যে নাহি প্রয়োজন ।
র্দ্ধ রাজ্য দিয়া তোষ পাণ্ডবের মন ॥
শ্চ কহিবা তারে করিয়া বিনয় ।
ক্ষমাশীল রাজা পাণ্ডুর তনয় ॥

রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন ।
সকল ছাড়িয়া দিল তোমার কারণ ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ ।
সাগর অবধি রাজ্য সকল ভুঞ্জহ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থ কুশস্থল বারণানগর ।
হস্তিনার উত্তরে সুকান্তি গ্রামবর ॥
পাণ্ডব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে ।
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥
এইরূপে বুঝাইবে রাজা দুর্য্যোধনে ।
তোমার বচন যদি না শুনে শ্রবণে ॥
আপনার দোষে দুষ্ট হইবে নিধন ।
এতে পাপ কলঙ্ক না হবে নারায়ণ ॥
অধর্ম্ম করিলে পাপ হইবে অপার ।
লোক ধর্ম্ম ভাল মন্দ নহিবে বিচার ॥
তার পাপে হইবেক জ্ঞাতিগণ ক্ষয় ।
শীঘ্রগতি যাও তুমি কৌরব-আলয় ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা যে আজ্ঞা তোমার ।
ইহার উচিত বটে জানা একবার ॥
যদ্যপি সম্প্রীতে রাজ্য দেয় দুর্য্যোধন ।
দুই কুল রক্ষা হয় জীয়ে জ্ঞাতিগণ ॥
ভীমার্জ্জুন বলিলেন নাহি লয় মন ।
সম্প্রীতে যে রাজ্য দিবে দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥
তাহাতে রাধেয় মন্ত্রী বড় দুরাচার ।
গান্ধারী নন্দন দুঃশাসন দুষ্ট আর ॥
এই তিন জনের বুদ্ধিতে দুর্য্যোধন ।
আমাদের সঙ্গে নাহি করিবে মিলন ॥
তথাপিও যাও তুমি ধর্ম্মের আজ্ঞায় ।
সাবধান হইয়া যাইবা হস্তিনায় ॥
কুবুদ্ধি কুমন্ত্রী খল রাজা দুর্য্যোধন ।
একাকী পাইয়া পাছে করে কুমন্ত্রণ ॥
একারণে লও সঙ্গে মহারথিগণ ।
এক অক্ষৌহিণী সঙ্গে করুক গমন ।
গোবিন্দ বলেন মম ভয় আছে কারে ।
শত দুর্য্যোধন মম কি করিতে পারে ॥
তবে যদি প্রবৃত্ত হইবে অহঙ্কারে ।
মুহূর্ত্তেকে বিষ্ণুচক্রে মারিব সবারে ॥

বাতি দিতে না রাখিব কুলে একজনে।
বংশ সহ সংহার করিব দুর্য্যোধনে ॥
এত বলি করিলেন গোবিন্দ প্রস্থান।
রথী দশ সহস্রেক ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ ॥
বলিল শ্রীকৃষ্ণ প্রতি ভাই পঞ্চজন।
ভ্রমিলাম বিষম সঙ্কটে কত বন ॥
তোমার প্রসাদে দুঃখ হইল মোচন।
সান্ত্বাইবা মায়ে যেন দুঃখিতা না হন ॥
শুনিয়া গোবিন্দ করিলেন অঙ্গীকার।
দ্রৌপদী কৃষ্ণেরে চাহি বলিছে আবার ॥
শুনহ দুঃখের কথা কমললোচন।
অত্যন্ত নিষ্ঠুর শত্রু পাপ দুর্য্যোধন ॥
যত দুঃখ দিলেক সে জানহ বিশেষ।
সভামধ্যে ধরিয়া আনিল মম কেশ ॥
বিবস্ত্রা করিতে ইচ্ছা কৈল দুষ্টগণ।
করিয়াছ তুমি প্রভু লজ্জা নিবারণ ॥
হেন জন মুখ পুনঃ চাহ দেখিবারে।
তব বাক্য কদাচ না রাখিবে পামরে ॥
তার সঙ্গে প্রীতি করি কিবা আছে হিত।
সবংশে মারিতে তারে হয়ত উচিত ॥
তোমার আশ্রয়ে দেব কেবা বীর্য্যহত।
সবাই যুঝিবে কৃষ্ণ তোমার সম্মত ॥
মম পিতা যুঝিবেন দ্রুপদ সুধীর।
ভাই আরো যুঝিবেন ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর ॥
শিখণ্ডী করিবে যুদ্ধ মহাবলবান।
পঞ্চভাই করিবেন রণ সমাধান ॥
মম পঞ্চ পুত্র আছে সংগ্রামে সুধীর।
দ্বিতীয় বাসব তুল্য অভিমন্যু বীর ॥
ভোজবংশে মৎস্যবংশে যত বীরগণ।
এক এক জন যেন দ্বিতীয় শমন ॥
কৌরবেরে পরাজয় করিবে সমরে।
কোন প্রয়োজনে প্রভু যাও তথাকারে ॥
স্বপ্ন আজি দেখিয়াছি শুন মহাশয়।
রথে চড়ি রণ করে পাণ্ডুর তনয় ॥
রাক্ষস আকার ধরি বীর বৃকোদর।
রণমধ্যে দুঃশাসন চিরিল উদর ॥
রক্তপান করিলেন দেখিনু নয়নে।
ধবল কুঞ্জর চড়ি মাদ্রীর নন্দনে ॥
কৌরবের সহিত হইল মহারণ।
ধবল পুষ্পের মালা পরি পঞ্চজনে ॥
শ্বেত কৃষ্ণ লোহিতাদি বর্ণ ছত্র বাণ।
কৌরবের সেনা করে রক্তজলে স্নান ॥
স্রোতোধারে মহাবেগে রক্তধারা বয়।
দেখিয়াছি এই স্বপ্ন শুন মহাশয় ॥
কৌরবের পরাজয় পাণ্ডবের জয়।
গোবিন্দ বলেন দেবী হইবে নিশ্চয় ॥
শত্রু মধ্যে যাইবার উচিত না হয়।
তথাপি যাইব আমি ধর্ম্মের আজ্ঞায় ॥
বুঝাইব নীতিধর্ম্ম দুষ্ট দুর্য্যোধনে।
মৃত্যুকালে ঔষধ না খায় রোগিজনে ॥
কদাচিত মম বাক্য না শুনিবে কাণে।
সবংশে যাইবে দুষ্ট যমরাজ-স্থানে ॥
অচিরাৎ হবে তব দুঃখ বিমোচন।
হস্তিনায় রাজধানী হইবে এখন ॥
এত বলি সান্ত্বাইয়া দ্রুপদ-কন্যায়।
শুভযাত্রা করি হরি যান হস্তিনায় ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

### শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনায় আগমন সম্বাদে কুরুদের পর

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
বিদুর আসিয়া অন্ধে কহেন তখনি ॥
হস্তিনায় আসিবেন আপনি শ্রীপতি।
দুর্য্যোধনে বুঝাইতে ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি ॥
সকল মঙ্গল রাজা হইবে তোমার।
এই হেতু গোবিন্দ হইল আগুসার ॥
তোমার পূর্ব্বের ধর্ম্ম হইল উদয়।
সম্প্রীতি করিল কৃষ্ণ হেন মনে লয় ॥
সাবধানে মহারাজ পূজিবা কৃষ্ণেরে।
ত্যাজিয়া কাপট্য শাঠ্য নির্ম্মল অন্তরে ॥
উভয় কুলের হিত চিন্তি নারায়ণ।
আসিছেন তোমার সভায় এ কারণ ॥

সুমেরু সমান রত্ন অসংখ্য কাঞ্চন ।
অশ্রদ্ধায় যদি কৃষ্ণে করে নিবেদন ॥
তাহাতে না হন প্রীত দেব দামোদর ।
শ্রদ্ধায় অত্যল্প দিলে মানেন বিস্তর ॥
শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যে কৃষ্ণপূজা করে ।
বিষম সঙ্কটে কৃষ্ণ উদ্ধারেন তাঁরে ॥
নররূপে পূর্ণব্রহ্ম আদি নারায়ণ ।
সাবধান হ'য়ে তাঁরে পূজিবা রাজন ॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র সানন্দ হৃদয় ।
পুলকে পূর্ণিত তনু হৈল অতিশয় ॥
বিদুরে চাহিয়া পরে বলিলা বচন ।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ মম হইল এখন ॥
কুরুক্ষয় হবে বলি জানি জগন্নাথ ।
সে কারণে আসিবেন আমার সাক্ষাৎ ॥
আমার ভাগ্যের সীমা বলিতে না পারি ।
প্রীতি করিবারে হেথা আসেন শ্রীহরি ॥
শ্রীকৃষ্ণের মতি যেন কুমতি বিনাশিনী ।
দুর্য্যোধনে শান্তি বুঝাইবেন আপনি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আর দুর্য্যোধনে ।
ডাক দিয়া আন শীঘ্র আমার সদনে ॥
সবারে দেখি কিবা বলে করিব বিচার ।
কিরূপে যুক্তিতে যুক্তি দেয় সে আবার ॥
শুনিয়া বিদুর তবে গিয়া সেইক্ষণ ।
ডাক দিয়া আনাইল যত সভাজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রতীপনন্দন ।
আজ্ঞামাত্র আনাইল যত সভাজন ॥
সভাতে বসিল সবে সিংহ অবতার ।
কহিতে লাগিল তবে অম্বিকাকুমার ॥
মম মনস্কাম পূর্ণ হৈল এতদিনে ।
উভয় কুলের হিত চিন্তা করি মনে ॥
আজি দুর্য্যোধনে ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে ।
কৃষ্ণ যে আসিতেছেন হস্তিনাপুরীতে ॥
কিরূপে পূজিব কৃষ্ণে বলহ আমারে ।
তার বিধান তবে করিব বিস্তারে ॥
এত শুনি কহিলেন গঙ্গার তনয় ।
আমার পুণ্যের ফল হইল উদয় ॥
যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত ।
বিচিত্র মন্দির কর শীঘ্র বিরচিত ॥
ইন্দ্রের নগর তুল্য নগরপ্রধান ।
নানা রত্ন মাণিক্যেতে করহ নির্ম্মাণ ॥
পথে পথে দেহ রাজা জলছত্র দান ।
স্থানে স্থানে রত্নবেদী করহ নির্ম্মাণ ॥
অগুরু চন্দন ছড়া দেহ ত নগরে ।
করুক মঙ্গল বাদ্য প্রতি ঘরে ঘরে ॥
গুবাক কদলী আনি রোপ সারি সারি ।
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি ॥
নট নটীগণ আর নর্ত্তক গায়ন ।
গোবিন্দ-গুণানুবাদ করুক কীর্ত্তন ॥
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করিয়া সুবেশ ।
চারি জাতি ল'য়ে বসে এই চারি দেশ ॥
আগুসারি আন গিয়া দৈবকীনন্দনে ।
পূজা কর গোবিন্দেরে এইত বিধানে ॥
তবে সুখ নরপতি হইবে তোমার ।
মম চিত্তে লয় রাজা এইত বিচার ॥
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহামতি ।
দ্রোণ কৃপ আদি সবে দেন অনুমতি ॥
এইরূপে পূজা কৃষ্ণে হয়ত উচিত ।
ধৃতরাষ্ট্র বলে মম এই লয় চিত ॥
দুর্য্যোধন বলে মম নাহি রুচে মন ।
এইরূপে কৃষ্ণপূজা কোন্ প্রয়োজন ॥
ক্ষত্রধর্ম্ম পৃথিবীতে কে করে বাখান ।
কোন্ রাজগণ কৃষ্ণে করিল সম্মান ॥
শিশুপাল রাজা ছিল বিখ্যাত ভুবনে ।
কদাচিত মান্য নাহি করে নারায়ণে ॥
কপট করিয়া কৃষ্ণ সংহারিল তারে ।
জরাসন্ধ রাজা নিন্দা করিল তাহারে ॥
গোবিন্দেরে সে বলিল গোয়ালানন্দন ।
ক্ষত্রিয় অধম বলি করিত গণন ॥
বড়ই কপট ক্রূর রুক্মিণীর পতি ।
তারে মান্য কদাচ না করি নরপতি ॥
মান্য কৈলে উপহাস করিবে সংসারে ।
ক্ষত্ররাজগণ কত কৃষ্ণে মান্য করে ॥

পহাস হতে মৃত্যু বরং শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
ন্য না করিল কেহ দেখি তার ধর্ম্ম।
তর জনের প্রায় পূজি নারায়ণে।
ত বুঝাইবে তাহা না শুনিব কাণে॥
যার মনে লয় রাজা এইত যুকতি।
ত শুনি কহে তবে ভীষ্ম মহামতি॥
বে বুঝি দুর্য্যোধন হারাইল জ্ঞান।
। জানহ নারায়ণ পুরুষপ্রধান॥
মান্য করিতে তাঁরে চাহ অহঙ্কারে।
ারায়ণ মুহূর্ত্তেকে মারিবে সবারে॥
াতি দিতে না রাখিবে কৌরববংশেতে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠে সভা হৈতে॥
যাপন মন্দিরে গেল হয়ে ক্রুদ্ধমন।
ার যে শিবিরে গেল যত সভাজন॥
তবে দুর্য্যোধনে অন্ধ বলিল বচন।
া বলিল ভীষ্ম তাহা না কর হেলন॥
ান্য করি পূজ কৃষ্ণে না করি রহস্য।
ই কুল হিত কৃষ্ণ করিবে অবশ্য॥
তামারে ভেটিবে আসি দৈবকীকুমার।
তামার ভাগ্যের সীমা কিবা হবে আর॥
শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে বৎস পূজ নারায়ণ।
শ্রদ্ধায় সকল কার্য্য হইবে সাধন॥
অল্প বা বিস্তর দেয় শ্রদ্ধা পুরস্কারে।
অকপট হ'য়ে যেবা কৃষ্ণপূজা করে॥
আপনাকে দিয়া তাঁর বশ হন হরি।
সে কারণে কহি শুন কুরু অধিকারী॥
অকপট হ'য়ে তুমি পূজ নারায়ণ।
মম বাক্য কদাচিত না কর হেলন॥
দুর্য্যোধন বলে তাত কহিলে যেমন।
তব আজ্ঞা হেতু আমি করিব তেমন॥
শিল্পকারগণে ডাকি বলে দুর্য্যোধন।
দিব্য রত্নসিংহাসন করহ রচন॥
রত্নের মন্দির ঘর বিচিত্র আবাস।
বসিবেন তাতে আসি দেব শ্রীনিবাস॥
নগরে নগরে কর পুষ্পের মন্দির।
পথে পথে স্থানে স্থানে রচহ শিবির॥
উৎসব করুক সদা সুখে সর্ব্বজনে।
নট নটী নৃত্য যেন করে স্থানে স্থানে॥
রাজ-আজ্ঞা পেয়ে যত অনুচরগণ।
যে কহিল ততোধিক করিল রচন॥
নগরে নগরে করে রত্ন বাস ঘর।
স্থানে স্থানে যজ্ঞারম্ভ করিল বিস্তর॥
নানা বৃক্ষগণ রোপিলেক সারি সারি।
বিচিত্র শোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
চারি জাতি নগরেতে যত প্রজাগণ।
সবাকারে চরগণ বলিল বচন॥
আসিবেন কৃষ্ণ আজি নৃপ ভেটিবারে।
আগু হ'য়ে সবে গিয়া আনিবে তাঁহারে॥
শুনিয়া আনন্দে মগ্ন নগরের জন।
সুসজ্জ হইল ভেটিবারে নারায়ণ॥

---

হস্তিনা যাইতে পথে প্রজা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

সুসজ্জ হইয়া হরি, রথে আরোহণ করি
হস্তিনায় করেন গমন।
নানাবিধ বাদ্য বাজে, কেহ অশ্বে কে গজে
সঙ্গে চতুরঙ্গ সৈন্যগণ॥
বিরাটনগর তরি, তরিলা সে কাঞ্চিপুরী
বাম করি মগধের দেশ।
কাঞ্চন নগর দিয়া, কাশীরাজ্য এড়াইয়া,
ব্রহ্মদেশে আসে হৃষীকেশ॥
অবসান হৈল বেলা, বনমালী উত্তরিলা
বিশ্রাম করেন কতক্ষণ।
জানি কৃষ্ণ আগমন, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ
ভেটিতে আসিল সর্ব্বজন॥
নানা ভক্ষ্য উপহার, দিয়া নানা অলঙ্কার
শকটে পূরিয়া রত্ন ধন।
দণ্ডবৎ প্রণতি করি, ষড়ঙ্গে পূজিয়া হরি
নানাবিধ করিল স্তবন॥
নমো নমো জয় জয়, নমস্তে করুণাময়
পূর্ণব্রহ্ম আদি গদাধর।
নমো হয়গ্রীব কায়, নমো বেদ উদ্ধার
নমো নমো মীন কলেবর॥

নমঃ কূর্ম্মরূপধারী, সমুদ্র মথনকারী,
জয় জয় নমস্তে শ্রীধর।
নমস্তে বামনরূপ, মোহহারী বলি ভূপ,
নমো নমো দেব দামোদর॥
নমস্তে বরাহ কায়, হিরণ্যাক্ষ বিনাশয়,
নমস্তে মোহিনী কলেবর।
দেবাসুর মোহ যায়, রুদ্র তত্ত্ব নাহি পায়,
নমো নমঃ অখিল ঈশ্বর॥
নমো নমো নারায়ণ, মহাদৈত্য-বিনাশন,
নমস্তে নৃসিংহ-রূপধারী।
নমো রাম ভৃগুকায়, ক্ষত্রবংশ বিনাশয়,
জয় জয় নমস্তে মুরারি॥
নমো রবিবংশধারী, নমস্তে বামন হরি,
দুষ্ট শিশুপাল-বিনাশন।
নমো রামকৃষ্ণতনু, বাসুদেব অঙ্গজনু,
জয় প্রভু জয় নারায়ণ॥
তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি সূক্ষ্ম স্থূলতন্ত্র,
আত্মারূপে সর্ব্বত্র বিহার।
কীট পক্ষী মৎস্য আদি, জীবজন্তু নিরবধি,
কেহ ভিন্ন না হয় তোমার॥
তোমার চরণ সেবি, নারদাদি মহাকবি,
মৃত্যুঞ্জয় কৈল মৃত্যু জয়।
সেবিয়া তোমার পায়, ব্রহ্মা ব্রহ্মপদ পায়,
ব্রহ্মপদ দেহ মহাশয়॥
নমো বুদ্ধ দেহধর, ভবিষ্যতি কলেবর,
নমঃ কল্কি ম্লেচ্ছ বিনাশয়।
নাহি তার কোন ভয়, সদা সে নির্ভয় হয়,
তব গুণকথা যেই গায়॥
আমরা অত্যল্পমতি, কি জানি তোমার স্তুতি,
না জানেন ব্রহ্মা হরি হর।
পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে, চিরকাল মনঃস্বাস্থ্যে,
নির্ভয়েতে করিল আশ্রয়॥
দুর্য্যোধন কুরুমণি, পাশায় সর্ব্বস্ব জিনি,
সবারে পাঠায় বনবাসে।
দেখি দুষ্ট দুরাচার, মানি সবে পরিহার,
নিবাস করিনু এই দেশে॥
চিরকাল আছি আশে, পাণ্ডব আসিবে দেশে
পুনরপি যাইব তথায়।
আহা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠির, ভীম পার্থ নহে স্থির,
না দেখিয়া তোমা সবাকায়॥
তোমা সবা বিনা কায়, দেখিবারে মা যুয়ায়
পুত্রবৎ করিতে পালন॥
স্মরি পাণ্ডুপুত্রগণ, ব্রহ্মবাসী প্রজাগণ,
মহাশোকে হৈল অচেতন॥
তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
কহিতে লাগিলেন তখন।
শোক না করিহ আর, যাও সবে নিজাগার,
শীঘ্র হবে পাণ্ডব দর্শন॥
হইয়া পাণ্ডব দূত, বুঝাইতে কুরুসুত,
যাই আমি হস্তিনা ভুবনে।
পাণ্ডবের রাজ্যবাড়ী, যদি নাহি দেয় ছাড়ি,
দুর্য্যোধন আমার বচনে॥
রুষিবে পাণ্ডবগণ, বলে লবে রাজ্যধন,
কুরুবংশ করিয়া বিনাশ।
এত বলি নারায়ণ, আশ্বাসিয়া প্রজাগণ,
সেই দিন তথা করি বাস॥
বিচিত্র ভারত-কথা, ব্যাস বিরচিত গাথা,
শুনিলে অধর্ম্ম হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত, হেতু সুজনের প্রীত,
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

---

### হস্তিনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত।

মুনি বলে শুন কুরুবংশ চূড়ামণি।
ব্রহ্মদেশে রাত্রি বঞ্চি দেব চক্রপাণি॥
প্রাতঃকৃত্য নিবর্ত্তিয়া অরোহিয়া রথে।
মেলান মাগিয়া চলিলেন হস্তিনাতে॥
বিচিত্র মন্দির পথে পথে নানা বাস।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দেব শ্রীনিবাস॥
কোনখানে মুনিগণে বেদ উচ্চারয়।
কোনখানে বাদ্যকর সুবাদ্য বাজায়॥
নগরের প্রজাগণ দিব্য বেশ ধরি।
চতুরঙ্গ দলে বসিয়াছে সারি সারি॥

দেখিয়া কহেন কৃষ্ণ ডাকি সাত্যকিরে ।
পূর্ব্বমত হইবেক দেখি হস্তিনারে ॥
দ্বিতীয় ইন্দ্রের পুর দেখি সুশোভন ।
বড়ই ধর্ম্মাত্মা দেখি হেথা প্রজাগণ ॥
বুঝি এবে ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মে মতি দিল ।
সে কারণে মহোৎসব গীত আরম্ভিল ॥
সাত্যকি বলিল নহে ধর্ম্মের কারণ ।
তোমার পরীক্ষা করিতেছে দুর্য্যোধন ॥
লোকমুখে শুনি ভক্তাধীন জনার্দ্দন ।
পাণ্ডবের বশ তেঁই ভক্তির কারণ ॥
ভক্তিতে পাণ্ডব বশ করিয়াছে তাঁরে ।
আমি ভক্তি করি দেখি এবে কিবা করে ॥
এমত মন্ত্রণা করি যত কুরুগণ ।
যজ্ঞ মহোৎসব করিয়াছে আরম্ভণ ॥
এত শুনি হাসি হাসি কহে দামোদর ।
আমার কপট ভক্তি নহে প্রীতিকর ॥
বিড়ম্বিলে মোরে সেই নিজে বিড়ম্বিবে ।
এই দোষে যমঘরে অবিলম্বে যাবে ॥
এত বলি জগন্নাথ করিয়া প্রস্থান ।
নগর মধ্যেতে উত্তরিলেন শ্রীমান ॥
কৃষ্ণ আগমন শুনি কৌরবের পতি ।
আগু বাড়াইয়া গিয়া আনে শীঘ্রগতি ॥
চতুরঙ্গ দলে গিয়া বীর দুঃশাসন ।
আগু বাড়াইয়া শীঘ্র আনে নারায়ণ ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণে আনিল সভাতে ।
যথাযোগ্য স্থানে সবে দিলেন বসিতে ॥
ভক্তি করি দুর্য্যোধন রত্নসিংহাসনে ।
সভামধ্যে বসাইল দেব নারায়ণে ॥
যত দ্রব্য আহরণ করে দুর্য্যোধন ।
গোবিন্দের অগ্রে ল'য়ে দিল সেইক্ষণ ॥
অশ্রদ্ধায় যত দ্রব্য করে সমর্পণ ।
কোন দ্রব্য না নিলেন তার নারায়ণ ॥
প্রসঙ্গ করিয়া কহিলেন জনার্দ্দন ।
আজি কোন' দ্রব্যে মম নাহি প্রয়োজন ॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের বাসে ।
কালি রাজা মম পূজা করিও বিশেষে ॥

এত বলি সভা হ'তে উঠি নারায়ণ ।
সাত্যকির হাত ধরি করেন গমন ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা উঠি সভা হৈতে ।
কর্ণ দুঃশাসন মাতুলেরে নিল সাথে ॥
অন্দরে আমত্য সহ বসি দুর্য্যোধন ।
যুক্তি করে কি উপায় করিব এখন ॥
পাণ্ডবের পক্ষে দেখি দেব নারায়ণ
পাণ্ডবের গতি কৃষ্ণ পাণ্ডব-জীবন ॥
কৃপা করি বান্ধ এবে রাখ শ্রীনিবাস ।
দন্ত উপাড়িলে যেন ভুজঙ্গ নিরাশ ॥
কৃষ্ণ বিনা মরিবেক পাণ্ডু-অঙ্গজনু ।
জলহীন মৎস্য যেন নাহি ধরে তনু ॥
দুঃশাসন বলে যুক্তি নিল মোর মন ।
গোবিন্দেরে রাখ রাজা করিয়া বন্ধন ॥
বলিকে বান্ধিয়া যথা ইন্দ্র রাজ্য করে ।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি যে অন্তরে ॥
শকুনি বলিল যুক্তি নিল মোর মন ।
এই কর্ম্মে সব সুখ দেখি যে রাজন ॥
পূর্ব্বাপর শাস্ত্রমত আছে হেন নীত ।
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিতে উচিত ॥
তোমার পরম শত্রু পাণ্ডুর নন্দন ।
তার অনুগত হয় দেব নারায়ণ ॥
তারে বন্দি করা দোষ নাহিক ইহাতে ।
বন্ধন করিয়া কৃষ্ণে রাখহ ত্বরিতে ॥
কর্ণ বলে ভাল বলে গান্ধারীনন্দন ।
এই কর্ম্মে তব সুখ হইবে রাজন ॥
পাণ্ডবের পক্ষ হবে যত যদুগণ ।
গোবিন্দ বিচ্ছেদে সবে করিবেক রণ ॥
যাহা হৌক তারা তব কি করিতে পারে ।
নিভৃতে বান্ধিয়া তুমি রাখ দামোদরে ॥
এতেক বলিল যদি রাধার নন্দন ।
কপট মন্ত্রণা করি আনন্দিত মন ॥
যত দৃঢ়ঘাতিগণ দ্বারেতে আছিল ।
নিভৃতে ডাকিয়া আনি সবারে কহিল ॥
কল্য কৃষ্ণ আসিবেন মোর অন্তঃপুরে ।
দ্বারকা যাবেন তিনি কহিয়া আমারে ॥

মহাপাশে শীঘ্র তাঁরে করিয়া বন্ধন।
রতনে রাখিবে তাঁরে করিয়া গোপন ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল দুষ্টমতিগণ।
হইল সানন্দ চিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥

———

বিদুরের গৃহে কুন্তীসহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন।

কহে জনমেজয় শুন তপোধন।
অতঃপর কিবা করিলেন নারায়ণ ॥
দুর্য্যোধন-সভা হতে উঠি হৃষীকেশ।
কিবা কর্ম্ম করিলেন কহ সবিশেষ ॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
কহিব পুরাণ কথা করহ শ্রবণ ॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ চলিলা সত্বরে।
দেখেন বিদুর নাহি আপনার ঘরে ॥
বিদুর বিদুর বলি ডাকেন শ্রীহরি।
বাহির হ'লেন কুন্তী শব্দ অনুসরি ॥
গোবিন্দ দেখিয়া কুন্তী আনন্দে পূরিল।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন হাতেতে পাইল ॥
আলিঙ্গিয়া শিরে চুম্বি কান্দে অবিশ্রাম।
দুই পায়ে ধরি কৃষ্ণ করেন প্রণাম ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আনি কুন্তী দিল সেইক্ষণে।
বসাইল গোবিন্দেরে কুশের আসনে ॥
গোবিন্দের আগে কুন্তী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মম সম ভাগ্যহীন নাহিক সংসারে ॥
আজন্ম দুঃখেতে মম দহিল শরীর।
এত কষ্টে পাপ আত্মা না হয় বাহির ॥
শিশুপুত্র রাখি স্বামী স্বর্গবাসে গেল।
পুত্রগণে এত কষ্ট চক্ষে না দেখিল ॥
ভাগ্যবতী সঙ্গে গেল মদ্রের নন্দিনী।
আমি সঙ্গে না গেলাম অধম পাপিনী ॥
দারুণ পাপিষ্ঠ খল রাজা দুর্য্যোধন।
বারে বারে যত দুঃখ দিলেক দুর্জ্জন ॥
বিষ খাওয়াল ভীমে মারিবার তরে।
ধর্ম্ম হতে রক্ষা পাইলেক বৃকোদরে ॥
অনন্তরে কপটতা করি পাপমতি।
অগ্নিগৃহ করি দিল করিবারে স্থিতি ॥
তাহাতে পাইল রক্ষা বিদুর কৃপাতে।
দ্বাদশ বৎসর দুঃখে ভ্রমিনু বনেতে ॥
ভিক্ষাতে যে করিলাম উদর পূরণ।
ক্ষত্র হ'য়ে করিলাম বিপ্র-আচরণ ॥
বহু কষ্ট পেয়ে তবে গেনু পাঞ্চালেরে।
পাঁচটি কুমার গেল ভিক্ষা অনুসারে ॥
আমার পুণ্যের ফল উদয় হইল।
সভামধ্যে লক্ষ্য বিন্ধি দ্রৌপদী পাইল ॥
পুত্রগণ পক্ষ রাজা দ্রুপদ হইল।
দিনকত তথা মাত্র সুখেতে বঞ্চিল ॥
অনন্তরে দেশে এলে খল কুরুপতি।
হরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থে দিলেক বসতি ॥
আপন ইচ্ছায় ভাগ দিল যেবা কিছু।
তাহাতে সন্তুষ্ট হৈল মোর পঞ্চ শিশু ॥
ধর্ম্মবলে বাহুবলে সঞ্চিল রতন।
পিতৃ-আজ্ঞা ল'য়ে যজ্ঞ করিল সাধন ॥
দেখিয়া বৈভব মোর দুষ্ট দুর্য্যোধন।
শকুনির সহ যুক্তি করিয়া দারুণ ॥
কপট পাশায় জিনি সর্ব্বস্ব লইল।
নিয়ম করিয়া বনবাসে পাঠাইল ॥
যে নিয়ম করে পুত্র সবার অগ্রেতে।
তাহাতে হইল মুক্ত ধর্ম্মবল হ'তে ॥
তপস্বীর বেশ ধরি মম পুত্রগণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিল ভ্রমণ ॥
এক সম্বৎসর অজ্ঞাতে কাটাইল।
এত কষ্ট দিয়া তবু দয়া না জন্মিল ॥
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য পাপিষ্ঠ না দিল।
যুদ্ধ করি মারিবেক এই সে হইল ॥
যুদ্ধ করিবারে চাহে মোর পুত্র সনে।
না জানি কপালে কিবা আছয়ে লিখনে ॥
এতেক বলিতে শোক বাড়িল অপার।
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে কুন্তী করি হাহাকার ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে কুন্তীর রোদন।

হাহা ভীম যুধিষ্ঠির, হাহা পুত্র পার্থবীর,
সহদেব নকুল তনয়।
রূপ গুণ শীলযুতা, হাহা বধূ পতিব্রতা,
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ রয়॥
দুর্গম বিষম বনে, সঙ্গে নিজ স্বামীগণে,
ভয়ানকে বঞ্চিলে কেমনে।
দারুণ পাপিষ্ঠ পশু, ব্যাঘ্র সর্প যত কিছু,
যক্ষ রক্ষ ভয়ানক স্থানে॥
তপস্বীর বেশধারী, যত জীব হিংসাকারী,
ভাগ্যে পুণ্যে না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফল হ'তে, রক্ষা হৈল রিপুহাতে,
ধর্ম্মবলে বাঁচিলে জীবনে॥
প্রাণের দোসর তুমি, নির্ভয় করিলে ভূমি,
সংহারিয়া রাক্ষস দুর্জ্জন।
হাহা পুত্র বৃকোদর, মম গোত্রে গোত্রধর,
হাহা পার্থ আমার জীবন॥
করিয়া খাণ্ডব দাহ, তুষ্ট কৈলে হব্যবাহ,
ইন্দ্রের ভাঙ্গিলে মহাভয়।
মহা উগ্র তপ করি, তুষ্ট কৈলে ত্রিপুরারি,
বাহুযুদ্ধে কৈলে পরাজয়॥
এইরূপে পুত্রগণ, মনে করি চতুর্গুণ,
কান্দে দেবী ভোজের নন্দিনী।
শোকাকুল অতি দীন, শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ,
মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল ধরণী॥
দেখি ব্যস্ত হ'য়ে হরি, তুলিলেন হাতে ধরি,
প্রবোধিয়া কহিছেন তাঁরে।
শোক ত্যজ পিতৃষ্বসা, গেল তব দুঃখদশা,
পুত্রগণ দুঃখ গেল দূরে॥
প্রসন্ন হইল কাল, ধর্ম্ম হবে মহীপাল,
আজি কালি হস্তিনানগরে।
আমারে করিয়া দূত, পাঠাইল ধর্ম্মসুত,
জানাইতে কৌরব-কুমারে॥
যদি নাহি শুনে বাণী, ক্রূরবুদ্ধি কুরুমণি,
যদি নাহি দেয় রাজ্যভার।
তবে তব পুত্র জয়, ক্রূরবুদ্ধি কুরুচয়,
সবংশেতে হইবে সংহার॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির, শীঘ্র যাও যদুবীর,
জননীরে কহিবে এমতি।
হবে দুঃখ অবসান, ধর্ম্ম রাখিবেন মান,
অচিরাৎ ঘুচিবে দুর্গতি॥
এত বলি জগৎপিতা, প্রবোধেন ভোজসুতা,
শুনি কুন্তী হৈল হৃষ্টমন।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা, ব্যাসবিরচিত গাথা,
কাশীরাম দাস বিরচন॥

---

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদুরের স্তব ও তাঁহার
গৃহে শ্রীকৃষ্ণের ভোজন।

কুন্তী কাছে বসিয়া ছিলেন নারায়ণ।
নানা কথা আলাপনে অতি হৃষ্টমন॥
সহসা বিদুর উপনীত নিজালয়।
কান্ধে হ'তে ভিক্ষাঝুলি ভূমিতে নামায়॥
গৃহে প্রবেশিতে দেখে দেবকীনন্দন।
কহে গদগদ স্বরে সজল লোচন॥
আমার ভাগ্যের কথা কহিতে না পারি।
কৃপা করি মম গৃহে আসিলে মুরারি॥
কোন্ দ্রব্য দিয়া আমি পূজিব তোমারে।
আছুক অন্যের কাজ অন্ন নাহি ঘরে॥
বড় ভাগ্যহীন আমি অধম বঞ্চিত।
ক্ষমিবে আমারে প্রভু দেখিয়া দুঃখিত॥
এত বলি দণ্ডবৎ হ'য়ে করে স্তুতি।
নমোনমঃ পূর্ণব্রহ্ম জগতের পতি॥
তুমি আদ্য তুমি অন্ত তুমি মধ্যরূপ।
সকল সংসার প্রভু তোমার স্বরূপ॥
নমো নমঃ আদি ব্রহ্ম মৎস্যরূপধর।
নমো নমো হয়গ্রীব নমস্তে ভূধর॥
নমস্তে বরাহ হিরণ্যাক্ষবিদারক।
নমো ভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রকুলান্তক॥
নমঃ কূর্ম্ম অবতার মন্দরধারণ।
নমস্তে মোহিনীরূপ অসুরমোহন॥

নমস্তে নৃসিংহরূপ দৈত্যবিনাশক।
নমস্তে প্রহ্লাদ প্রতি কৃপা-প্রকাশক॥
নমস্তে বামনরূপ বলিদ্বারে দ্বারী।
বাসুদেব নমো জয় নমস্তে মুরারি॥
ভবিষ্যতি অবতার নমো বৌদ্ধকায়।
নমঃ কল্কি অবতার ম্লেচ্ছবিনাশয়॥
কি জানি তোমার স্তুতি আমি হীনজ্ঞান।
ব্রহ্মা শিব আদি যাঁরে সদা করে ধ্যান॥
তুমি সে প্রকৃতিপর দেব নিরঞ্জন।
আত্মারূপে সর্ব্বভূতে তোমার গমন॥
শিষ্টের পালন কর দুষ্টের সংহার।
এই হেতু জগৎপতি নাম যে তোমার॥
কে বলিতে পারে তব গুণ অগোচর।
তোমার মহিমা বেদ শাস্ত্রের উপর॥
এরূপে বিদুর করে নানাবিধ স্তুতি।
প্রসন্ন হইয়া তারে কহেন শ্রীপতি।
পরম মহৎ তুমি সংসার ভিতরে।
তব তুল্য ধর্ম্মশীল নাহি চরাচরে॥
ভক্তবশ আমি থাকি ভক্তের অধীনে।
অধিক নাহিক প্রীতি ভক্তজন বিনে॥
মেরুতুল্য রত্ন যে অভক্ত জন দেয়।
তাহাতে আমার তুষ্টি কিঞ্চিৎ না হয়॥
অল্প বস্তু দেয় যদি ভক্তি পুরস্কারে।
তাহাতে যতেক তুষ্টি কে কহিতে পারে॥
শ্রীহরির স্নেহবাক্য বিদুর শুনিল।
প্রীতে অঙ্গ পুলকিত কহিতে লাগিল॥
কি দিয়া করিব তুষ্ট আমি অভাজন।
আপনার গুণে কৃপা কর নারায়ণ॥
কৃপার অধীন তুমি দয়ার সাগর।
কৃপা করি পদছায়া দেহ গদাধর॥
বিদুরের স্তবে তুষ্ট হ'য়ে নারায়ণ।
কৌতুকে কহেন পুনঃ কপট বচন॥
বিদুর সে সব কথা হইবে পশ্চাতে।
সম্প্রতি কাতর আমি অত্যন্ত ক্ষুধাতে॥
স্তবেতে কাহার কবে পূরিল উদর।
খাদ্যবস্তু আন কিছু জুড়াক অন্তর॥
স্নান করি বসিয়াছি বিনা জলপানে।
যে কিছু আছয়ে শীঘ্র আন এইখানে॥
শুনিয়া বিদুর গৃহে করিল প্রবেশ।
তণ্ডুলের খুদমাত্র আছে অবশেষ॥
তাহা আনি দিল পদ্মাবতি পদ্মাকরে।
পদ্মা সহ পদ্মাপতি বান্ধিল অন্তরে॥
সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ করেন ভক্ষণ।
বিদুর লজ্জিত হ'য়ে না মেলে নয়ন॥
পুনশ্চ বিদুর কহে দেব দামোদরে।
আজ্ঞা কর যাই আমি ভিক্ষা অনুসারে॥
নগরে যে পাই ভিক্ষা অতিরিক্ত নয়।
এত শুনি হাসি কয় দৈবকীতনয়॥
ভিক্ষার কারণ বহু কৈলে পর্য্যটন।
পুনঃ যাবে ভিক্ষাতে না রুচে মম মন॥
যে কিছু পাইলে তাহা করহ রন্ধন।
সবে মেলি বাঁটিয়া তা করিব ভক্ষণ॥
শুনিয়া বিদুর আজ্ঞা দিলেন কুন্তীরে।
রন্ধন করিয়া কুন্তী দিলেন সত্বরে॥
সাত্যকি সহিত কৃষ্ণ বিদুরের বাসে।
ভোজনান্তে আচমন করিলেন শেষে॥
তাম্বুল নাহিক আনি দিল হরিতকী।
ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণ পরম কৌতুকী॥
বিদুর সাত্যকি আর দেব নারায়ণ।
ইষ্ট আলাপনে করিলেন জাগরণ॥
বিদুর বলেন দেব কর অবধান।
কি হেতু হস্তিনাপুরে তোমার প্রয়াণ॥
পাণ্ডবের দূত হ'য়ে এলে অভিপ্রায়ে।
ধর্ম্মনীতি বুঝাইতে গান্ধারী তনয়ে॥
তব বাক্য না রাখিবে কভু দুর্য্যোধন।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য না দিবে দুর্জ্জন॥
গোবিন্দ বলেন যাহা কহিলে প্রমাণ।
না করিবে সম্প্রীতে সে পাণ্ডব সম্মান॥
তথাপিও লোকধর্ম্মে তারিবার তরে।
ধর্ম্ম-আত্মা যুধিষ্ঠির পাঠাইল মোরে॥
পঞ্চ ভাই জন্যে মাগি লব পঞ্চগ্রাম।
এই হেতু আসিলাম দুর্য্যোধন ধাম॥

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে পৃথ্বি যদি ভাসে।
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
ইন্দ্র আদি দেব যদি তব পক্ষ হয়।
জিনিতে নারিবে তবু পাণ্ডুর তনয়॥
অপরাধ যে করিলে পাণ্ডব সদনে।
বিনয় করিয়া দোষ খণ্ডাও এক্ষণে॥
গলায় কুঠার বান্ধি দন্তে তৃণ করি।
শীঘ্রগতি যাও যথা ধর্ম্ম অধিকারী॥
যত ধন রাজ্য নিলে জিনিয়া পাশাতে।
তাহার দ্বিগুণ করি দেহ ত সাক্ষাতে॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্ম্ম আনি অভিষেক কর।
এই কর্ম্মে তব হিত দেখি কুরুবর॥
এতেক নারদ মুনি বলিল বচন।
বলিল পরশুরাম জানিয়া কারণ॥
ব্যাস বুঝাইল কত না শুনিল কাণে।
পৌলস্ত্য যে বুঝাইল বেদের বিধানে॥
অনন্তরে বুঝাইল যত সভাজন॥
কার' বাক্য না শুনিল গান্ধারীনন্দন॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে ধৃতরাষ্ট্র বলে।
কালেতে কুবুদ্ধি ফল দুর্য্যোধনে ফলে॥
সে কারণে কার' বাক্য না শুনে শ্রবণে।
এত শুনি মৌন হ'য়ে রহে সভাজনে॥
অদৃষ্ট মানিয়া তবে অম্বিকানন্দন।
নিশ্বাস ছাড়িয়া হেঁট করিল বদন॥
পুনরপি হাস্যমুখে বলে নারায়ণ।
জানিলাম দুর্য্যোধন তোমার যে মন॥
অবশেষে বলিলেন যদুবংশপতি।
কহি অবধানে শুন কুরুবংশপতি॥
অর্দ্ধ রাজ্য ছাড়ি যদি না দিবে রাজন।
তোমার অধীন হৈল পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পঞ্চ গ্রাম ছাড়ি দেহ পঞ্চ পাণ্ডবকে।
সকল পৃথিবী ভোগ তুমি কর সুখে॥
ইন্দ্রপ্রস্থ বারণাবত আর কুশস্থল।
পাণ্ডব নগর আর সিদ্ধি গ্রামবল॥
এই পঞ্চগ্রাম ছাড়ি দেহ পাণ্ডবেরে।
দ্বন্দ্বে কার্য্য নাহি রাজা কহিনু তোমারে॥
পঞ্চ গ্রাম দিয়া শান্ত কর পঞ্চ জন।
পৌরুষ বৈভব যদি চিন্তহ রাজন॥
উভয় কুলের আমি সদা চিন্তি হিত।
মম বাক্যে পাণ্ডুপুত্রে করহ সংপ্রীত॥
বনে বনে ভ্রমে পাণ্ডবেরা পঞ্চজন।
বলহীন কিছুমাত্র ধরয়ে জীবন॥
যুদ্ধে অসমর্থ তারা নারিবে জিনিতে।
না হয় উচিত জ্ঞাতি হনন করিতে॥
জ্ঞাতিবধ মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে গণি।
সে কারণে উপেক্ষা না কর নৃপমণি॥
এতেক বলিল যদি দেব জগৎপতি।
মহাক্রোধ চিত্তে কহিছেন কুরুপতি॥
মহাক্রোধ নিবারিয়া উঠে সভা হতে।
গোবিন্দে চাহিয়া তবে লাগিল কহিতে॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব আমি॥
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি না হবে খণ্ডন।
পশ্চিমে উদয় যদি হয় ত তপন॥
আকাশ পড়য়ে ভূমে পৃথ্বি জলে ভাসে।
দিনকর তেজে যদি সপ্তসিন্ধু শোষে॥
যোগী যোগ ত্যজে ধ্যান ত্যজে পঞ্চানন।
গায়ত্রীবিহীন যদি হয় দ্বিজগণ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম না হবে খণ্ডন।
পাণ্ডবেরে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন॥
এত শুনি মৌনী হ'য়ে রহে লক্ষ্মীপতি।
বলেন ক্ষণেক পরে ধৃতরাষ্ট্র প্রতি॥
দূত হ'য়ে আসিলাম দুই কুল হিতে।
শুনিনু অদ্ভুত কথা বিদুর মুখেতে॥
কোন্ দোষ করিলাম শুনহ রাজন্।
আমারে বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন॥
কে কারে বান্ধিতে পারে দেখ বিদ্যমানে।
ক্ষমা করি শুধু মাত্র চাহি তোমা পানে॥
ক্ষুদ্র মৃগে মারে যথা কেশরী প্রচণ্ড।
নাগেরে গরুড় যথা করে খণ্ড খণ্ড॥
সেইরূপ দেখি আমি যত কুরুগণে।
মুহূর্ত্তে মারিতে পারি যদি করি মনে॥

তোমার অপেক্ষা হেতু ক্ষমিয়াছি আমি।
হ কেন পাণ্ডবেরা ভ্রমে বনভূমি ॥
ত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসে নারায়ণ।
সিতে হাসিতে হৈল আরক্ত লোচন ॥
তিক্রোধে কলেবর দেখি লাগে ভয়।
বমায়া সৃজিলেন দেব দয়াময় ॥
জ অঙ্গে দেখালেন এ তিন ভুবন।
ব্যচক্ষু সব জনে দেন নারায়ণ ॥
ব্যচক্ষু পেয়ে তবে একদৃষ্টে চায়।
তক দেখিল তাহা কহনে না যায় ॥
বতা তেত্রিশ কোটি দেখে অঙ্গদেশে।
ভিপদ্মে দেখে ব্রহ্মা আছে সবিশেষে ॥
রদ বক্ষেতে শোভে দেব তপোধন।
য়নে দেখয়ে একাদশ রুদ্রগণ ॥
নপঞ্চাশৎ বায়ু অশ্বিনীকুমার।
নন্ত বাসুকী আদি যত নাগ আর ॥
বিন্দের পুরোভাগে করে নানা স্তুতি।
বে আর নানাবিধ দেখয়ে বিভূতি ॥
বর জঙ্গম দেখে যত দেহিগণ।
বিন্দের অঙ্গে দেখে এ তিন ভুবন ॥
শ্বরূপ নিরখিয়া সবে মূর্চ্ছা গেল।
বিন্দের অগ্রে সবে কহিতে লাগিল ॥
তের কর্ত্তা তুমি জগতের পতি।
জন পালন তুমি সংহার মূরতি ॥
র মহিমা তব বেদে অগোচর।
রূপ সম্বরহ দেব গদাধর ॥
ইরূপে স্তুতি কৈল যত মুনিগণ।
র দ্রোণ কৃপ আদি যতেক সুজন ॥
তবশে প্রসন্ন হইলে জগৎপতি।
শ্বরূপ মায়া ছাড়িলেন সে বিভূতি ॥
র্য্যোধনে পুনরপি বুঝাইল সবে।
র বাক্য দুর্য্যোধন নাশুনিল যবে ॥
ভা হতে উঠি তবে চলে সর্ব্বজন।
স্থানে গেল তবে যত মন্ত্রিগণ ॥
ত্যকিরে হাতে ধরি চলেন শ্রীহরি।
দ্রব্য দিয়াছিল কুরু অধিকারী ॥

কিছু দ্রব্য না নিলেন হ'য়ে ক্রোধমন।
শীঘ্রগতি করিলেন রথে আরোহণ ॥
বিস্ময় মানিল ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
অনর্থ হইল বলে ভীষ্ম মহামতি ॥
মৌনভাবে রহিলেন অম্বিকানন্দন।
কুন্তীর নিকটে কৃষ্ণ করেন গমন ॥
সম্ভাষি সবারে পরে কুন্তীরে নমিয়া।
বহু কথা কহিলেন নিকটে বসিয়া ॥
যাবৎ বৃত্তান্ত সব কহিলেন তাঁকে।
চলিলেন চক্রপাণি সম্ভাষি সবাকে ॥
পথে কর্ণ সহ মিলিলেন জনার্দ্দন।
কর্ণের সহিত হৈল রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি।
তুমি কর্ণ মহাবীর কুন্তীর সন্ততি ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির তুমি সহোদর।
আপনা না চিন কর্ণ তুমি কি বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িয়াছ করিয়াছ দান।
ব্রাহ্মণ-সভাতে করে তোমার ব্যাখান ॥
তোমার কনিষ্ঠ পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় ভাগ্যে পাই ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অভিমন্যু আদি।
পূজিবে ভৃত্যের সম তোমা নিরবধি ॥
নকুল অর্জ্জুন সহদেব ভীম বীর।
তব পদ ধোয়াইবে রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তব অভিষেক।
রাজকন্যা সেবিবে যে দেখিবে প্রত্যেক ॥
ছয় জনে দ্রৌপদীরে করিবে সেবন।
অগ্নিহোত্র করিবেক ধৌম্য তপোধন ॥
তোমারে সিঞ্চিবে আজি চারিবেদী।
পাণ্ডবের পুরোহিত কুশলসংবাদী ॥
যুবরাজ হবে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর ল'য়ে বিচিত্র শরীর ॥
মস্তকে ধরিবে ছত্র বীর বৃকোদর।
রথের সারথি হবে পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
সুধীর শিখণ্ডী তব হবে আগুসার।
এ সব বচন কর্ণ ধরিবে আমার ॥

বৃষ্ণিবংশ ল'য়ে তব পিছে যাব আমি।
এ সব সম্পদ কর্ণ ভোগ কর তুমি॥
বলিলেন এই মত নিজে দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥
সূত মোরে পেয়ে পালে আপনার ঘরে।
আমারে পুষিল রাধা যত্ন পুরঃসরে॥
স্তন দিয়া পুষিলেন জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বলোকে বলে মোরে রাধার নন্দন॥
ধর্ম্মেতে পাণ্ডব সুত কুন্তীগর্ভজাত।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবে এ সব বৃত্তান্ত॥
অনুরোধ করিবেন ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুনঃ সর্ব্বথা না যাব দামোদর॥
আমি যদি পাই রাজ্য দিব দুর্য্যোধনে।
সত্যভঙ্গ তথাপি না করি লয় মনে॥
দুর্য্যোধন কৈল মোরে বিস্তর পোষণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ॥
তের বৎসর ভুঞ্জিলাম রাজ্য আদি সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদেতে নাহি কোন দুঃখ॥
করিব নিতান্ত রণ অর্জ্জুন সহিত।
প্রতিজ্ঞা করিনু সর্ব্ব কৌরব বিদিত॥
যদ্যপি জানি যে আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে দুর্য্যোধন হইবেক ক্ষয়॥
অর্জ্জুনের হাতে হবে আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণে মারিবেক দ্রুপদনন্দন॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র এই শত সহোদর।
পাঠাবে শমন-ঘরে বীর বৃকোদর॥
তথাপিও না ত্যজিব রাজা দুর্য্যোধনে।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালনে॥
আপনি জানহ কৃষ্ণ সকল রহস্য।
সকল কৌরব নাশ হইবে অবশ্য॥
যেখানে তোমার নাম সেইখানে জয়।
ইথে অন্যমত নাহি শুন মহাশয়॥
যথা কৃষ্ণ তথা জয় জানি যে সর্ব্বথা।
আমার প্রতিজ্ঞা নষ্ট না হইবে তথা॥
কেবল নিমিত্তভাগী এই তিনজন।
দুঃশাসন দুর্য্যোধন সুবলনন্দন॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
মরিবে পাণ্ডব-হাতে কৌরব অধম॥
পাণ্ডবের হৈবে জয় কুরু পরাজয়।
অবিলম্বে জনার্দ্দন হইবে নিশ্চয়॥
মঙ্গল না দেখি কৌরবের কাজে।
উৎপাত অদ্ভুত দেখি গ্রহগণ মাঝে॥
গগনেতে উল্কাপাত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পিতা হয় দেখি বিপরীত॥
ভয়ানক শব্দ করি কান্দে অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ খসি পড়ে যত রথধ্বজ॥
গৃধ্র পক্ষী কাক বক মুষিক সঞ্চান।
কৌরবের পাছে পাছে দেখি বিদ্যমান॥
মাংস আর রক্তবৃষ্টি ঊর্দ্ধ বহে বাত।
কৌরবগণের মৃত্যু দেখি জগন্নাথ॥
দুঃস্বপ্ন দেখিনু আমি শুন নারায়ণ।
অমৃত পায়স ভুঞ্জে পাণ্ডুপুত্রগণ॥
পৃথিবী প্রসবে ধর্ম্ম দেখিয়া এমন।
পর্ব্বতে উঠিয়া ভীম করে মহারণ॥
ধবল কবচ গায় দেখি সুশোভন।
পুষ্পমালা গলে শোভে ধবল বসন॥
হাতেতে ধবল ছত্র নামি সরোবর।
স্বপ্ন আমি দেখিলাম শুন দামোদর॥
পাণ্ডব হইল জয়ী কুরু পরাজয়।
অচিরে হইবে কৃষ্ণ নাহিক সংশয়॥
এত বলি কর্ণ বীর করিল গমন।
প্রেমরূপে গোবিন্দেরে দিল আলিঙ্গন॥
কর্ণ বীর গেল যদি আপন ভবন।
সৈন্যগণ সহ চলিলেন জনার্দ্দন॥
নানাবাদ্য কোলাহলে চলেন ত্বরিত।
বিরাটনগরে হইলেন উপনীত॥
হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্ব গুণধাম।
পুরুষোত্তম নন্দন মুখটী অভিরাম॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজ-পাদপদ্মে॥

ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সনৎ সুজাত মুনির আগমন।

সভা হতে উঠি তবে চলে নারায়ণ।
দুর সহিত মাত্র রহিল রাজন॥
গুবের ভয়ে অন্ধ চিন্তানলে জ্বলে।
সিল সনৎসুজাত মুনি হেনকালে॥
ঘ্রে বিদুর তবে উঠি সেইক্ষণে।
বৎ করি দিল বসিতে আসন॥
ন্ধকে বিদুর জানাইল সেইক্ষণে।
সিল সনৎসুজাত তব দরশনে॥
নি অন্ধ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি।
দ্য অর্ঘ্য আনাইয়া দিল শীঘ্রগতি॥
ষ্ট হ'য়ে আসনেতে ব'সে তপোধন।
হিতে লাগিল তবে অম্বিকানন্দন॥
পাত্মা কুবুদ্ধি মোর দুর্য্যোধন সুত।
হ বাঞ্ছয়ে সদা পাণ্ডব সহিত॥
ণ্ডুপুত্র কভু সেই অহিত না করে।
তক দারুণ কষ্ট দিল বারে বারে॥
ল ক্ষমিল তারা আমার কারণ।
পাপিণ্ড তারে নাহি দেয় রাজ্যধন॥
গুবের দূত হ'য়ে বুঝাইল হরি।
র বাক্য না শুনিল মহাপাপকারী॥
াইল মুনিগণ না শুনিল কাণে।
ষ্ম দ্রোণ আদি মম যত পুরজনে॥
র' বাক্য না শুনিল দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পনি তাহারে কিছু বল তপোধন॥
জ্ঞান কহি তারে করহ সুমতি।
গুবেরে ছাড়ি যেন দেয় বসুমতী॥
নিয়া সনৎসুজাত কহেন তখন।
মণি উঠে যদি পশ্চিম গগন॥
পি পাণ্ডব সহ নাহি হবে প্রীতি।
বির কাহিনী শুন কহি শাস্ত্রনীতি॥
ল অসুরে যবে পৃথিবী পূরিল।
যজ্ঞ গো ব্রাহ্মণ সকল হিংসিল॥
াতে পূরিল ক্ষিতি ধর্ম্ম হৈল ক্ষয়।
য়া পৃথিবী বড় মনে পেয়ে ভয়॥

ব্রহ্মার সাক্ষাতে গিয়া করিল গোহারী।
হিংসকের ভার আর সহিতে না পারি॥
মায়াতে জন্মিয়া জীব করে অহঙ্কার।
মোর রাজ্য মোর ধন মোর পরিবার॥
মরিলে সম্বন্ধ দেখ নাহি কার সনে।
আমারে হিংসয়ে লোক আপনা না জানে॥
কার' বাধ্য নহি আমি কার' আপ্ত নহি।
কীট পক্ষী নর বৃক্ষ সবাকারে বহি॥
আমাতে জন্মিয়া সুখে আমাতে বিহরে।
আমাতে জন্মিয়া জীব আমাতেই মরে॥
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমি সবাকার।
তবে অবিচারে হিংসা করে দুরাচার॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম মনে নাহি জানে।
আমার আমার বলি মরে অজ্ঞ জনে॥
সৃষ্টির রক্ষণ নাহি করিলে আপনে।
প্রলয় অসুর ব্যাপ্ত হইল এখনে॥
বহিতে না পারি আর অসুরের ভর।
প্রবেশিয়া পাতালেতে যাই আজ্ঞা কর॥
পৃথিবীর স্তবে তুষ্ট হ'য়ে পদ্মাসন।
হরির নিকটে গিয়া করেন স্তবন॥
নমঃ আদি অন্তহীন নিত্য সনাতন।
তোমার আজ্ঞায় সৃষ্টি হইল সৃজন॥
হেন সৃষ্টিনাশ করে অসুর প্রবল।
সহিতে না পারে ক্ষিতি যায় রসাতল॥
উপায়ে উদ্ধার কর ব্রহ্ম সনাতন।
এইরূপে নানা স্তুতি কৈল পদ্মাসন॥
স্তুতিবশে সুপ্রসন্ন হ'য়ে জগন্নাথ।
দিব্যরূপ হইলেন ব্রহ্মার সাক্ষাৎ॥
সাক্ষাতে দেখিল হরি কমল-আসন।
দণ্ডবৎ করি পুনঃ করিল স্তবন॥
গোবিন্দ কহেন ভয় না করিহ আর।
তোমার বচনে আমি হৈব অবতার॥
চারিযুগে চারি অংশে অবতার করি।
যতেক অসুরগণে ফেলিব সংহারি॥
এত বলি নিজ স্থানে যান নারায়ণ।
শুনি ব্রহ্মা চলিলেন হ'য়ে হৃষ্টমন॥

সান্ত্বাইয়া পৃথিবীরে বলিল বচন।
অচিরাৎ তব দুঃখ হইবে মোচন ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া প্রভু কহিল আমারে।
অবতার হ'য়ে সব মারিব অসুরে ॥
অচিরাৎ তব ভার করিব মোচন।
যুগে যুগে অবতার হ'য়ে নারায়ণ ॥
শুনিয়া পৃথিবী হৈলা আনন্দিতা মনে।
প্রণমি ব্রহ্মারে তবে গেল নিজ স্থানে ॥
অঙ্গীকার পালিবারে দেব দামোদর।
প্রথমে ধরেন প্রভু মৎস্য-কলেবর ॥
বেদ উদ্ধারিয়া হয়গ্রীব বিনাশন।
তৎপরে বরাহমূর্ত্তি ধরি নারায়ণ ॥
ধরণী উদ্ধারি মারি হিরণ্যাক্ষ বীরে।
নৃসিংহাবতার হইলেন অতঃপরে ॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্যে করেন নিধন।
অনন্তরে কূর্ম্মরূপ হন নারায়ণ ॥
মন্দর ধরিয়া করি সমুদ্র মন্থন।
নারীরূপে করিলেন অসুর মোহন ॥
ধরিয়া বামনরূপ দেব তার পর।
বলির মত্ততা নাশিলেন দামোদর ॥
নাগপাশে বান্ধি তারে রাখি রসাতলে।
নিজ অধিকার দেন যত দিক্‌পালে ॥
সত্যযুগে হইলেন এই অবতার।
অসুরের অহঙ্কার হৈল ছারখার ॥
ত্রেতাযুগে ক্ষত্রে সব পৃথিবী পূরিল।
ভৃগুবংশে তাঁর অংশে অবতার হৈল ॥
পৃথিবীর ক্ষত্রগণ করিল সংহার।
রামরূপে পুনরপি হৈল অবতার ॥
দারুণ রাক্ষস মারিলেন দশাননে।
কৃষ্ণ অবতার প্রভু হ'লেন এক্ষণে ॥
বকাসুর কংস আর পুতনা রাক্ষসী।
জরাসন্ধ রাজা আর শিশুপাল কেশী ॥
অবহেলে বধিলেন এ সব অসুরে।
অবশেষ যত মারিবেন সবাকারে ॥
বিশ্বের কারণ সেই পালন সৃজন।
যেই সৃজে সেই পালে করে সম্বরণ ॥
তার বশ দেখ এই এ তিন ভুবন।
ভেদবুদ্ধি করাবার তিনিই কারণ ॥
তাঁহার বিষম মায়া কে বুঝিতে পারে।
অন্যের বাড়ান ক্রোধ অন্যেরে সংহারে
অদৃষ্টে যাহার যেই আছয়ে লিখন।
বিধাতার শক্তি নাহি করিতে খণ্ডন ॥
পৃথিবীর ক্ষত্র নাশ হইবে অবশ্য।
চিত্তে ক্ষমা দেহ রাজা শুনহ রহস্য ॥
যদুবংশে দেখ যত যত ক্ষত্রগণ।
অন্যে অন্যে ভেদ করি হইবে নিধন ॥
দ্বাপর যুগের রাজা হৈল অবশেষ।
ক্ষত্র ক্ষয় হ'তে হবে জানিনু বিশেষ ॥
ভবিষ্যত অবতার হবে কলিশেষে।
যদুকুল নিরমূল হবে অবশেষে ॥
এ সব জানিয়া সবে ধর্ম্মে দেহ মন।
পরলোক হেতু চিন্ত ঈশ্বর-চরণ।
নানা যজ্ঞ ধর্ম্ম কর্ম্ম কর অবিরত।
এ বিনা উপায় নাহি কহিনু নিশ্চিত ॥
এত বলি সনৎসুজাত সে তপোধন।
আপন আশ্রম প্রতি করিল গমন ॥
চিত্তেতে প্রবোধ পেয়ে অন্ধ নরপতি।
ক্ষমা দিয়া মৌনভাবে রহে মহামতি ॥
বিদুর চলিয়া গেল আপন ভবন।
কহিলাম মহারাজ কথা পুরাতন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরে।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসারে ॥

---

পাণ্ডব সভায় শ্রীকৃষ্ণের আগমন ও সসৈ
পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রে গমন।

মুনি বলে অবধান শুনহ রাজন।
সভা করি বসিয়াছে ভাই পঞ্চজন ॥
হেনকালে উপনীত হন নারায়ণ।
কৃষ্ণে দেখি সম্ভ্রমে উঠেন পঞ্চজন ॥

বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞাসেন তাঁয় ।
কি কার্য্য করিলে কৃষ্ণ কুরুর সভায় ॥
বিবরিয়া সব কথা কহ নারায়ণ ।
এত শুনি হাসিমুখে কহে জনার্দ্দন ॥
বড় নরাধম অরি রাজা দুর্য্যোধন ।
কাহার' বচন নাহি শুনিল কখন ॥
তোমার বিভাগ দিতে সবে বুঝাইল ।
কার' বাক্য দুর্য্যোধন কর্ণে না শুনিল ॥
অবশেষে আমি বহু কহিলাম তায় ।
তথাপি উচিত ভাগ নাহি দিতে চায় ॥
পঞ্চখানি গ্রাম কহিলাম ছাড়ি দিতে ।
শুনি সভা হৈতে উঠি গেল সে ক্রোধেতে ॥
ঘন ঘন হাত নাড়ি কহিল সভায় ।
সাবধানে শুন কৃষ্ণ কহি যে তোমায় ॥
তীক্ষ্ণ সূচি অগ্রে ভূমি আচ্ছাদয়ে যত ।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবেরে নাহি দিব তত ॥
নিশ্চয় হইবে যুদ্ধ না হয় খণ্ডন ।
ইহার বিধান তবে করহ রাজন ॥
এতেক শুনিয়া তবে পাণ্ডুর নন্দন ।
ক্রোধেতে অবশ অঙ্গ কাঁপে ঘন ঘন ॥
ক্ষণে ক্রোধ নিবারিয়া কহেন রাজন ।
মৃত্যুপথ দুর্য্যোধন করিল সৃজন ॥
শুন বীর ধনঞ্জয় সহদেব বীর ।
শুনহ নকুল আর সত্যকি সুধীর ॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাশয় ।
জয়সেন আদি যত ভোজের তনয় ॥
যুদ্ধের সময় হৈল স্থির কর বুদ্ধি ।
সাবধানে কর সবে মম কার্য্যসিদ্ধি ॥
শুনি অঙ্গীকার করিলেন বীরগণ ।
প্রাণপণে তব আজ্ঞা করিব পালন ॥
কণ্ঠেতে যাবৎ প্রাণ সবার আছয় ।
তাবৎ করিব যুদ্ধ শুন মহাশয় ॥
বীরগণ বাক্য তবে শুনি নরপতি ।
সহদেবে ডাকি আজ্ঞা দিল মহামতি ॥
শুভযাত্রা দেখ ভাই যাব কুরুক্ষেত্র ।
সৈন্যগণে সাজিবারে বলহ একত্র ॥
সহদেব বলে রাজা আজি শুভক্ষণ ।
পঞ্চমী দিবার আজি নক্ষত্র উত্তম ॥
আজি যাত্রা করিবারে হয় ত উচিত ।
আজ্ঞা কৈলে করি যত সৈন্য সমাহিত ॥
এত শুনি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের নন্দন ।
সৈন্য সেনাপতি শীঘ্র করহ সাজন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চারি সহোদর ।
সৈন্য সেনাপতিগণ সাজিল বিস্তর ॥
পঞ্চ কোটি সহস্র শতেক মহাবলী ।
বহু কোটি শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সাজে সেনাপতি ॥
কোটি কোটি অশ্ব আর পত্তি অগণন ।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিল সাজন ॥
ঘটোৎকচ বীর আসে পেয়ে সমাচার ।
দু-কোটি রাক্ষস হয় যার পরিবার ॥
চতুরঙ্গ দল বল সাজে অগণন ।
এইমত পাণ্ডুসৈন্য করিল সাজন ॥
শূন্যে দেবগণ করে জয় জয় ধ্বনি ।
অতি শুভক্ষণে চলে পাণ্ডববাহিনী ॥
তিনদিনে আসে পথ শতেক যোজন ।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
গড় দেখি পঞ্চ ভাই হইলেন প্রীত ।
যুদ্ধের সামগ্রী দেখিলেন অপ্রমিত ॥
আত্মবর্গ যত আসে রাজরাজেশ্বরে ।
সাত্যকিরে বলে অভ্যর্থনা করিবারে ॥
সাত্যকি চলিল আজ্ঞামাত্র বিচক্ষণ ।
সমাবেশ করে ক্রমে সব সৈন্যগণ ॥
যথাযোগ্য বসিতে সবারে দিল ক্ষিতি ।
নানা দ্রব্য উপহার দিল মহামতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান ।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

---

কুরুসৈন্যের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা ।

মুনি বলে শুন রাজা শ্রীজন্মেজয় ।
কুরুক্ষেত্রে আসিলেন পাণ্ডুর তনয় ॥
সাত অক্ষৌহিণী সেনা করিয়া সাজন ।
রহেন উত্তর ভাগে সিংহের গর্জ্জন ॥

চর আসি দুর্য্যোধনে করে নিবেদন।
কুরুক্ষেত্রে সাজি আসে পাণ্ডুপুত্রগণ ॥
শুনিয়া নৃপতি আজ্ঞা দিল দুঃশাসনে।
শীঘ্রগতি ডাকি আন যত সভাজনে ॥
রণসজ্জা কর আসিয়াছে শত্রুগণ।
শুভযাত্রা দেখি সৈন্য করহ গমন ॥
পাইয়া রাজার আজ্ঞা বীর দুঃশাসন।
দৈবজ্ঞ আনিয়া দিন করিল গণন ॥
রাজারে কহিল তবে বীর দুঃশাসন।
তৃতীয় প্রহরে যাত্রা দিন শুভক্ষণ ॥
সাজিবারে আজ্ঞা দিল যত সৈন্যগণ।
জয় শব্দ করে যত সৈন্য হৃষ্টমন ॥
অসংখ্য সাজিল রথী লিখিতে না পারি।
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ যত সাজিল দুধারি ॥
গজ বাজী পত্তি সাজে রথ অগণন।
সমুদ্র সমান সৈন্য সাজে কুরুগণ ॥
ধ্বজ ছত্র পতাকায় ঢাকিল আকাশ।
বাসুকি সৈন্যের ভরে পায় বড় ত্রাস ॥
টলমল করে পৃথ্বী যায় রসাতলে।
প্রলয় কালেতে যেন সমুদ্র উথলে ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী কারিল সাজন।
পঞ্চ শত ক্রোশ যুড়ি রহে সৈন্যগণ ॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা আনি সভাজনে।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ পৃষতনন্দনে ॥
জয়দ্রথ সোমদত্ত ভগদত্ত বীর।
পঞ্চ ভাই ত্রিগর্ত্ত সহিত নৃপতির ॥
শল্য মদ্রেশ্বর আর সুশর্ম্মা নৃপতি।
সবারে বিনয় করি কহে নরপতি ॥
ক্ষত্রমধ্যে পরাপর নাহি শাস্ত্রনীত।
যুদ্ধেতে উপেক্ষা করা না হয় উচিত ॥
পিতা পুত্রে যুদ্ধ হলে না করি উপেক্ষা।
সে কারণে না করিবে কাহারো প্রতীক্ষা ॥
প্রাণ উপেক্ষিয়া সবে করিবে সমর।
নিকটে সাজিয়া এল পাণ্ডব কোঙর ॥
শুনি অঙ্গীকার কৈল যত বীরগণ।
হইল আনন্দচিত্ত রাজা দুর্য্যোধন ॥

তবে শত ভাই সঙ্গে গান্ধারীনন্দন।
যাত্রা করি সজ্জীভূত হৈল সেইক্ষণ ॥
বিদায় হইতে গেল বাপের সদন।
নমস্কার করি কহে ভাই শত জন ॥
প্রসন্ন হইয়া তাত করহ আদেশ।
শুভযাত্রা আজি যাব কুরুক্ষেত্র দেশ ॥
নিকটে আসিয়া সবে হৈল উপনীত।
যুদ্ধ করিবারে তব হয় ত উচিত ॥
তোমার প্রসাদে তাত হবে রিপুক্ষয়।
যুদ্ধ করিবারে আজ্ঞা দেহ মহাশয় ॥
শুনিয়া হইল অন্ধ ক্রোধিত অন্তর।
মনে মনে অনুশোচ করিল বিস্তর ॥
আশীর্ব্বাদ দিল, হেঁট করিয়া বদন।
মায়ের নিকটে তবে গেল দুর্য্যোধন ॥
শত ভাই কহে কথা করিয়া মিনতি ॥
প্রসন্না হইয়া মাতা দেহ ত আরতি ॥
শুনিয়া সুবলসুতা সজল-লোচন।
আশ্বাসিয়া পুত্রগণে বলিল বচন ॥
ইতর তোমার রিপু নহে পাণ্ডুসুত।
একৈক পাণ্ডব জিনিবে পুরহূত ॥
দেবের অজেয় রিপু বিখ্যাত ভুবনে।
জীয়ন্তে পাণ্ডবে কেহ না পারিবে রণে ॥
সে কারণে তাহা সহ কলহ না রুচে।
মোর বাক্যে প্রীতি কর যদি মনে ইচ্ছে।
শুনিয়া কহিল নাস্তি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন বাক্য মাতা নাহি বলিও কখন ॥
কর্ণ মোর পক্ষ আর দ্রোণ মহাশয়।
পিতামহ ভীষ্মবীর সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥
অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মা কৃপ মহাবীর।
শল্য মদ্রেশ্বর রাজা সংগ্রামে সুধীর ॥
লক্ষ লক্ষ বীরগণ আমার সহায়।
পাণ্ডুপুত্রে সমরেতে মারিব হেলায় ॥
পাণ্ডবের পরাজয় মোর হবে জয়।
নাহিক সংশয় ইথে কহিনু নিশ্চয় ॥
আশীর্ব্বাদ কর মাতা বিলম্ব না সয় ॥
ক্ষণ বহি যায় মাতা করহ বিদায় ॥

এত শুনি হৈল মাতা মলিন বদন।
জয়ী হও বলি মুখে বলিল বচন॥
অরে৷ এক কথা পুত্র শুন দুর্য্যোধন।
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" বেদের বচন॥
এই বাক্য মুখে বলে মাতা সুবদনী।
আকাশে নির্ঘাত বাণী হৈল ঘোর ধ্বনি॥
বিনা মেঘে রক্তবৃষ্টি হয় ত গগনে।
চীৎকার শব্দ করি ডাকে মেঘগণে॥
বামেতে শকুনিগণ উড়য়ে আকাশে।
মন্দতেজঃ হৈল রবি না করে প্রকাশে॥
নগর নিকটে আসি ডাকে শিবাগণ।
এইরূপে যাত্রাকালে হৈল কুলক্ষণ॥
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন মনে না করিল।
মায়েরে বিদায় মাগি রথে আরোহিল॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃতবর্ম্মা কৃপ মহামতি।
কর্ণ আদি করি সাজে যত মহারথী॥
জয় শব্দ করি চলে রাজা দুর্য্যোধন।
কুরুক্ষেত্রে উত্তরিল যত কুরুগণ॥
শত ক্রোশ যুড়ি রহে কৌরবের সেনা।
রথ রথী গজ বাজী পত্তি অগণনা॥
প্রলয়ের সিন্ধু সম সৈন্যের গর্জ্জনে।
জগৎ বধির হৈল না শুনি শ্রবণে॥
তবে দুর্য্যোধন রাজা হ'য়ে হৃষ্টমন।
উলুকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
যাহ ত উলুক তুমি বিলম্ব না সহে।
দেখহ আমার সৈন্য কোথা কত রহে॥
যে দেখিলে বিবরিয়া কহিবে পাণ্ডবে।
যুদ্ধ কর আসি সবে যুক্তি অনুভবে॥
কহিবে ভীমেরে মোর নিষ্ঠুর বচন।
মোর সঙ্গে আসি শক্তিমত কর রণ॥
দ্রৌপদীর অপমান আর দাসপণ।
যত দুঃখ পেলে বনে করহ স্মরণ॥
সে সব স্মরিয়া সাহসেতে কর ভর।
মোর সঙ্গে আসি তুমি করহ সমর॥
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ বসুমতী।
নতুবা আমার হাতে হইবে সদ্গতি॥

অর্জ্জুনেরে কহিবে দম্ভ করিয়া বিস্তর।
পূর্ব্বের যতেক দুঃখ স্মরহ অন্তর॥
যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে করহ পালন।
আমারে জিনিয়া সুখে ভুঞ্জ ত্রিভুবন॥
নতুবা কর্ণের হাতে দেখিবে শমন।
অবিলম্বে কর আসি যাহা লয় মন॥
কৃষ্ণেরে কহিবে দম্ভ করিয়া অপার।
পাণ্ডবের পক্ষ হ'য়ে হও আগুসার॥
যেই বিদ্যা দেখাইলে সভা বিদ্যমানে।
সে মায়া করিয়া এস অর্জ্জুনের সনে॥
সহদেব নকুলেরে কহিবে বচন।
পূর্ব্ব দুঃখ ভাবি দুইজনে কর রণ॥
কহিবে ধর্ম্মেরে মোর বচন বিশেষে।
ব্রহ্মচারী বলি তোমা জগতেতে ঘোষে॥
ধার্ম্মিকের শ্রেষ্ঠ তোমা বলে সর্ব্বজন।
তপস্বী বলিয়া তোমা করি যে গণন॥
এখন সে সব কথা হইল প্রচার।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় তব ব্যবহার॥
পূর্ব্বেতে তাহার শুনিয়াছি যে কারণ।
সেই অভিপ্রায় তব যজ্ঞ আচরণ॥
মুখে মাত্র বল ধর্ম্ম অন্তরেতে আন।
বিড়াল সন্ন্যাসী প্রায় হারাইবে প্রাণ॥
এত শুনি সবিস্ময়ে উলুক তখন।
নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল বিনয় বচন॥
বিড়াল সন্ন্যাসী হ'য়েছিল কি কারণে।
আপনার দোষে সেই মরিল কেমনে॥
পশু হ'য়ে কৈল কেন তপ আচরণ।
বিবরিয়া কহ শুনি ইহার কারণ॥
উদ্যোগপর্ব্বের কথা অমৃত-সমান।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত-পুরাণ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজঃ।
কাশীদাস কহে গদাধর দাসাগ্রজ॥

---

### দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিড়াল সন্ন্যাসীর উপাখ্যান কথন।

রাজা বলে শুন শুন ওহে অনুচর।
সত্যযুগে ছিল এক তাপসপ্রবর॥

সর্ব্বগুণসমন্বিত ছিল ত ব্রাহ্মণ।
সুঘোষ তাহার নাম শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
সুশীল নামেতে তাঁর ভার্য্যা গুণবতী।
পুত্রবাঞ্ছা করি ধনী সেবে পশুপতি ॥
পুত্র না জন্মিল তাঁর যুবাকাল গেল।
বিপ্রের বৈরাগ্য বড় অন্তরে হইল ॥
ভার্য্যা সহ বনে গেল তপস্যা কারণ।
হিমালয় তটে উত্তরিল দুইজন ॥
দেখিয়া বিচিত্র বন প্রীত পায় মনে ॥
রচিয়া কুটীর তথা রহে দুইজনে ॥
একদিন গেল ঋষি ফলের কারণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে দেখে দৈব নির্ব্বন্ধন ॥
অনাথ মার্জ্জার শিশু পড়ি আছে বনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া শিশু চাহে চারি পানে ॥
পলাইতে শক্তি নাহি শিশু কলেবর।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়াছে বায়স পামর ॥
তার দুঃখ দেখি বিপ্র হৃদে হৈল দয়া।
জিজ্ঞাসিল মার্জ্জারের নিকটেতে গিয়া ॥
একাকী এথায় তুমি কিসের কারণ।
মাতা পিতা বন্ধু তোর নাহি কোন জন ॥
বিড়াল বলয়ে কেহ নাহিক সংসারে।
প্রসবিয়া মাতা মোর গেছে কোথাকারে ॥
জননী ছাড়িয়া গেল দৈব নির্ব্বন্ধন।
একাকী অনাথ হ'য়ে রহিয়াছি বনে ॥
মুনি বলে আমি তোমা করিব পালন।
বঞ্চিবে পরম সুখে আমার সদন ॥
অপুত্রক আছি আমি পুত্র নাহি হয়।
পুত্রবৎ করি তোমা পালিব নিশ্চয় ॥
এত শুনি বিড়ালের হৃষ্ট হৈল মন।
বিপ্রের চরণে আসি করিল বন্দন ॥
বিড়ালে লইয়া মুনি আসিল কুটীরে।
পালন করিতে তারে দিলেন ভার্য্যারে ॥
বিড়াল লইয়া তুষ্ট হইল সুন্দরী।
পালন করিল তারে পুত্রবৎ করি ॥
মায়া মোহে বদ্ধ হ'য়ে সবে পাশরিল।
বিড়ালে লইয়া দোঁহে নগরে আসিল ॥

পুনরপি গৃহধর্ম্ম করে দুইজনে।
বলবন্ত হৈল সেই অধিক পালনে ॥
স্বভাব পশুর জাতি ছাড়িবারে নারে।
বহু উপদ্রব করে গৃহস্থের ঘরে ॥
যজ্ঞহবি নষ্ট করে পায়সান্ন খায়।
মারিতে আসিলে লোক পলাইয়া যায় ॥
ক্রোধে নগরের লোক দুঃখী মনে মন।
সবে ব্রাহ্মণেরে গালি দেয় অনুক্ষণ ॥
কোথায় তপস্যা তব কোথায় ব্রহ্মণ্য।
পুত্রহীন হ'য়ে তুমি হলে মতিচ্ছন্ন ॥
বিড়ালেরে এত স্নেহ পুত্রবৎ কর।
সহজে পশুর জাতি মনে নাহি ডর ॥
এইরূপে বলে মন্দ নগরের জন।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ক্রোধে জ্বলিল তখন ॥
ধরিয়া সিচিকাবাড়ি প্রহারে বিড়ালে।
বান্ধিয়া রাখিল তারে হাতে পায়ে গলে ॥
দিন দুই তিন তারে রাখিল বন্ধনে।
বড়ই বৈরাগ্য হৈল বিড়ালের মনে ॥
কোনমতে পারি যদি ছাড়াতে বন্ধন।
তপস্যা করিয়া পাপ করিব মোচন ॥
গৃহবাসে কার্য্য নাই যাব বনবাস।
অনাহারে পাপ আত্মা করিব বিনাশ ॥
এরূপে বিড়াল মনে মনে যুক্তি করি।
দন্তেতে কাটিল তবে বন্ধনের দড়ি ॥
সেইক্ষণে গৃহ হ'তে হইল বাহির।
দণ্ডক কাননে গিয়া হইলেক স্থির ॥
বিন্দু সরোবরে তথা কার স্নানদান।
একে একে সর্ব্বতীর্থে করিল প্রয়াণ ॥
ধরা প্রদক্ষিণ ব্রত করি একে একে।
বিড়াল সন্ন্যাসী বলি খ্যাত হৈল লোকে ॥
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ অতিরম্য নামে।
বহু মূষাগণ তথা থাকে অনুক্রমে ॥
তথা গিয়া উত্তরিল বিড়াল সন্ন্যাসী।
দেখিয়া সকল মূষা মনে ভয় বাসি ॥
হাহাকার করি সব পলায় তরাসে।
আশ্বাসিয়া বিড়াল তবে কহে সবিশেষে ॥

আমারে দেখিয়া ভয় কেন কর মনে।
পরম ধার্ম্মিক আমি সর্ব্বলোকে জানে॥
তপস্যা করিয়া মোর চিরকাল গেল।
হিংসা হেন বস্তু মোর কখন নহিল॥
পবন আহারী আমি শুন মূষাগণ।
আমারে তিলেক ভয় না কর কখন॥
আনন্দ কৌতুক সবে ভ্রমহ নির্ভয়।
তপস্যা করিব আমি সবার আশ্রয়॥
এত শুনি মূষাগণ হৈল হৃষ্টমন।
যার যেই স্থানে ক্রমে আসে সর্ব্বজন॥
মর্য্যাদা করিয়া বহু স্থাপি বিড়ালে।
নির্ভয়েতে মূষাগণ ভ্রমে কুতূহলে॥
কতদিন গেল তবে জন্মিল বিশ্বাস।
যার যেই শিশুগণ রাখি তার পাশ॥
দূর বনে যায় সবে আহার কারণ।
নারিল ছাড়িতে লোভ বিড়ালের মন॥
সহজে পশুর জাতি নাহি আত্ম পর।
চারিদিকে চাহি তার ফুলে কলেবর॥
উদর পূরিয়া খায় মূষা শিশুগণে।
হাত মুখ মুছিয়া ত বসিল ধেয়ানে॥
খাইতে খাইতে লোভ অনেক হইল।
দিনে দিনে শিশুগণ অনেক খাইল॥
এ সকল তত্ত্ব নাহি জানে কোনজন।
দিনে দিনে অল্প হয় মূষা শিশুগণ॥
এক মূষা বুদ্ধিমন্ত তাহাতে আছিল।
অল্প শিশুগণ দেখি হৃদয়ে ভাবিল॥
এ বেটা তপস্বী ভণ্ড জানিনু লক্ষণে।
চুরি করি খায় যত মূষা-শিশুগণে॥
দেখিয়া প্রবীণ মূষা করে হাহাকার।
সব মূষাগণে গিয়া দিল সমাচার॥
শুনিয়া সকল মূষা হৈল দুঃখমন।
উপায় সৃজিল তার নিধন কারণ॥
এক যুক্তি করি সবে হয় একমন।
দ্বীপের চৌদিকে সবে করয়ে খনন॥
খনিল গভীর গর্ত্ত দীর্ঘতে বিস্তর।
তাহাতে পড়িয়া মরে বিড়াল পামর॥
সেইমত যুধিষ্ঠির কৈল আচরণ।
মুহূর্ত্তেকে মোর হাতে হরাবে জীবন॥
উলুক এতেক শুনি আনন্দিত মনে।
সাধু সাধু বলি প্রশংসিল দুর্য্যোধনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

---

### উলুকের প্রতি পাণ্ডবদের কথা।

উলুক রাজার আজ্ঞাবশে বহে বাট।
শীঘ্রগতি গেল যথা পাণ্ডবের ঠাট॥
যত কহি পাঠাইল কুরু নৃপমণি।
দণ্ডবৎ করি সব কহিল কাহিনী॥
শুনিয়া রুষিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
উলুকে চাহিয়া বলে ক্রোধ করি মন॥
উলুক কহিবে শীঘ্র গিয়া দুর্য্যোধনে।
প্রবীণ পক্ষীর প্রায় তোর আচরণে॥
প্রবীণ নামেতে পক্ষী ছিল দুরাচার।
নিরন্তর জাতিগণে কৈল অপকার॥
তার ভয়ে জ্ঞাতিগণ স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে।
পৃথিবী ভ্রমিল সবে নানা দুঃখ পেয়ে॥
শুভদিন সমুদিত যবে জ্ঞাতিগণে।
এক যুক্তি করি সবে মারিল দারুণে॥
সেইমত মোর হাতে মরিবে নিশ্চয়।
আজি কালি মধ্যে যাবে যমের আলয়॥
তোমার মরণ দুষ্ট হৈত সেই দিনে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরিয়াছ যেই দিনে॥
শুনহ উলুক বলি কহে বৃকোদর।
গদার প্রহারে ঊরু ভাঙ্গিব তাহার॥
এই লৌহ মহাগদা দেখ বিদ্যমান।
ইহাতে সকল ভাই হারাইবে প্রাণ॥
এত বলি [illegible] ল'য়ে বীর বৃকোদর।
চক্রিচক্র ফিরে [illegible] মস্তক উপর॥
গাণ্ডীব ধনুক তবে [illegible] অর্জ্জুন।
আকর্ণ পূরিয়া টঙ্কারেন ধনুর্গুণ॥
এককালে হৈল যেন শত বজ্রাঘাত।
প্রমাদ গণিল সবে দেখিয়া নির্ঘাত॥

মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়িল উলুক অনুচর।
সচেতন করিলেন তারে দামোদর ॥
চেতন পাইয়া চর চাহে চারি পানে।
হাসিয়া তাহারে কৃষ্ণ কহেন তখনে ॥
দেখিছ উলুক চর রক্ষা নাহি আর।
রুষিল অর্জ্জুন বীর কুন্তীর কুমার ॥
সত্য কথা কুরুগণে মারিবে নিমিষে।
ত্রিভুবন নাহি আঁটে পার্থ যদি রোষে ॥
ধনঞ্জয় কহিলেন উলুকে চাহিয়া।
মোর দম্ভ দুর্য্যোধনে শীঘ্র কহ গিয়া ॥
সূতপুত্র সঙ্গে এস করিয়া সাজন।
মোর হাতে তোমা সহ লইবে শমন ॥
ইন্দ্র যদি রক্ষা করে রক্ষা নাহি পাবে।
অবশ্য আমার হাতে যমঘরে যাবে ॥
এইরূপে পার্থ গর্ব্ব করেন বিস্তর।
মাদ্রীর তনয় তবে কহিল সত্বর ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যতেক বীরগণ।
একে একে উলুকেরে কহে সর্ব্বজন ॥
উলুক পাইয়া আজ্ঞা রথে আরোহিয়া।
দুর্য্যোধনে সব কথা নিবেদিল গিয়া ॥
যে কহিল পাণ্ডবেরা কহিতে সে ভয়।
কহিল নিষ্ঠুর কথা ভীম ধনঞ্জয় ॥
রাজা বলে কিবা ভয় কহত কাহিনী।
কি কহিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কি কহিল ধনঞ্জয় মাদ্রীর নন্দন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটাদি যত বীরগণ ॥
উলুক বলিল রাজা না কহিলে নয়।
শুন যাহা বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর চাহি আমি মুখ।
সে কারণে সহিলাম দিল যত দুঃখ ॥
কৃষ্ণেরে পাঠাই অগ্রে করিবারে প্রীতি।
অহঙ্কারে না শুনিল গোবিন্দের নীতি ॥
ইহার উচিত শাস্তি হাতে হাতে পাবে।
অচিরাতে সবংশেতে নিপাত হইবে ॥
ক্রোধে ভীম দর্প করি বলিল বচন।
মোর সম বলিষ্ঠ না দেখি কোনজন ॥
রাক্ষস দানব মোর অগ্রে নহে স্থির।
গদার বাড়িতে তার নাশিব শরীর ॥
মাদ্রীর নন্দন আদি যত বীরগণ।
একে একে প্রতিজ্ঞা করে জনে জন ॥
যে হয় উচিত রাজা করহ বিহিত।
শুনি দুর্য্যোধন করে সৈন্য সমাহিত ॥
আশ্বাসি কহিল সব যত যোদ্ধাগণে।
মোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর সর্ব্বজনে ॥
শুন কর্ণ মহাবীর রাধার নন্দন।
পরম বান্ধব তুমি মোর প্রাণধন ॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার কৈলে সবার গোচরে।
পাণ্ডবে মারিয়া রাজ্য দিবে হে আমারে ॥
তাহার সময় এই হৈল উপনীত।
করহ বিধান সখে ইহার উচিত ॥
কর্ণ বলে রাজা মোর সত্য অঙ্গীকার।
প্রাণপণে কার্য্য সিদ্ধ করিব তোমার ॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ সাধিব কার্য্য শুন সারোদ্ধার ॥
এত শুনি দুর্য্যোধন হৈল হৃষ্টমন।
বহু পুরস্কার কর্ণে দিল সেইক্ষণ ॥

---

### কর্ণের জন্ম বিবরণ।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল কহ তপোধন।
কুন্তীগর্ভে জন্মে কর্ণ বিখ্যাত ভুবন ॥
কৌরবের পক্ষে কেন সূর্য্যের নন্দন।
দেখিয়া ধরিল কুন্তী কিরূপে জীবন ॥
মুনি বলে শুন কুরুবংশ-চূড়ামণি।
কৌরবের রণে গেল কর্ণবীর শুনি ॥
বিদুরের মুখে শুনি এ সব বচন।
চিত্তেতে চিন্তিত কুন্তী ভাবে মনে মন ॥
আমার নন্দন কর্ণ কেহ না জানিল।
সূর্য্যের ঔরসে জন্ম কর্ণের হইল ॥
দৈবের এ সব কথা বিধির ঘটন।
রাধা যে পাইয়া পুত্র করিল পালন ॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে সর্ব্বজন।
কেহ জ্ঞাত নহে কর্ণ আমার নন্দন ॥

এ সময়ে লোকে যদি হয় সে প্রচার।
উপহাস করিবেক কৌরবকুমার॥
ইহার কারণে আমি করিব গমন।
কর্ণেরে কহিব আমি এ সব বচন॥
আমার বচন কর্ণ খণ্ডিতে নারিবে।
অবশ্য সহায় পাণ্ডুপুত্রদের হবে॥
কিরূপে নিভৃতে দেখা হবে কর্ণ সনে।
এতেক ভাবিয়া কুন্তী যুক্তি কৈল মনে॥
প্রাতঃস্নান নিত্য কর্ণ যমুনায় করে।
একেশ্বর যায় স্নানে নাহি লয় কারে॥
তত্ত্ব জানি কুন্তী তথা করিল গমন।
যমুনায় নামি কর্ণ করয়ে তর্পণ॥
নিত্য কর্ম্ম সমাপিয়া সূর্য্যে করে স্তব।
উঠিয়া আইসে কুন্তী মানিল উৎসব॥
কর্ণের সাক্ষাতে কহে গদগদ বাণী।
অবধানে শুন তত্ত্ব পূর্ব্বের কাহিনী॥
আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে।
যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে॥
অতিথি-সেবায় তাত রাখিল আমারে।
অনেক সেবন কৈনু দুর্ব্বাসা মুনিরে॥
চতুর্ম্মাস সেবিলাম বিধির বিধানে।
আজ্ঞাবর্ত্তী হ'য়ে আমি রহি অনুক্ষণে॥
আমার সেবায় মুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
মন্ত্রদান করিলেন আমারে ডাকিয়া॥
এই মন্ত্র দিতেছি যে তব বিদ্যমান।
মন্ত্র পড়ি যেই দেবে করিবে আহ্বান॥
সেইক্ষণে আসিবেন তোমার সাক্ষাতে।
যে বর মাগিবে তাহা পাইবে নিশ্চিতে॥
এত বলি মহামুনি গেল যথাস্থানে।
তবে আমি মন্ত্র পরীক্ষিতে একদিনে॥
কলসে আনিতে যাই যমুনার বারি।
কৌতুকে জপিনু মন্ত্র সূর্য্যে ধ্যান করি॥
তখনি আসিল সূর্য্য মোর বিদ্যমানে।
সূর্য্যে দেখি ভীত আমি হইলাম মনে॥
অনেক বিনয় করি কহিনু বচন।
না বুঝি তোমারে আমি করি আবাহন॥
অজ্ঞান স্ত্রীজন-দোষ ক্ষমিবে আমার।
শুনিয়া হাসিয়া সূর্য্য কহে আরবার॥
কভু মিথ্যা নাহি হয় মুনির বচন।
কভু মিথ্যা নহে কন্যা মম আগমন॥
আমারে ভজহ তুমি নাহিক সংশয়।
না ভজিলে মন্ত্র মিথ্যা হইবে নিশ্চয়॥
বিবাহিতা নহ, চিন্তা করিছ অন্তরে।
মম বরে মহারাজ বরিবে তোমারে॥
এত শুনি বশ আমি হইনু তাঁহার।
বর দিয়া গেল সূর্য্য ভুঞ্জিয়া শৃঙ্গার॥
সূর্য্যের সঙ্গমে হৈল গর্ভের উৎপত্তি।
তখনি তোমারে প্রসবিলাম সুমতি॥
প্রসব করিয়া তোমা সচিন্তিত মন।
কুমারীর কালে জন্ম হইল নন্দন॥
লোকে খ্যাত হয় পাছে এ সব কাহিনী।
যমুনায় ভাসাইনু তাম্রকুণ্ড আনি॥
আনিয়া তোমাকে রাধা করিল পালন।
কদাচিত নহ তুমি রাধার নন্দন॥
যে হইল সে হইল অজ্ঞাত কারণ।
ভাইগণ সঙ্গে তুমি করহ মিলন॥
ছয় ভাই মিলি বৎস নাশ মোর দুঃখ।
শত্রুগণে মারি ভুঞ্জ যত রাজ্যসুখ॥
এত শুনি কর্ণ কহে করিয়া মিনতি।
এ সকল গুপ্ত কথা জানি যে ভারতী॥
জানিয়া করিলে ত্যাগ আমারে পূর্ব্বেতে।
রাধা যে পুষিল মোরে বিখ্যাত জগতে॥
রাধার নন্দন বলি ঘোষে ত্রিভুবনে।
তব পুত্র বলি এবে বালব কেমনে॥
বলিলে কি লোকে হয় করিবে প্রত্যয়।
জগতে কুযশ লজ্জা হবে অতিশয়॥
বলিবেক ক্ষত্রগণ করি উপহাস।
যুদ্ধকাল দেখি কর্ণ পাইল তরাস॥
ভাই বলি পাণ্ডবের লইল শরণ।
ব্যর্থ কর্ণ নাম ধরি ঘোষে অকারণ॥
এ সব হইতে মৃত্যু ভাল শতগুণে।
এ কর্ম্ম করিতে নাহি পারিব কখনে॥

তাহে দুর্য্যোধন মোরে শিশুকাল হ'তে।
নানা ভোগে পুরস্কারে পালিল বহুতে ॥
দেশ ভূমি গ্রাম রত্ন দিল বহুতর।
হরিহর আত্মা যেন নহে ভিন্ন পর ॥
তিলেক বিভিন্ন মনে নহে কদাচনে।
ইহার হিংসন আমি করিব কেমনে ॥
বিশেষ তাহাতে আমি কৈনু অঙ্গীকার।
অর্জ্জুনের সঙ্গে পণ সমর আমার ॥
মোর হাতে পরলোকে যাবে ধনঞ্জয়।
কিম্বা অর্জ্জুনের হাতে মোর মৃত্যু হয় ॥
এইত প্রতিজ্ঞা কৈনু সভা বিদ্যমানে।
সত্যভ্রষ্ট হ'তে নাহি পারিব কখনে ॥
সে কারণে ক্ষমা কর জননী আমারে।
এত শুনি পুনঃ কুন্তী কহিল কর্ণেরে ॥
ভাইগণ সঙ্গে যদি না কর মিলন।
মোর বাক্য নাহি যদি করিবে পালন ॥
তবে এক সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্রে মোর না মারিবে প্রাণে ॥
এত শুনি কর্ণ কৈল সত্য অঙ্গীকার।
আর চারি ভায়েরে না করিব সংহার ॥
পঞ্চপুত্র রবে তব এই পৃথিবীতে।
অর্জ্জুন সহিত কিম্বা আমার সহিতে ॥
ব্যাসের বচন মাতা আছে পূর্ব্বাপর।
পৃথিবীতে তব পঞ্চ রহিবে কোঙর ॥
সংসারের মধ্যে হবে রণে মহাতেজা।
একচ্ছত্র পৃথিবীতে হবে মহারাজা ॥
ব্যাসের বচন মিথ্যা নহে কদাচন।
জগতে রহিবে মাত্র তোমার নন্দন ॥
পাইবে তোমার পুত্রগণ রাজধানী।
নিশ্চয় আমার মৃত্যু হইবে জননী ॥
না ভাবিও দুঃখ মাতা যাহ নিজস্থানে ॥
এত বলি দণ্ডবৎ করিল চরণে ॥
বিদায় হইয়া কর্ণ গেল নিজ পুরে।
যথাস্থানে গেল কুন্তী দুঃখিতা অন্তরে।
বিদুরের প্রতি কুন্তী কহিল সকল।
শুনি বিদুরের হৃদে হৈল কুতূহল ॥
পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত পুরাণ ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।
উদ্যোগপর্ব্বের কথা হৈল সমাপন ॥

ইতি উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।